

কান্ত বাণী

রজনী কান্ত সেন

সম্পাদন
দীপ্তি প্রিন্টার্স

কাঙ-বাণী

(রজনীকান্ত সেনের গ্রন্থাবলী)

সম্পাদনা

ডঃ দ্বীপ্ত ত্রিপাঠী



প্রাতিষ্ঠানিক

ডি. এম. লাইব্রেরী

৩২ কর্মওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

বাণী	...	১—৬৪
কল্যাণী	...	৬৫—১৪১
অমৃত	...	১৪২—১৬৫
আনন্দময়ী	...	১৬৬—২১৫
বিশ্রাম	...	২১৬—২৭১
অভয়া	...	২৭২—৩৩১
সত্যাব-কুহুম	...	৩৩২—৩৬১
শেষ দান	...	৩৬২—৪১৪

সূচনা

শেতচন্দন-নির্বাসের সঙ্গে রজনীকান্তের কবিতার যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। চন্দন ঘবে ঘবে যেমন স্রষ্টি হয় এক নির্মল, পবিত্র, স্নান, কোমল, শীতল সৌরভ—রজনীকান্তের কবিতাও তেমনি। প্রথমে যোদে যেমন তা শুকিয়ে উঠে বিন্দু বিন্দু ঝরে ধুলোর ধুলো হয়ে যায় রজনীকান্তের গানেরও আজ সেই পরিণতি। তবু চন্দন চন্দন—আর রজনীকান্ত রজনীকান্ত। সে আত্মার সৌরভ অনন্ত। চন্দনের মতই রজনীকান্তের গান আত্মাকে বেটে বেটে তৈরী। সে তাঁর জীবনের ভিতরের জিনিষ—অন্তরাধার আত্মনিবেদন। এর মধ্যে কবির জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত বেদনা সাধনা বিগলিত হয়ে আকৃতি লাভ করেছে। সেখানে কীকি ছিল না বলে একই আসরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে কান্ত-কবির গানও একদিন সমান আদর পেয়েছিল। সত্য জীবন বোধের সরল প্রকাশেই রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য।

রজনীকান্তের কাব্য তিনতারার মত—আধ্যাত্মিক, স্বদেশ প্রেম ও হাসির তিন ঘাটে বাধা। এই তিনটিই বর্তমান যুগে রসাতাস। ভক্তির পুষ্পে যদি সংসার-কীট না বাস করে, দেশ প্রেমের মধ্যে না ফোটে বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টি-কোণ, হাসির উপজীব্য না হয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তবে আধুনিক স্বরগ্রামে স্বর কোটে না। বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগপ্রভাবিত জটিল চৈতন্তের অধিকারী রজনীকান্ত ছিলেন না। বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কান্ত-কবি জীবিত থাকলেও তাঁর কবি-মানস গড়ে উঠেছিল প্রাক-যন্ত্রজটিল-চৈতন্ত যুগে। সে যুগটাই ছিল বিশ্বাসের, আবেগের, আত্মপূরণ-বোধহীন সখ্যের। রজনীকান্তের নীতি কবিতাগুলিকে আধ্যাত্মিক কবিতার শ্রেণীভুক্ত করলে বোধহয় দোষ হয় না। কারণ ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রথম সোপান হোল নীতি-বোধের উদ্বোধন।

এ যুগের ভক্তি-ভাবের ওপর খৃষ্টীয় ধর্ম-সাধনার প্রভাব পড়েছিল। গুপ্ত-কবির সময় থেকেই ঈশ্বরকে পিতা কল্পনা করে নিজেদের পাপী, তাপী, ক্ষত্র, তুচ্ছ বলে বার বার অভিহিত করেছেন কবিগণ। পরমপুরুষ রূপে ঈশ্বরানুভূতি অবশ্য উপনিষদে আছে এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজ সেই ঔপনিষদিক ধারণা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু নববিধান সমাজ খৃষ্টীয় সাধনার সঙ্গে

বাকলা দেশের মর্মগত বৈকল্য ও শাক্তসাধনারদ্বারা আবেগ-প্রবণতাকে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন,—হরতো সাধারণের মধ্যে বহল প্রচারের বাসনা নিয়ে। কলে কীর্তনের হ্রস্ব, দ্ব্যমপ্রসারী হ্রস্ব ও সমাজের প্রার্থনার হ্রস্ব মেলবন্ধন হোল। রজনীকান্ত সেনের উপর এসব প্রভাব সোজা-সুজি পড়ার কথা নয়। তিনি জন্মেছিলেন গাংনায় হিন্দু, বৈষ্ণব পরিবারে। প্রাথমিক শিক্ষাকাল ও কর্মজীবন অতিবাহিত করেন রাজশাহীতে বার আবহাওয়ার ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার ও কারখের সংস্কৃতি। অর্থাৎ শাক্ত বৈকল্য ভাবনা। তবে ১৮৮২-১৮৯১ খৃঃ এই তিন বছর তিনি কোলকাতার সিটি কলেজে পড়েন। মনে হয় এই সময়েই তরুণ কবিমানসে যুগোচিত প্রভাব পড়েছিল। সে সময়ে পারিবারিক বিপর্যয়ও তাঁকে ভক্তির পথে নিয়ে যায় এমন অসুমান করলে ভুল হবে না। স্নাতক শ্রেণীতে পাঠ কালেই তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভাতের মৃত্যু হয়। কলে সংসারের সব দারিদ্র্য পড়ে অপরিণত তরুণের স্বর্কে। অতি সত্ত্বর অর্থোপার্জননের জন্য তিনি যে বৃত্তি গ্রহণ করেন তা আবার কবি-হৃদয়ের অস্বস্তি ছিল না। সে পেশা হোল—ওকালতী। তিনি বিভিন্ন রচনার তথ্য পড়ে সে আশ্বিক সংকটের বেদনা ব্যক্ত করে গেছেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘপতিরার কুমার শরৎকুমারকে লিখিত পত্র স্বর্ভব্য,—

“কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন দুর্লভ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিন্তা উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।”

তিনি এ বৃত্তিকে পরিহাস করেছেন বারংবার যেমন, উকীল (‘কল্যাণী’), সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ (‘বিল্যাম’), কথার মূল্য (‘অনুত’), কিন্তু এর প্রকৃত কারণ তাঁর হাসপাতালের রোজনামচার দেখা যায়।

“সংপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হয়েছে। টাকার লোভ এতো হবে যে সত্যানত্যা বিচার blunt হয়ে heart callous হবে, তখন টাকা হ’তে পারে, অর্থ হবে, তবে তার পারে পরমার্থ টি রেখে হবে।”

কবির রচনার মধ্যেও এই নৈতিকতার প্রতি বোঁক এবং এই পাপবোধ স্থলপট।

১। (এই) চির অপরাধী পাতকীর বোকা

হাসিমুখে ছুঁমি বয়েছ ;

২। কথা, ‘বাপী’)

৩। পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ?

৫। (আমি) পাপ নদীকূলে পাপ তরুণ্ডে
বাঁধিয়াছি পাপ বান্দা !

(শুধু) গাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
 মিটাই পাপ-পিছাল। ॥

(আমি) বাহি' পাগতরী পাপের নগরী
 পাপ অর্থ লোভে খুঁজি;
 করি পাপের আশায়, পাপ ব্যবসায়
 লইয়া পাপের গুঁজি।

কয়েকটি উদাহরণ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। কোড়ুলী পাঠক দেখবেন তাঁর বহু কবিতায় যেমন আশা, বহিঃস্বপ্ন, এস, মোহ (‘বাণী’); ক্ষয় পথল, ক্ষমা, কেন? বিশ্বাস, বিচার, নিকপায়, তুমি ও আমি, ডুবাত শরণাগত, চিকিৎসা, (‘কল্যাণী’), তোমার দৃষ্টি, সত্যত শিরে আগো, পাপরাজি, মিলনানন্দ, পতিত, হরিবল (‘অভয়া’) ইত্যাদিতে এই মনোভাব ব্যক্ত। এ ভিন্ন মলিন, দীন, ক্ষুদ্র, নগ্না, দুঃস্থ, দুর্বল, অধম, ভ্রান্ত, ভয়, বিকৃত, নষ্ট প্রভৃতি বিশেষণের অবিরত ব্যবহারও লক্ষ্যীয়।

টিক একই কারণে গুণ্যের প্রতি—পরমের প্রতি কবির চেতনা জাগর দেখি। যেমন,—

১। তুমি, নির্মল কর, মজল করে
মলিন বর্ষ বৃদ্ধারে :

ज्ञान-मय-मन्त्र

शुभ-सङ्कलन-निबन्ध

জ্যোতিঃ জগতঃ—বন্দন । (পরম দৈবত, ঐ)

৩। তুমি, পরম স্নানর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য বিভব-অলঙ্কৃত ।

আমি অধম কুৎসিত, হুঃখণীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত ।

(তুমি ও আমি, 'কলাবী')

আবার বলা হয়কার, কবি-মানসের এই পাপবোধ তথা পুণ্য চেতনার মূলে
 ঋতু-ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবই অধিতীয় নয়। বৈষ্ণব কবিদের প্রার্থনার পদে এমন
 ধরণের শরণাগত ভাবটি আছে এবং শক্তি সাধকদের পদেও ভগবান্নানীর ঐক্য
 রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর দীনহীন রূপটি কোটে কান্ত-কবি-মানসে
 বাঙলা দেশের এই দুই প্রধান ধর্ম সাধনার স্পষ্ট প্রভাব ছিল। যেমন,

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,

তোমাতে ডাকিতে পাইনে ,

आमि, चाहि दावा-सुत-सुध-मन्निन,

তব সঙ্গ-সুখ চাইনে ।

(নিফলতা, 'কল্যাণী')

এ পদের মধ্যে বিজ্ঞাপতির সুরই কি প্রচ্ছন্ন নয় ?

ভাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম

ନୂତନିତ ବସନୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ,—

তোহে বিস্ময় মন তাহে সমপলু*

অব মব্ব হব কোন কাণে ।

এ প্রসঙ্গে কবির সন্ধি (‘অভয়া’) কবিতাটিও লক্ষণীয়।

आदिप्र,

কিসেৰ মধু চিনি ?

সে যে

গাছ প্রেমের বিধি পান। :

(তুই) খাবি যদি, ক'সে এঁটে

বঁধে রাখ তোর কু-বসনা। (অন্তর্দৃষ্টি, ঐ)

এ যেন রামপ্রসাদের পানের প্রভুত্ব,—

মা, নিম খাওয়ালে তিনি বলে, কথার করে ছলো।

ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥

রজনীকান্তের ঈশ্বর-ভাবনা নানা রূপে ফুটেছে। প্রভু, পিতা, রাজ—
অধিরাজ, পরম-দৈবত, করুণাময়, সখা, বন্ধু, দরাল, মা, আনন্দময়ী। বৈকব-
শাস্ত-বাউল-খৃষ্ট-ব্রাহ্ম বালালা দেশের অধ্যাত্ম সাধনার প্রায় সব কয়টি প্রধান
চিন্তাই তাঁর সীতি কবিতার ওতপ্রোত। তবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়
'বাণীর' যুগে যিনি ঐশ্বর্যবান পরম দৈবত 'কল্যাণীতে' তাঁর সঙ্গে আরো নিবিড়
সম্বন্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'শেষ লেখায়' কবি সেই দরালের পায়ে নিজেকে
সমর্পণ করে দিয়েছেন। এই বিবর্তনটি যে ঠিক স্পষ্ট ধারার পাওয়া যায় তা
নই; কিন্তু বতই দুঃখ এসে তাঁকে ঘিরেছে ততই ঈশ্বর ও কবির সম্বন্ধের দৃঢ়
কমেছে। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে যে ভাবগুলি প্রধান দেখি তার থেকে কিছু
উদ্ধৃত করছি,—যেমন খৃষ্ট-ব্রাহ্ম ভাবের কবিতা,—

১। তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর (নির্ভর, 'বাণী')

২। (সে যে) পরম প্রেম সুন্দর (পরম দৈবত, ঐ)

৩। কবে ভূমিত এ মরু ছাড়িয়া বাইব (তোমার রসাল-নন্দনে)

(কবে? 'কল্যাণী')

৪। জ্ঞান মুকুট পরি, জ্ঞান-দণ্ড করে ধরি,

বিচার আসনে যবে বসিবে হে বিশ্ব-পিতা।

(বিচার, ঐ)

উপরের কবিতাগুলির মধ্যে খৃষ্ট-ব্রাহ্ম ধারণা মিশ্রিত হয়েছে। যেমন
'রসাল-নন্দনে' কথাটি। হিন্দু কল্পনার নন্দন কানন কুসুম পূর্ব, লেখানে মন্দার,
পারিজাত প্রভৃতি ফুলের ছড়াছড়ি, আর খৃষ্টীয় কল্পনার স্বর্গোচ্চান ফলে পূর্ণ।
'রসাল' শব্দটির ব্যবহার তাই লক্ষণীয়। হিন্দু কল্পনার স্বর্গে গেলে পার্থিব
দেহের বাসনা যথা পান ভোজন প্রভৃতি থাকে না। কিন্তু গ্রীক কল্পনার স্বর্গে
পান ভোজনের অমের আয়োজন। সেই কল্পনাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে খৃষ্টীয়
স্বর্গোচ্চান হয়েছে রসাল ফলের কানন।

বিচার কবিতাটিতে বাইবেলোক্ত শেষ বিচারের দৃষ্টান্ত। এ গানটি

আমাদের রাজা রামমোহন রায়ের ‘মনে কর শেষের সে দিন ডরছর’ শ্রবণ করায়।

এই ধরণের কবিতার আর একটি সুন্দর উদাহরণ চিকিৎসা। ধৃতীর কল্পনার বীণ হলেন The Great Healer, তিনি আর্ত আত্মার ভিষকরাজ। কান্ত কবির কল্পনার এ ধারণাটি আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য-সম্মিত বৈজ্ঞানিক শিবের সঙ্গে সুন্দর মিশ্রিত হয়ে একটি নিবিড় অধ্যাত্মরসের কবিতার পরিণত ;—

তুমি নাকি, দয়াময়, পাপীর শরণ,
কোথা বসে দেখিতেছ স্থপিত মরণ ?
মুহু প্রতীকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো,—
তীর ভেষজ মোরে দেহ বৈজ্ঞানিক ।

এই কল্পনাই বৈজ্ঞানিক রসে জারিত হয়ে রূপ পেয়েছে ‘শেষ লেখার’ অন্তিমে কবিতায়।

তিলক ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা বত,
ব্যাধিমুক্ত করে, সখা
খেতে দিবে প্রেমামৃত ।

বৈজ্ঞানিক ভাবনার কবিতাগুলিকে দু ভাবে ভাগ করা যায়। কতকগুলি কবিতায় বৈজ্ঞানিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে—কতকগুলি কবিতায় কীর্তনের সুরটি মেশান হয়েছে। প্রথমোক্ত কবিতাগুলির প্রধান ‘রস সখ্য ও দাস্ত। যদিও পূর্বরাগ, অভিসারিকা প্রভৃতি নামে একটি করে কবিতা তিনি লিখেছেন কিন্তু সেগুলিতে কবি প্রতিভার স্ফূর্তি দেখি না।

এই কবিতাগুলির মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হোল সখা (‘বাণী’) ও বিশ্বাস (‘কল্যাণী’)। ‘আমি তো তোমাতে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে, চেয়েছ’ এবং ‘কেন বঞ্চিত হব চরণে’—এ দুটি গান এক যুগে বাঙ্গলা দেশের লোকের মুখে মুখে স্রিত। অথবা ধরা যাক—

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে,

... ...

ছিন্ন কথিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে।

(আশ্রয়-ঈশ্বর, ‘বাণী’)

স্পষ্টই স্রীরাধার অভিসার এর মানসিক পটভূমি। বৈষ্ণব বাউলে মিশ্রিত একটি কবিতা উল্লেখ যোগ্য।

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙে দিয়ে হে,

উধাও ক'রে ল'য়ে বাও এ মন।

(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে।

(আর) আজন্ম বন্দী পাখী, পক্ষপুটে ভার হে,

(উড়ে যাবে কেমনে) ; (আর উড়ে যাবে কেমনে)

(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে) ; (তোমার কাছে উড়ে যাবে কেমনে)

(তুমি না নিলে তুলে, উড়ে যাবে কেমনে ;),

(প্রাণপাখী, 'কল্যাণী'),

গানটির সঙ্গে অতুল প্রসাদের 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি' গানটির সাদৃশ্য লক্ষ্যীয়। তবে অতুল প্রসাদের গানটি কেবলই বাউল হয়ে পের, রজনীকান্তের গানে কীর্তনের আখর স্পষ্ট।

শাক্ত পন্থের ও বাউল ধরণে রচিত গানগুলির প্রতীকে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। রামপ্রসাদ যেমন জমিন, ঘুড়ি, পাশাখেলা প্রভৃতি তৎকালীন সমাজ-জীবনের নানা রকমে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন কান্তকবি তেমনি চিকিৎসা, রোগ, অস্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ফলমূল, হিসাব-নিকাশ, বস্ত্র প্রভৃতি যুগোচিত প্রতীক গ্রহণ করেছেন। কলে তাঁর এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক রস প্রবেশ করেছে। যেমন,—

১। লঘিষ্ট—গরিষ্ট—ভেদে

কেন মিছে মরিস কৈদে,

মজ্ঞে আছ ভগ্নাংশেতে, কোন রসেতে ?

চল শুভঙ্করীর নিয়ম যে'নে।

(যোগ, 'বাণী')

২। সে কি কলামুলো, কুমডো কাঁকুড, বেগুন শসা, বেলের মত ?

পেরারা, আতা, তাল কি কাঁঠাল, আম জাম, নারিকেলের মত ?

সে তো হাট-বাজারে বিকায় না বে, থাকে না তো পাছে ফ'লে।

(সাধনার ধন, 'কল্যাণী')

৩। ডাক দেখি ভোর বৈজ্ঞানিকে ;

দেখবো সে উপাধি নিলে,

কটা 'কেনর' জবাব শিখে।

ধরা কেন কেন্স-পানে, ছোট বড় সবকে টানে

বোটা হেঁড়া কলটি কেন সে

দেয় না যেতে অস্ত্রদিকে।

(নিরস্তর, 'বাণী')

৪। লক্ষ্য প্রভেদ দেহ-মনে

কার জানা আছে, কে রেখেছে গণে

কোন দরশনে ?

গোটা তুই ভেদ বুঝে তুই গর্বে অধীর,

বৈজ্ঞানিক বীর, একেবারে,

হাতে 'নে দু'টো গোলাপ ফুল,

পাপড়ি, রক্ত, ওজন, টক্স,

নরকো সমতুল , (একে পর্যবেক্ষণ, ঐ)

৫। কে পূরে দিলে রে—

আলোকের গোলক দিয়ে, এই অস্ত্রশূন্য ফাঁক !

কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক।

কে ধ'রে আছে তুলে' কি ধ'রে আছে খুলে

পড়ে না স্রতো খুলে, বছর কোটি লাগে !

কেউ আছে চূপটি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,

নিমেবে যোজন জুড়ে খাচ্ছে কোটি পাক !

(গ্রহরহস্ত, 'কল্যাণী')

৬। ওরে ঐ কোটি বছর, রবির ভিতর

পুড়ছে কি তা মালিক জানে।

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে,

কোথা থেকে যুগিয়ে আনে ?

চিরদিন সমান জলে, বিনা তেলে,

স্বয়ং না নিবে কোন বিধানে ?

(সৃষ্টির কৌশল, 'শেখদান')

৭। এমনি করে চাষি দিয়ে

দিয়েছে এই বিশ্ব-বস্ত্র ঘুরিয়ে,

কোটি কোটি বছর যাচ্ছে,

তবু চাষির দম যায় না'কো ফুরিয়ে !

বলিহারী, বাহবা ওস্তাদের কেরামৎ !

আর অয়েল কন্তে হয় না, কন্তে হয় না মেরামৎ,

কোথা থেকে কল টিপেছে

কারিগরের কেমন লুকোচুরি-এ !*

(বিশ্ববস্ত্র, 'শেষ দান')

বিষম অলঙ্কারে রচিত তাঁর অক্লান্তকাৰ্য্য কবিতাটি চংয়ের দিক থেকে বৈষ্ণব কবির 'স্বপ্নের লাগিয়া এ ঘর বাধিত' পদ্যটিকে স্মরণ করায়। অথচ কবিতাটির শব্দ ব্যবহার শাস্ত্র পদাবলীর ছাঁদে। যেমন,—

দেখে শুনে আনলি রে কড়ি,

সব কড়িগুলো হ'ল রে কানা ;

ভাল ব'লে কিনলি রে দুধ,

উননে তুলতে হ'ল রে ছানা !

(অক্লান্তকাৰ্য্য, 'অভয়া')

এই ধরণের যৌগিক সমাহরণে কাস্ত-কবি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাই দেখি শাস্ত্র ভাবনা নিয়ে কীৰ্ত্তন বাঁধতে অথবা শাস্ত্রীয় সুরে তালে বৈষ্ণব সাধনাকে রূপ দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। প্রসঙ্গত কাস্ত-কবির দোহিত্র প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করি,—

“পরোয়া নেই কোথায় এসে গেছে অজ্ঞানিতে অল্প কারো কোনো সুরের ছায়া, কোথাও এসে পড়েছে নিজেরই কোনো সুরের পুনরাবৃত্তি, কোথাও বা শাস্ত্র সম্মত রাগ রূপটি ঠিকমত হয়তো খোলে নি। তাঁর ভক্ত-চিন্তা এই দোষ ক্রটিগুলিকে বড়ো করে দেখে নি,—তাঁর রচনার ভাবের হুঁ প্রকাশ বতকশ না ব্যাহত হয়েছে।”

কবির বৈষ্ণব ভাবনার কবিতাগুলিতে যেমন প্রধান রস সখ্য ও দাস্ত শাস্ত্র-

* শ্রীঅমিত্র চক্রবর্তীর কবিতায় এর প্রভাব স্পষ্টগীয়।

ভাবনার কবিতাগুলিতে প্রধান রস তেমনি বাৎসল্য। ঈশ্বরের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ মা ও কন্যা ছেলের মত ঘনিষ্ঠ, নিবিড়, নির্ভরশীল। স্বামপ্রসাদের ‘আটাশে ছেলে’র অঙ্করণে কবি নিজেকে নষ্ট ছেলে, মিথ্যা ছেলে, পাগল ছেলে বলে অভিহিত করেছেন। কবি বতই অসুস্থ হয়েছেন ততই তাঁর ঈশ্বর নির্ভরতা গভীর হয়েছে এবং ততই ঈশ্বরের মাহাত্ম্যপটী তাঁর সামনে বিকশিত হয়েছে। এই অধ্যাত্ম অসুস্থতা দুঃখের বেশে এলেও তিনি ভরান নি। তাঁর সকল বেদনাকে ধন্য করে গোলাপের মত ‘আনন্দময়ী’, ‘অভয়া’, ‘শেষ দানের’ গানগুলি ফুটে উঠেছে। কবি যেন প্রতিদিন ঈশ্বরকে গানের গিলি পাঠাচ্ছেন। তাই রোশনব্যায় কবিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল,—

‘শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কষ্ট বিনোদ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আশ্রয় ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে ; কিন্তু ভুমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে হ্রাস করিতে পারে নাই। কাঁঠ বতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জলিতেছে।’

কিন্তু রজনীকান্ত যে দুঃখ-বেদনার উর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন তা নয়। জ্ঞানলাল লাইব্রেরীতে অধুনা রক্ষিত কবির রোজনাচর একাংশ এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেখানে তাঁর আত্মবিশ্লেষের চিত্রটি পাওয়া যায়।

“এই দেখে যান আমাদের দেখলে অনেক শিক্ষা হবে। এই বয়সে গেলাম। অল্পেই বাসনা ; অনিশেষ উত্তম নিয়ে Prime of life এ গেলাম। আমার পাখির হিসাবে একটু শীত লাগিছে কিন্তু যে নিয়মে এই বিশ্ব চলে সে নিয়মে ঠিক সময়ে লাগিছে। এই আশীর্বাদ করুন।

শিবা মে পছান: সন্ত,

পথে আমার মকল হোক। আমি যে মহা আহ্বানে লাগিছি তাতে আমার আর আশ্বেপ নাই।” (পৃ: ৪৫)

“আমি যেন ঠিক দয়ালের খেয়াঘাটে পৌছাই এই পথ আমাকে তোমরা বলে দিও। আর যেন ঘাট তুল হয় না। সেই খেয়া ঘাট আমি যেতে পাচ্ছিই আমাকে পার করে নেবে। আমি যে কত পাপী তাতো তোমরা জান।

আমি এতদিন বাঁকের মাঝার পড়েছিলাম তাক্স আমাকে আজ একা বিদায়

করেছে। তবে আমার সে ছাড়া কে আছে? ভয় এই হয় পাছে পায়ে না
রাখে, কোলে তুলে না নেয়। তবে আমার কি হবে।” (পৃ: ৬৪)

কিন্তু এ সংসারের উর্ধ্বে তিনি পৌছেছিলেন। ১৩১৭ সালের ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ
রবীন্দ্রনাথ কান্ত কবিকে দেখবার অন্ত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে কবি
তাকে যে গানটি দেন সেই গানেই তার পরিচয় আছে। এ গানটি কান্তকবির
অধ্যাত্ম কবিতাবলীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ গান,

আমায় সকল রকমে কাঁড়াল করেছে
গর্ব করিতে চর,
যশ: ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকল করেছে দূর।

পরিণতির স্বাক্ষর ‘শেষ দানের’ অনেকগুলি কবিতায় বর্তমান। ‘বোঝ—
নামচায়’ দেখছি,—

“আমার দয়াল আমাকে আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে। খাটি করে নিচ্ছে।
কোলে নেবে বলে আমার খাদ উড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ময়লা নিয়ে
তো তার কাছে যাওয়া যায় না।” (পৃ: ৭৪)

অবিকল এই মনোভাবের প্রতিকলন দেখি,—

যেখানে সে দয়াল আমার
বসে আছে সিংহাসনে,
সেখানে হয় না যাওয়া
পাপ-কণিকা নিয়ে মনে।

...

...

...

আগুন জ্বলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, করে খাটি
স্থান দেয় অভয় স্রীচরণে।

(দয়াল আমার, ‘শেষ দান’)

‘শেষ দানের’ তিনটি কবিতায় (শরণাগত, করুণার দান, বিদায় লিপি) এই
পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণের রূপটি হুস্পষ্ট। হৃদয়বেদনার অঙ্গনানে অধ্যাত্মতত্ত্ব
এখানে মিশ্র করুণ কাব্যরূপ লাভ করেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে কান্ত কবির এই নীতি কবিতাগুলিকে পদাবলী বলা যায় কি না? ‘মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী’ কথাটি কবি জয়দেব প্রথম ব্যবহার করে ছিলেন। প্রাজ্ঞজনের মতে এটি ব্যর্থক। এক অর্থ পায়কোর—দ্বিতীয় অর্থ পদময় গীত। ‘পদ’ কথাটির আর একটি অর্থও ছিল—দুই ছত্রের গানকে পদ বলা হোত। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃততে এই ভাবেই প্রয়োগ দেখা যায়। তারপর ‘পদাবলী’ বলতে বৈষ্ণব নীতি কবিতা বোঝা যেত। তদনুসরণে শাক্ত সঙ্গীতের নামকরণও শাক্ত পদাবলী হয়েছে। অর্থাৎ আকৃতিতে ছোট, অধ্যাত্মবোধ, ভণিতায়ুক্ত পদকেই পদাবলী বলা চলে। সে হিসেবে শ্রীঅক্ষয় মৈত্রের ব্যবহৃত ‘কান্ত-পদাবলী’ কথাটি ভুল নয়। কিন্তু যেহেতু কান্ত-কবির সব কবিতাতেই ভণিতা নেই এবং সব কবিতাই অধ্যাত্ম রসের নয় সেহেতু ‘কান্ত-পদাবলী’ নামটি ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয়ত জয়দেবের কবিতা কান্ত-পদাবলী নামে খ্যাত বলে একই নামকরণে সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে চিরজীবন বাণীর উপাসক কবির গ্রন্থাবলীর নামকরণ হোল কান্ত-বাণী।

॥ ২ ॥

শ্রী প্রমথ বিশী তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন “রজনীকান্তের নীতি কবিতাগুলির বর্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এগুলি স্পষ্টতঃ (কবি কতক স্বীকৃতও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহার। সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতার ‘কবিকার’ ‘অমুজ।’” শ্রীযুক্ত বিশীর সঙ্গে আমিও একমত যে কান্ত কবির নীতি কবিতাগুলি বিশেষতঃ ‘অমৃতের’ অষ্টপদী কবিতাবলী বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ। নীতিমূলক কবিতা স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে কৃষ্ণধন মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই লিখেছেন। সে কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে রজনীকান্তের কবিতার গভীর জীবন বোধ ব্যাপ্ত। হানপাতালে রুগ্ন অবস্থাতেই তিনি এ গ্রন্থটি লেখেন। “যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী” করবার ইচ্ছে নিয়ে তিনি এগুলি রচনা করেন। যে সব নীতিকথা সর্বজনের ও সর্বকালের সে সত্যগুলি নিয়ে লেখা বলে এ গ্রন্থের নাম ‘অমৃত’, অবশ্য সংস্কৃত নীতি-শ্লোক ও ঐশপের থেকে তিনি তিন চারটি কবিতার ভাবগ্রহণ করেছিলেন সে কথা নিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবতঃ বর্তমান যুগের ধর্ম ‘নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি’ বলেই এ কবিতাগুলির

আদর কমেছে। তবু লেখকের নাম ভুললেও বাহালা দেশের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীই ‘বাবুই পাখীয়ে ডাকি বলিছে চড়াই’, ‘নদী কত পান নাহি করে নিজ জল’—ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে পরিচিত। আরো একটু পুরনো কালের লোকদের ‘মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়’, ‘বসিয়া নদীর তীরে, চাহি নদীপানে’ ইত্যাদি কবিতা স্বরণে আছে। রজনীকান্ত যে কত অল্প আঁচড়ে গভীর জীবন বোধের পরিচয় দিতে পারতেন তারি উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করি,—

নির্ভীক স্বাধীনচেতা এক চিত্রকর

আকিল আশানভূমি—অতি ভয়ঙ্কর।

একটি কপাল, আর অস্থি একখানি,

একস্থানে দেখায়েছে তুলি দিয়া টানি।

হেরিয়া দেশের রাজা বলে, “চমৎকার।

কিন্তু এটা কার অস্থি? কপাল বা কার?”

চিত্রকর বলে, “অস্থি মম কুকুরের,

কপাল পিতার তব, হে মন্ত কুবের!” (পরিণতি, ‘অমৃত’)

‘অমৃত’ কবির জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ। জ্ঞানদাস লাইব্রেরীতে রক্ষিত রাজনামচায় দেখি এই গ্রন্থটির প্রকাশনার জন্ম কবি কতদূর উন্মুখ ছিলেন। পৃষ্ঠা ৫৮ তে দেখি ‘অমৃত কতদূর জানেন?’, পৃষ্ঠা ৬২এ দেখি ‘অমৃতের কি কল্লেন?’ প্রসঙ্গত বলা দরকার যে কবিতার সৃষ্ট মুদ্রণের দিকে কবির দৃষ্টি ছিল। ‘কমা সেমিকোলনের ভুলও, যেন থাকে না’- (পৃ: ৩৭); ‘মলাট যেন বেশ fancy হয়।’ (পৃ: ৩৮)

পৃষ্ঠা ৮১তে কবি লিখেছেন,—

“আমাকে সূধীর বলে, তা বেদনার মধ্যেও তো লিখতে পারেন। বেশি নয় ৫১৬টা কবিতা আরো লিখে দিন। আমাকে বিধাতা কি ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছিল আমি ১ ঘণ্টার মধ্যে ৬টা কবিতা লিখে দিলাম। পরে আনন্দ করে নিয়ে গেল ছাপতে। অমৃত একটু বড় হল”।

এই রাজনামচায়ই, পৃ: ৮৩তে কাকের শিশি ও মেটে সরা এবং পৃ: ৮৭তে প্রকৃত বন্ধুর পাণ্ডুলিপি আছে। এ দুটির ‘অমৃতের’ কবিতা।

সম্ভাব কুসুম কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি

শীর্ষভর। কতকটা ছাত্র পাঠ্য। গুরু ও শিষ্য কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিফল উপহার' কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

॥ ৩ ॥

কান্ত কবির শেষ জীবন যতই রোগ বেদনার জর্জরিত হোক না কেন মাহুশ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন, সামাজিক ও প্রকৃৎসমনা। ১৮৯১ খ্রীঃ রাজশাহীতে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি তখন রাজশাহী শহরের 'উৎসব-রাজ' হয়ে ওঠেন। সে যুগে শহরের স্থানীয় সভা সমিতির অন্তর্গত কান্তকবির গান একটি বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী ছিল। সমকালীন ঘটনা উপলক্ষ্যে গান বাঁধা আমাদের দেশের চারণ কবিরা চিরকালই করে এসেছেন। পরবর্তী কালে ঈশ্বরগুপ্ত এক যুগ ধরে এ কর্তব্য সম্পাদন করেন। মধুসূদন এসে অবশ্য যুগের স্বরগ্রামটিকে ক্লাসিক নোটে বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য হেমচন্দ্র সমকালীন ঘটনাকে গুপ্ত কবির ধারার রূপ দিয়ে'গেছেন। এ ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথে দেখি—সত্যেন্দ্রনাথে দেখি—নজরুলে দেখি—রজনীকান্তেও দেখি। বিচিত্র উপলক্ষ্যে কবি গীত রচনা করেছিলেন যেমন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকের বিদায় কালে, পুষ্টিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণে, মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর জামাত বিয়োগে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের রাজশাহী অধিবেশন। সভায়, শোকে, পরিণয়ে, বিদায়ে সর্বত্রই রজনীকান্ত। কিন্তু তাই বলে রজনীকান্তকে স্বভাব-কবি বললে ভুল হবে। পরাধীন যুগ জাতির কষ্ট মুখর করবার ভার বারা নিয়েছিলেন রজনীকান্ত তাঁদের অন্ততম। তাই রাজশাহীর লোকসাহিত্যে তাঁর কাব্য নিবদ্ধ থাকে নি। ভৌগলিক বৃত্ত অতিক্রম করে সারা বাঙলা দেশেই তাঁর গান সাড়া তুলেছিল।

এইখানে একবার ইতিহাসকে স্মরণ করি। কবির স্বাম্য জীবনের যে সময়টুকু আনন্দে কেটে ছিল তা এই রাজশাহীতে। সালের হিসাবে ১৮৯১—১৯০২ খ্রীঃ মধ্যে। এখানেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সজ্জন বন্ধুত্বলাভ ঘটে। খিজেরলালের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর প্রভাবে কান্ত কবির হানির গানের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়। 'উৎসাহ' পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ঘটে। অক্ষয় মৈত্রেয়ের সহায়তায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় অক্ষয় কুমারের চেষ্টায় 'বাণী' প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সে তো গেল কবির ব্যক্তিগত জীবনের দিক। সমকালীন জগতে কি ঘটেছিল? ১৮২৩—২৬ সালের মধ্যে বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়, ১৮২৮ সালে প্যারিসের ধর্মসভা বোগদানের শেষে বেলুড মঠ প্রতিষ্ঠা। ১২০২ সালে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও স্বামীজির তিরোভাব। একই সময়ে প্রধানন্দ স্বামী হরিধারে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় নৈবেদ্য খেয়ার যুগ শেষ হয়ে সব গীতাঞ্জলির যুগ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ে সর্ব্বকমে স্বদেশকে প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার তীব্র সাধনা চলেছিল।

রাজনৈতিক জগতে চলেছিল এক তীব্র অসন্তোষ। ১৩১০ সালে শীতকালে (১২০৩, ডিসেম্বর) বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হোল। সমগ্র দেশের শিক্ত মনে যে পরাধীনতার বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই তা প্রতিবাদেয় রক্তমূর্তি ধরে দেখা দিল। ১২০৫, ৭ই আগষ্ট (১৩১২, ২২শে শ্রাবণ) বিলম্বী দ্রব্য বর্জন দিবস স্থির হোল। শেবপর্ষদ ১২০৫, ১৬ই অক্টোবর (১৩১২, ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গচ্ছেদ হোল। পূর্ববঙ্গের রাজধানী হোল ঢাকা—ছোটলাট হলেন ব্যামফিল্ড হুগার। সভা, শোভাযাত্রা, বিলম্বী কাপড় বর্জন স্বদেশী প্রচারে দেশ মেতে উঠল। সে সময় যে কয়েকটি গান রণসঙ্গীতের মত দেশকে প্রেরণা দিয়েছিল তার মধ্যে রজনীকান্তের নিম্নোক্ত গানটি অঙ্গতম,—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথার তুলে নেবো ভাই; (সকল, 'বাণী')

এই স্বদেশী ভাবপ্রাবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী সঙ্গীতগুলির জন্ম। যেমন,—‘এবার তোমার মরা গাড়ে বান এসেছে’; ‘যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে’; ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ ইত্যাদি।

এর মধ্যে রজনীকান্তের একটি গানও যে দেশের লোকের মনে মুদ্রিত হয়েছিল সেটি কম কথা নয়। কিন্তু শুধু একটি নয়,—রজনীকান্তের অন্ততঃ সাতটি গান সে যুগের প্রেস আইনে বর্জিত হয়েছিল বা গানগুলির জনপ্রিয়তা সূচিত করে। গানগুলির নাম—মাঠেঃ, বঙ্গবিভাগ, উষোদন, বিচার, উল্লীপনা, ছকুম, শেষ কথা।

স্বদেশ প্রেমের কবিতা ঈশ্বরগুপ্ত রত্নলাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক কবিই লিখেছেন। সেগুলির কোনটির স্বর উদাত্ত, কোনটির ভাবা ওজঃ

গুণাবিত—কোনটিতে বা বীররসের অপূৰ্ণ উৎসাহ। কিন্তু যদি প্রসাদগুণের দিক থেকে বিচার করি—সে নিরাভরণ সারল্যে রজনীকান্তের তুলনা বিরল। সেই উচ্চাসের বৃগে রজনীকান্তের মিতভাবে বিম্বিত হতে হয়।

এ প্রসঙ্গে সুরেশ সমাজপতির উক্তি স্মরণ করি। ‘মাতের দেওয়া মোটা কাপড়’ গানটির সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, “যে গান দেববাণীর জায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান।” মোটের উপর এ গানটির অন্তই বাঙালী রজনীকান্তকে চিনল। কিন্তু তাঁর স্বদেশী গানে শুধু প্রসাদগুণই নয় উৎসাহ ভাবও প্রচুর। যেমন,—

তুম্বা হুমা চাহি না,—ভীম ভৈরবীরূপে জাগ,

অঙ্গে বিভূতি মাখ, ভৈরব রবে ডাক

ঐ হিয়ার্গরি কে’টে যাক।

আর, চাহিনা মুরজ, বীণ দোপক তন্ত্রী-হীন,

সঙ্গীত যুহু জাগ, চাহিনা,—নাহি সে দিন ;

(উদ্বোধন, ‘বাণী’)

এই প্রচণ্ড আবেগকে কল্প করবার জন্য কারলাইল ও রিনলী সাকুলারের সৃষ্টি। ফুলার পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি পৰ্য্যন্ত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করলেন। কান্তকবি লিখলেন,—

ফুলার কল্পে হকুম জারি,—

মা বলে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।

...

...

...

হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি ?

এ গানগুলির আবেদন হয়তো সমকালীন। কিন্তু একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছেই। দ্বিতীয় কথা রজনীকান্তের কোন কোন গান হৃদয় হলেও আত্মকাল আমরা পাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। যেমন,—

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

বেধা গভীর ওঙ্কারে, সাম স্বাকারে,

কাপিত দূর বিমান।

(সূচনা, ‘বাণী’)

অথবা,—

তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী ভ্রাম ধরশী সরসী
উর্দ্ধে চাহ, অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো-লীলাঞ্চলা,
সৌম্য—সুধর—দিব্যাকনা, শাস্ত কুশল দরশা ।

(শক্তি-সঙ্কর, ঐ)

হয়তো তার একাধিক কারণ আছে । তবে এইটুকু বলা যায় যে পুরোন বাদলা গান, বা আমাদের ঐতিহ্য স্বরূপ, তা যদি আমরা ভুলে বাই তবে ঐতিহ্যের একটি ধারাকে লুপ্ত করে দেবার দোষ আমাদেরি হবে । নয় কি ? বৈষ্ণব ও শাস্ত পদাবলীর গায়ক চিরকালই থাকবে কারণ সে গান ধর্মসাধনার অঙ্গ । কিন্তু যে সব গানের আবেদনে বিচিত্র ধারা এসে মিশেছে (যেমন নিধুবাবু, কালীমির্জা, জ্যোতিষিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ বা রজনীসেন) সে গানগুলি যদি বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে যায় তবে বাদলা দেশের দুর্ভাগ্য ।

॥ ৪ ॥

যদিচ রজনীকান্তের হাসির গানগুলিকে অক্ষয় মৈত্রের ‘প্রলাপ’ নাম দেন কিন্তু সে যুগে সেগুলি যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছিল । যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তবে এখনো এ গানগুলির আনন্দ দানের ক্ষমতা আছে । এ গানের কোন কোন পংক্তি বাদলা ভাবার প্রার প্রবাহ বাক্যে পরিণত হয়েছে । যেমন,—

তোমার মায়ী কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার
আমি বেশ বুকেছি তুমি ডল্লবেশী চামার ।

কিংবা—

তা তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন,
আমার কি ভাই ? আজ বাদে কাল সুখ দুঃখন ।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও রজনীকান্তের হাসির গানের একটা নিজস্বতা আছে । কিন্তু হাসির রচনা যে কত কঠিন তা তিনি জানতেন । হাতেরস হাটের জন্য অত্যাধিক দুটি প্রধান গুণ—মিতভাবণ ও তির্য্যক ভাবণ—এ দুটিই রজনীকান্তে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল । তাঁর বরের দর, বেহায়া বেহাই, জাতীর উন্নতি, বুড়ো বাচ্চাল, ঐদরিক, পিতার পত্র, স্বর্গের খবর এখনো আনন্দদায়ক । হু একটি উদ্ধৃতি দেই,—

দেখ, আমরা অকের Pleader

বড়, Public Movement-a Leader,

আর, Conscience to us is a markatable thing,

(Which) we sell to the highest bidder.

(উকীল, 'কল্যাণী')

বাণীর হুঁকা কিতা আইতা চাইল্যা দিচি পার ;

তোমার লাগে কেমন পাক্রম, হৈয়া উঠচে দার ।

আরসি দিচি, কাহই দিচি, পাও মাজনের হাপান দিচি,

চল বাসনের কিতা দিচি, আর কি জাওন বার ?

(বুড়ো বাঙ্গাল, ঐ)

বিষ্ণু নিরে লক্ষী বাণী'

ভুলে টিনের ঘর হ'খানি

বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে ।

আর গণেশের ঐ মূবিক বেটা,

ঘটিয়েছে বড় বিবম লেটা,

বাণীর রিডিং রুমে রাজে প্রবেশ করে ।

ভাঁর, Comparative Philology Manuscript এর ভিতর বাহির

কেটে দিয়েছে টুকরো টুকরো ক'রে ।

(স্বর্গের ধবর, 'বিশ্রাম')

॥ ৫ ॥

কিন্তু রজনীকান্তের প্রকৃত পরিচয়, তিনি ভুল। বাঙ্গলা অধ্যাত্ম রসের কবিতার যদি কোনদিন চরনিকা হয় তবে রজনীকান্তকে সে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। যদিও ধর্ম সঙ্গীত আজ রসের বাজারে মূল্য পায় না, তার মূল্য শুধু ভক্তের কাছে। ধর্ম আজ যুগধর্ম নয়। অথচ একমুগে ধর্মগ্রন্থের সাড়ে পনের আনাই সাহিত্যিক গহ বলে বিবেচিত হত। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদ সবই ধর্মমূলক। বাঙ্গলা কবিতার গভীরতা, চিন্তা, মালিত্য, মারুর্ধ্য ধর্মমূলক কবিতাই এনেছিল তা অস্বীকার করা যায় কি? কাকর কাকর মতে ধর্মমূলক সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্যেই নয়, এ হোল প্রকৃতমিত উপদেশ ও সুনীতি বচন মঞ্জুবা। কিন্তু চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতির পদ ঠিক প্রচৈতন্য ও 'বড় গোবিন্দীর অধ্যাত্মবর্ণন নয়—বা রামপ্রসাদের গান ও ঠিক তত্ত্বশাস্ত্র নয়।

রজনীকান্তও তেমনি ঈশ্বরের প্রমাণ কি, বেদ অপৌরুষের কি না, জগদ্ব্যস্তর বাদ
 বুদ্ধিগ্রাহ্য না নয় ইত্যাদি দার্শনিক বাস্তবতার নামেন নি। তিনি ধরে নিয়েছেন
 তাঁর শ্রোতা ঈশ্বরবিশ্বাসী—কল্পনা, দয়া, প্রেম, সদিচ্ছা এগুলির মূল্য দেয়। তাঁর
 গানে বিশ্বাস স্বতঃ সিন্ধু, উপলব্ধি স্বভোৎসারিত। তাই তাতে ধ্যান আছে—
 নীরস উপদেশ নেই। তিনি চেয়েছেন তাঁর শ্রোতা ও নিষেধ ভক্তি ভাবের
 মধ্যে স্বরের সেতু রচনা করতে। তাঁর অধ্যাত্ম রসের কবিতার এ জন্ত মৃত্যু
 নেই যে তা ঠিক দর্শন ও নয় বা নীতি মালাও নয়—তা হোল এক মানবিক
 অভিজ্ঞতা।

২৫ শে বৈশাখ, ১৩৬২ সাল

বেধুন কলেক,
 কলিকাতা

দীপ্তি ত্রিপাঠী

বাণী

উদ্বোধন

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—

জাগ স্রমজলময়ি মা !
মুঞ্জরি' তরু, পিক গাহি',
কক্কক প্রচাবিত মহিমা !
তু'লে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,
অতি দীনা ;
হে ভারত, চির-সুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্ড্রে,
জীবিত কব সমীবনমন্ড্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে—
যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা ।

বাণী

(আলাপে)

সূচনা

গৌরী—একতারা

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওকারে, সাম-ঝঙ্কারে,
কাপিত দৃষ বিমান ।
যেথা, স্রসস্রুকে বাধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,

বাণী

যোধি' তটিনী-জল প্রবাহ,
 তুলিত মোহন তান ।
 যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
 করি, হরিগুণগান নারদ,
 মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
 টলাইত ভগবান ।
 যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
 মূর্ত রাগ উদ্ভিল হরষে ;
 মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
 জাহ্নবী জনম পান ।
 যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
 মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
 প্লবকে শিহবি' কুটিত কুম্ভম,
 যমুনা যেত উজ্জান ।
 আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
 আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
 আর কি আছে সে মধুব কণ্ঠ,
 আর কি আছে সে প্রাণ ?

বাণী

সোভিনী মিশ্র—কাওয়ালী
 পীযুষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল
 কাঞ্চন-অঞ্চলে দোলেরে !
 সংশয়-নিরসন, ধীশ্বতি-বিতরণ
 চরণে, জন-মন ভোলেরে
 চম্পক-অঙ্গুলি-সকরণ-পরশে
 বীণা পঞ্চমে বোলেরে ;

জ্যোতিষ-দরশন-বেদ-গণিত-কবিতা

শোভে কোমল কোলেরে ।

সুত্র-বজ্র-গরি-কিরণ-বিকিরণে,

অঙ্ক-নয়ন-যুগ খোলেরে,

মাতিল ত্রিভুবন, বাক্য-বিধাহিনী-

বাণী-জয়-রব-বোলেরে ।

শক্তি-সঞ্চার

ভৈরবী—জলদ একতাল।

তব, চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্রাম-ধরণী সরসা ;

উল্কে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঙ্কলা,

সৌম্য-মধুর-দিব্যান্ধনা, শাস্ত-কুশল-দরশা

দেবে হেব চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা।

ব্রত-পুলক-গীতি-মুগর-কলুষহর-তরঙ্গা ;

দায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,

কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঞ্জলময় বরসা ।

ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিরা,

আর্য্যগরিমা-কীৰ্ত্তিকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,

হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,

নবজীবন-পুষ্পরঞ্জিত করিছে পুণ্য-হরষা ।

ওই হেব, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূৰ্ব-গগনে

কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতবি', ডাকিছে স্থিতি-মগনে ;

নিজালস-নয়নে এখনও র'বে কি শয়নে ?

জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা ।

জয়ভূমি

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
 ধার, স্তম্ভস্থধাময় শোণিত ধমনী ;
 কীৰ্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
 মুখ, লুপ্ত, এই স্রবিপুল ধরণী !
 উজ্জল-কানন-হীরক-মুক্তা-
 মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
 শ্রামল-শস্ত্র-পুষ্প-ফল-পূরিত,
 সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি ।
 সৰ্ব্ব-শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
 মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভূঙ্গে,
 সাহস-বিক্রম-বীৰ্য-বিমণ্ডিত,
 সঙ্কিত-পরিণত-জ্ঞান-ধনি ।
 জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে ?
 কোটি কর্ণে কহ, “জয় মা । বরদে ।”
 দীর্ঘ বক্ষ হ’তে তপ্ত রক্ত তুলি’
 দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

ভারতভূমি

ভৈরবী—কাওয়ালী

শ্রামল-শস্ত্র-ভরা !
 (চির) শাস্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী ;
 ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-স্বশোভিত,
 বমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ।

ধূস্রটি-বাহিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
 সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
 অলিকুল-গুঞ্জিত-মরজিত-রঞ্জিত ।
 রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
 অৰ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কত,
 বীরপ্রতাপে চরাচর, শঙ্কিত ।
 সামগান-রত-আর্য্য-তপোবন,
 শাস্তি-সুপাষিত কোটী তপোবন,
 রোগ-শোক-দুঃখ-পাপ-বিমোচন ।
 ওই স্বদূরে সে নীর-নিধি,—
 যার, তীরে হের, দুঃখ-দিগ্ধ-হৃদি,
 কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !

মা

মিশ্র ইমন্—তেওরা

স্নেহ-বিস্মল, কৰুণা-ছলছল,
 শিয়রে জাগে কার আঁখিরে !
 মিটল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
 এনেছে, অশরণ লাগিরে ।
 শাস্ত্র অবিরত যামিনী-জাগরণে
 অবশ ক্লশ তম্বু মলিন অশনে ;
 আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ-স্বখে,
 তপ্ত তম্বু মম, কৰুণা-ভরা বৃকে
 টানিয়া লয়', যাতনা-তাপ তুলি',
 বদন-পাঠে চেয়ে থাকিরে !
 কৰুণে বরষিছে মধুর সাস্তনা,
 শাস্ত্র করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;

স্নেহ-অঞ্চলে মুছারে আঁখিজল,
 ব্যথিত মস্তক চুখে অবিরল,
 চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
 হৃদয় যদি উঠে জাগিরে !
 আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
 শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি.
 বক্ষে ধরি' চির-পীযুষ-নিব্বর,
 নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
 নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !
 অচলা মতি পদে মাগিরে ।

আশা

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

ধ'রে তোল, কোথা আছ কে আমাব !
 এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার !
 কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে
 ভূলায়ে আনিয়া মোরে ফে'লে গেল মহাকূপে
 শ্রমে অবসন্ন কার, কটক বি'ধিছে তায়,
 বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার !
 পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে, শরীর কর্ণমলীন,
 আর যে উঠিতে নাবি, হইরাছি বলহীন ;
 এ বিপন্ন, পথভ্রান্ত, অন্ধ, দীন, নিরূপায়,
 দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'লনায়ে হায় হায় !
 হীন-স্বার্থময় ধরা, শুধু নিহুঁরতা-ভরা ;
 শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার ।
 আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
 আছে মাত্র এক জন, চিরবন্ধু হুখে-হুখে ;

বিপন্নের ভ্রাগকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বাসা ;
কাদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ করে,
(আজি) সেই যদি করে গো উদ্ধার !

নির্ভর

ভৈরবী—জলদ একতারা

তুমি, নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা যুচায়ে ।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিয়ে গভীর আধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকল গরল-পাথারে !
প্রভু, বিশ্ববিপদহস্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পহা,
তব, ঐচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা শুছায়ে ।
আছ, অনল-অনীলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদেয় গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাধিয়া,
ব'সে, আধারে মরিগো কাদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ।

সখা

মিশ্র কানৈডা—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
 তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
 আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
 নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
 চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
 চির-অবহেলা পেয়েছ ;
 (আমি) দূরে ছুঁটে যেতে, হুঁহাত পসারি',
 ধ'রে টে'নে কোলে নিয়েছ !
 “ওপথে যেওনা, ফিরে এস”, ব'লে
 কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
 (আমি) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
 পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ।
 (এই) চির-অপরোধী পাতকীর বোঝা
 তাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
 (আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
 বৃকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ !

যুক্তিকামনা

মিশ্র ইমন—তেওরা

ওই, বধির বননিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
 দেখাও তব চির-আলোক-লোক ।
 ওপারে সবই ভাল, কেবল হৃথ-আলো,
 এ পারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক

মাঝে দুস্তর কঠিন অস্তর,
 শ্রাস্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সর',
 ওই, তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,
 ফিরে কি যাবে, ল'য়ে চির-বিয়োগ ?
 ওই, নিষ্ঠুর অর্গল, করণ শুভ-করে,
 মুক্তি করি, দেহ, আতুর-দীন-তরে ;
 পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
 তোমারি কাছে আছে শাস্তি-স্থখ-সুখা ;
 পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
 শুউক তবে-ননে অমৃতযোগ ।

পরিবেদনা

নিপট কপট তু'ই শ্রাম—স্বর

তব, করুণা-অমিয় করি' পান,—
 পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষন্নতা,
 নিরাশ, নিরুদ্ভম, পায় অবসান ।
 এই, পাপ-চিহ্ন, সদা তাপ-লিপ্ত রহি',
 এনেছে দুঃপনয় মৃত্যুবিহার বহি',
 দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
 দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিজ্ঞান ।
 তব, অমৃতপানে, এই বিকৃত প্রাণে মম,
 স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
 হৃদয়ে বহিঃজালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ,
 কোথা শাস্তিনিদান. কর শাস্তিবিধান

করুণাময়

বেহাগ—একতাল

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু
কম ক'রে মোরে পাওনি ।

যা' দিয়েছ তাবি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি !

(তব) আশীষ-কুন্তম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি ।

(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
স্বধা-পান ক'রে, মরি গো পিষাসে ,
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি ,
তুমি তো কিছুই পাওনি ।

(আমার) রাগিতে চাও গো, বাধনে আঁটিয়া,
শত্রু-বার বাই বাধন কাটিয়া,
তাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি ।

ভ্রান্তি

মিশ্র বিভাস—কাঁপতাল

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখিনি আছ কি না,
তখন আমি বুঝিনি, প্রহু,
নাশ্তি গতি তোমা বিনা ।

তোমারি গৃহে বসতি করি',
 খেয়েছি তোমারি অন্ন,
 তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু,
 বৈচে 'আছি তোমারি অস্ত্র ;
 ক্ষুধা হ'য়েছে তব ফলে,
 পিপাসা গেছে তব জলে ;
 সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে,
 প্রভু, তোমারি নাম করি না !
 তোমারি মেঘে শস্ত আনে,
 ঢালি' পীযুষজল-ধারা,
 অবিরত দিতেছে আলো,
 তোমারি রবি-শশি তারা,
 শীতল তব বৃক্ষছায়া
 সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
 (তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
 ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা ।

প্রার্থনা

বারেঁয়া—ঠুংরি

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময় !
 চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয় !
 করুণার সিঁদু-কূলে, বসিয়া মনের ভুলে
 এক বিন্দু বারি তু'লে, মুখে নাহি লয় ;
 তীরে করি, ছুটাছুটি, ধূলি বাধে মুঠি-মুঠি,
 পিয়ালে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয় ।
 কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা' দিয়ে,
 দু'দিনের মোহ, ভেঙ্গে চুরমার হয় ;

তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময় ।
আহা ! ওরা জানে না ত, করুণানিঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর-ঝর থয় ;
চির-ভৃগু আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না বয় ।

সুখ-দুঃখ

ভায়রো—একতাল।

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে !
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে ।
মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মু'ছে ফেলি তোমার নামগন্ধ,
ম'জে তার চাকুচিক্যে ।
নিলাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,
দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ;
(আর) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে ।

তোমারি

আলিয়া মিশ্র—তেওরা

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বৃকে, তোমারি অল্পভব ।

তোমারি ছ'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
 তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব ।
 তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
 তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া ।
 তোমারি নিরঞ্জে ভাবনা আনমনে,
 তোমারি সাস্থনা, শীতলসৌরভ ।
 আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
 জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,
 আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল তেন,
 ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব ।

আশ্রয়

গৌরী—একতাল।

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি
 (সেই) অপার কারণসিদ্ধি ।
 কার জ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজ্জলে ?
 (সেই) চিরনির্মল ইন্দু ।
 কার পানে ছোটো ববি-শশি-তারার ?
 নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আশিতাবা ?
 ভ্রমে মেঘ বায়ু হ'য়ে আত্মহারা ?
 (সে) সচ্চিদানন্দবিন্দু ।
 কার নাম স্মরি' দুখে পাই শান্তি ?
 বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
 কার মুখকান্তি, হরে ভব-ভ্রান্তি ?
 (সেই) নিখিল-পরমসিদ্ধি ।

পরম দৈবত

স্বরট মল্লার—স্বরফাঁক

(সে যে) পরম-প্রেম-সুন্দর

জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;

পুণ্য-মধুর-নিরমল,

জ্যোতিঃ জগত-বন্দন !

নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,

ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম চন্দন ।

বিশ্ব-রচনা

মিশ্র ইমন্—কাওরালী

যবে, সজ্জনবাসনা-কণা, ল'য়ে কৃপা-আখি-কোণে,

চাহিলে, হে রাজ-অধিরাজ !

অমনি, নিমেষে বিরাট্ বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,

মহানুত্তে করিল বিরাজ !

মহালোক সিদ্ধ হ'তে এক বিন্দু ল'য়ে করে,

প্রক্ষেপ করিলে, বিভূ, অঙ্ককার চরাচরে ;

অমনি চরণতলে, আলোকমণ্ডিত বিশ্ব,

সম্বরিল জ্যোতিঃশ্রোতোমাঝ ;

মহাশক্তি-তুণ হ'তে হেলায় একটি বাণ

নিষ্ক্ষেপিলে, জড়বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ ;

হ'ল, মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান, আলোড়ি' মহাবিমান,

অগণিত জ্যোতিঃসমাজ ।

আনন্দ-কণিকামাত্র পড়িল ব্রহ্মাণ্ডশিরে,

হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি' ধীরে,

বহিল আনন্দধারা, জড়-জীব মাতোয়ারা,
 পরি' তব আরতির সাজ ;
 চিরপ্রেম-নিঝরের একটি বৃক্ষ ল'য়ে
 ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রাস্ত ব'য়ে,
 অমনি, জননী করিল স্নেহ, স'তীপ্রেমে পূর্ণ গেহ,
 গ্রহ ছুটে এ উল্লাস পাছ ।
 হেলায় ছিটায় দিলে, অক্ষয়-সৌন্দর্য-তুলি,
 ভাবচ্ছটা উজ্জলিল মোহন বদন তুলি',
 অমনি, অনন্ত বরণ আসি', ছড়াইল শোভারশি,—
 ধন্য তব নিত্যকারুকাঙ্ক্ষ !
 তুমি কি মহান, বিহু, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,
 আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি স্তম্ভাসমুদ্র !
 তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
 তাই এত অযোগ্যের লাজ ।

উষা-বিকাশ

বারেঁয়া—একতারা

তব, শাস্তি-অরুণ-শাস্ত-করণ-
 কনক-কিরণ-পরশে,
 জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,
 চরণে নামিয়া হরবে !
 আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে,
 সৌরভ ছুটে যুগু সমীরে,
 প্রেম-কমল হাসে, ভাসে
 শাস্ত-মরহ-সরসে ।
 সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, ক্রন্দ,
 দূরে যায়, বিমলানন্দ

পানে, জ্ঞান-নয়ন, সফল,
প্রীতি-অশ্রু বরবে !

আর চাহিব না

হারীন্দ্র—কাওয়ালী

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত ;
(তুমি) আমারে যা' দাও, সবই তোমারি মত ।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত ।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জ্ঞান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত ।
আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জ্ঞান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত ।
চাহিব না কিছু আর, দিব প্রীতরণে ভ'র,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-ব্রত ।

হৃদয়-কুমুম

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

তার, মঙ্গল আরতির বে'লে উঠে শাক ।
সেই, প্রেম-অকণের হেম-কিরণে ফুটে থাক
দেখে শোভা, পিয়ে স্তম্ভা,
মিটে থাক নিখিলের স্তম্ভা,
আপনা বিলিয়ে দে রে,
সব ত্বাভূর (সে স্তম্ভা)

লুটে থাক

ব্রহ্ম মলয় ব'য়ে মন্দ,
ছড়িয়ে দিক্ তোর বিমল গন্ধ,
অরুণপানে চেয়ে' চেয়ে',
দলগুলি তোর, (ও হৃদি-ফুল,) (ধীরে ধীরে)
টু'টে যাক ।

প্রেমারঞ্জন

ভৈরবী একতালা

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;
কে যেন সেদিন আশি-তারকার,
মোহন-তুলিকা বুলাইয়া যায়
সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আশি !

শুট তর ঐ নভোনীলিমায়,
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়
কুঞ্জভবনে পাখী ।

দেহে হৃদয়ে পাই নব বল,
দূরে যায় ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল,
প্রাণ দিয়ে যার মাখি' ।

যেন তোমার পুষ্পপরশ,
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ,
বিবশ হইয়া থাকি !

বহিরস্তর

কীৰ্ত্তনেব ভাষা স্বর—গড় খেমটা
 যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার রবিরে,
 প্রভাতে তুলিয়া ধর ;
 আর, কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া,
 এ ধরণী আলো কর,—
 নিশার আধারে হইয়া আবৃত,
 লুকাই ধরায় বকনা, অনৃত,
 প্রভাতে তাদের নয়তা প্রকাশি',
 লাজে কর জড়সড়' ;
 তেমনি, নিবিড় মোহের আধারে, আমার
 হৃদয় ডুবিয়া আছে ,
 কত পাপ কত দুঃখভিসন্ধি,
 আধারে লুকায়ে ধাচে ,
 দিব্য আলোক ! প্রাণে এস, নাথ !
 হউক আমার মঙ্গল-প্রভাত,—
 তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান.
 তারা, লাজে হোক মরমর ।

সফল-মুহূৰ্ত্ত

বিভাষ—একতালা

কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে,
 চকিতে যেন গো, পাই ময়মন !
 সেই, ক্ষুদ্র একপল, কৃতার্থ, সফল,
 রোমাঙ্কিত তনু, করে হ'নমন

আমুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু,
কে চাতিত দীর্ঘ-বিশাদের সিদ্ধ ?
তোমায় দেখিতে দেখিতে, ফুরা'ত চকিতে,
ভবের বিপদ, সম্পদ, হরষ, রোদন ।

আপি মুদি', আমার নিখিল উজল,
আপি মেলি', আমাব আধার সকল,
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই,
তুমি জান গো, সাধক-শরণ ।

তব যাত্রা-সনে, যদি হয় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
বাই কিবে আসে, ভাঙ্গাহুদিপাশে,
কেবল, হারাইয়া যায় সাধনার ধন ।

দেবতা, আমারে কেন দুঃখ দাও,
'দাড়াও' বলিতে, দূরে চ'লে যাও,
ভে'কে ভে'কে মরি, ফিরে নাহি চাও,
দয়াময় ! কেন নিদয় এমন ?

এস

চৌরী ভৈরবী—একতালা

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ

জ্বলিছে তুমি হৃদয়-কুণ্ডলে ;
তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি ;
তোমারি চরণ ধ'রেছি শিরে !

বোবনে, হরি, ছাইল ভীষণ
 অবিখ্যাস-ঘনমেঘে,
 বহিল প্রবল পাপ-পবন;
 ডুবাইল ঘোর অন্ধ-তিমিরে।
 আরো একবার এস, প্রভু এস,
 দীপ্ত মিহির-রূপে;
 পাপ-সামিনী পোহাইবে, উষা
 উদ্বিবে পুণ্য-কিরণে, ধীরে।

মায়া

বসন্ত বাহার—একতালি

মাগো, আমার সকলি শ্রাস্তি।
 মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা,
 মরু-ভূমি শুষ্ক, করিতেছে ধু ধু।
 তেথা কেবলি পিয়াসা, কেবলি শ্রাস্তি।
 যবে, অরুণ-কিরণে নব-দিবা জাগে,
 ফোটে নব ফুল, নব অনুরাগে,
 তুলি মা তখন, কি কাল ভীষণ
 আধারে ডুববে কনক-কাস্তি।
 পুত্র-পবিত্রনে হ'য়ে পবিত্রত,
 ভাবি, এ আনন্দ অনন্ত, অমৃত;
 মনে নাহি হয়, মরণ-সময়
 “হৃদয়বান্ধবা বিমুখা যাস্তি।”
 দিনে দিনে দীনের সুরাইল দিন,
 দীনতারা, ঘুচাও দীনের হৃদ্বিন।
 ‘আশা’-রূপে মাগো, নিরাশ প্রাণে মাগো
 দিয়ে ও চরণ, অক্ষয়



মোহ

নিপট কপট তুঁহ শ্রাম—স্বর

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়,
অঙ্ককারচিরমরণসিন্ধু-নীরে—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়
(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, শ্রেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিকলক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায় ।
(মম) স্তম্ভ হৃদয়, করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অমৃতাশীলন ;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে,
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে ছায় !
(এশো) দীনদয়াময়ি ! রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে ; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ;
তঙ্কত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায় ।

খেলা-ভঙ্গ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

কোলের ছেলে, ধুলো কে'ড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলি' নে মা, ধুলো-কাদা মেখেছি ব'লে ।
সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে !
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে ।

কেউ তো আর চাইলে না কিরে, নিশার আধার
এল ঘিরে ,
(তখন) মনে হ'ল মায়েয় কথা, নয়নের জলে ।

আশ্রয়-ভিক্ষা

কীৰ্ত্তনের স্বর—ঝাঁপতাল

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে ।
প্রাস্তুচিহ্নিত প্রাস্তপদ, ঘিরিল তথরাতি হে ।
শ্রমজ-জল-বিন্দু করে ব্যথিত এ ললাটে হে ।
ছিন্ন কদিরাক্ত পদ, কটকিত বাটে হে !
ক্ষীণ হ'ল দৃষ্টি, অতি তীব্র তত্ত্ববেদন' ,
ক্ষণে তোমায়ে পড়িছে মনে, ক্ষণে রহিত চেতন ।
ভগ্নকল-কম্পবুকে পড়িয়া পথপাশে গোল,
দূর হ'তে তীব্র পৰিহাসে কে ও হাসে গে' ।
ক্ষেমময় ! প্রেমময় । তাব নিরুপাধে হে ,
মরণতঃখহরণ । চিবশরণ দেহ পায়ে হে ।

জয় দেব

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

জয় নিখিল-স্বজনলয়কারী, নিরাময় !
জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময় ।
জয় সুন্দর, সুল, জয় অশ্রু, মূল,
জয় শ্রায়নিয়মি, কৃত-কলুব-কুপাময় !

জয় তে ভয়ঙ্কর ! জয় পরমহৃন্দর !
 জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-স্থমাময় ।
 জয় হৃদয়রঞ্জন ! জয় বিপদভঞ্জন !
 জয় পাপহরণ ! চিরশরণ ! করুণাময় !

কল্লোল-গীতি

বাউলের স্বর—কাহারোয়।

কলু কলু কলু নদী ব'য়ে যায় রে ভাই !
 তীরে থ'সে ভাব'ছ বুঝি, কি বলে ছাই ?
 তা' নয়, তোরা ভাল ক'রে শু'ন্বি যদি, কাছে আর,
 ভারি একটা মজার গান নে'চে নে'চে গেয়ে যায় !
 সখাবি কি আছে কাণ ? কেমন ক'রে শু'ন্বে গান ?
 যেমন নাচে তেমনি গায় সে,—

কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা খেমটা বাই !
 নদী বলে, “আমি মন্ত গিরি রাজার মেয়ে গো,
 বাবা তে' নামান না মাথা, কারো কাছে যেয়ে গো,
 নিশি-দিন উক্কে চান, মেয়ে তাঁর করায় স্নান,
 যোগি-ঋষিদের দেব স্থান,—

নিজে মহাযোগী, বাহুজ্ঞান তো নাই ।
 ‘তরঙ্গিনী’ নামটি বাবা আদর করে দিয়েছে,
 একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, যতনে শিখিয়েছে,
 বাবার কাছে সাগরের রূপগুণ শুনেছি ঢের,
 তাই তো স্বয়ংরা হ'তে—

সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে যাই ।

কুলে তোরা সংসার পে'তে, মায়া'র ভূ'লে রয়েছিস,
 কত ফল, আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'রেছিস,
 আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নির্ভর কোল,

একটি মাত্র কুল রাখি, আর...

কাদিয়ে তোদের, আর এক কুলের মাথা খাই ।
 আমার সঙ্গে পারবি তোরা ? আমার ধ'রে রাখ'বি কেউ ?
 কি টানে টেনেছে আমায়, উঠছে বুকে প্রেমের ঢেউ,
 (আমার) প্রাণের গানে স্থধা ঢে'লে
 প্রাণের ময়লা নীচে কে'লে,
 বাপা ভে'ঙ্গে চূ'রে ঠে'লে,—
 কেমন ক'রে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই !”

সিদ্ধু-সঙ্গীত

মিশ্র গৌরী—কাণ্ডয়ালী

নীল সিদ্ধু ওই গর্জ্জ গভীর ,
 ভৈরব-রাগ-মুগর করি' তীর !
 অতল-উচ্চ-চল-উর্দ্ধি-হালশত-
 শুভ্র ফেণ-যুত, এক অধীর ,
 ভীতি-বিবর্দ্ধন, তাণ্ডব নর্তন,
 ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির ।
 সিদ্ধু কহে, “তব ভূমিখণ্ড কত
 ক্ষুদ্র, হেব মম বিপুল শরীর :
 তীব্র হবষে, মম অঙ্গ পরশে,
 কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গি-সমীর ।
 রক্ত-রাক্তি কত, যত্ন-স্বরঞ্জিত,
 সঙ্কিত কোষ লুব্ধ ধরণীর ;
 সার্থকতা লভে মুগ্ধ তরঙ্গিণী,
 আসি' পদে মিলি', পতি জলধিঙ্গ !
 (আমি) ইন্দ্র-চাপ-নিভ-সিদ্ধ-মনোহর-
 বর্ণে স্বরঞ্জিত, কিরণে রবির ;

পারিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর,
 মন্থনে তুলিল স্বরাস্বর বীর ।
 (কত) অর্ণবপোত পণ্য ভরি' ধাইছে,
 কর্ণে স্থপরিচিত নাবিক ধীর ;
 ভগ্ন-শেষ কত, করিছে প্রমাণিত,
 ধ্রুব-পরিহাস নিষ্ঠুর নিয়তির ।
 (যবে) অমৃত-ধারে ভরি' পিতৃবক্ষ, হয়
 উদয় মনোরম পূর্ণ শরীর ;
 মত্ত হরষে, যেন বীচি-হস্তে ধবি'
 আনি' আলো করি হৃদয়-কুটীর
 চন্দ্র-বিরহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত,
 আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির ;
 করি, সজ্জিত, সন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল-
 শস্ত্র-রাশি দিয়ে, দেহ মহীর
 লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি সমর-ইতি-
 হাস-বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর ;
 মীনে দান কত করিছে অকাতরে,
 সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির ।
 (তবে) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্তি হেরি',
 হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত-শির ;
 সর্ব গর্ব মম ধীর কৃপাবলে,
 নমি সে স্ময়ল পদে প্রভুজীর ।”

বঙ্গমাতা

স্বরট মল্লার—একতারা

নমো নমো নমো জনান বঙ্গ !
 উত্তরে ঐ অশ্রুভেদী,
 অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য !

দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চূষে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে শূত-জাহ্নবী-জল-

ধৌত স্ত্রাম-ক্ষেত্র-সজ্জ

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি দিকে, কোটি
তটিনী, মন্ত, ধর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় গুঞ্জে গুঞ্জে,
কল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ ।

আয়ু-ভিক্ষা

স্বরগরলখণ্ডনঃ—স্বর

আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ-কর নিক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ ;
কে, শাস্তি-স্বপ্ন দূর করি', বজ্রকরে কেশ ধরি'
বেগভরে শূন্তে তোলে দেহ !
হে, গুণ-অলি-গুণরস-মজ্জল-নিকুঞ্জ-বন !
সজ্জিত-বিলাস-গৃহ রম্য ।
দাস-গণ-ছুটে, পরিপূরিত সুগীত-রবে,
দীনজন-চির-অনধিগম্য ।
হে হেমমকুট ! মণি-রঞ্জিত স্বমঞ্চ শত !
দীপ্ত মতি-হীরা-প্রবালে ;
চন্দন-প্রলিপ্ত যুগনাভি ! হে কস্তুরী !
স্বরভিত স্বগন্ধি-ফুল-মালে ।

কমল-কুল-মণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,
 নির্মল, প্রশান্ত, শতবাণি !
 বন-ভবন চারি-শুকসারী-পিক-পাণিয়া !
 পুঙ্খধর স্তম্ভর কলাপি ?
 হে রাজহুত্র ! হে রাজপদ-গৌরব !
 হে চন্দ্রা ! রক্ত-গজ-বাজি !
 (আজি) বিপলমিত-আয়ু কর দান, চিরসেবিত
 এক মম, হে বিভব-রাজি !

শেষ দিন

দম্ভ মিশ্র— একতারা

যে দিন উপজিবে আসকষ্ট ;—
 বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,
 হবে নিস্ত নিস্ত স্থান-ভ্রষ্ট ।
 ইচ্ছাশক্তির জিয়া থাকবে না হাত-পায়ে,
 রসনা হবে আড়ষ্ট ;
 যক্লং, প্রীহা, ক্লংপিণ্ড, পাকস্থলী,
 মূত্রাশয় হবে দুষ্ট ;
 বাইরের প্রতিবিম্ব প'ড়বে না নয়নে,
 হবি কাল-তদ্রাবিষ্ট ;
 কানের কাছে কামান দা'গলে শুনবি নারে,
 প'ড়ে রইবি যেন সরল কাঠ ।
 গায়ে ঠে'সে ধবুলে জলন্ত অঙ্গার,
 'উহ' বল্‌বি না নিশ্চেষ্ট ;
 কেবল, বুকের কাছে একটু থাকবেরে ধুকধুকি ,
 আর, ঈষৎ ন'ড়বে শুষ্ক গুঠ ।
 মাথা চিরে দিবে সত্ত কালকূট,
 কিন্তু হায় রে, বিধাতা রুষ্ট,

শেষ ঔষধের ক্রিয়া বিফল হ'লে, বৈষ্ণব
 জবাব দিয়ে যাবে ল্পষ্ট ।
 দাসদাসী-পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-
 আদি পরিজনজুটে—
 মল-মূত্রে, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে রবে,
 এই, সোণার শরীর পরিপুষ্ট ।
 “খনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে” ব'লে,
 কাদবেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ ;
 আর আমরণ বৈধব্যের ক্রেশ ভে'বে পত্নী,
 কাদবেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট ।
 পণ্ডিতেরা বলবেন, “প্রায়শ্চিত্ত করাও,
 একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট ;
 একটা গাভী এনে, স্বরা করাও বৈতরণী,
 বাচামরা সব অদৃষ্ট !”
 ঘরে, তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটা,
 কবল, ঘৃত আর অরিষ্ট,
 তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পি'পুল, আদা,
 সবি বিফল, সবই নষ্ট ।
 কাস্ত ব'লে, ভ্রাস্ত মনরে, বলি শোন্,
 এখন লা'গছে না এ কথা মিষ্ট ;
 কিন্তু, সকল সত্যের চেয়ে, এইটে সত্যি কথা,
 দিন তো গেল, ভাব'রে ইষ্ট ।

পরিণাম

বাউলের স্বর—থেম্‌টা

বা' হয়েছে, হচ্ছে বা', আর বা' হবে, সব জানি রে,
 আমার, প্রাণের মাঝে, তোরা কথা নিয়ে,
 হ'চ্ছে কাণাকাণি রে ।

যেমন ক'রেই হোক,
 আনু টাকা, লুট'বো মজা, এই ছিল তোর রোখ্ ;
 তা', সিঁদ দিয়ে, কি পকেট কে'টে, ক'রে বাহাজানি রে ।
 বাড়'বে কিসে আয়,
 খসড়া-পাকা জমাখরচ হিসেব-সেরেস্তায় ;
 রোজ, সন্ধ্যাবেলা আধ'লা নিয়ে করিস্ টানাটানি রে ।
 তোর কি কল্পে জেল ?
 মাথার ঘাম, ছ'পায়ে ফেলে, কেন ভাঙ্গিস্ তেল ?
 তুই সারাজীবন টেনে মলি, পরের তেলের ঘানি রে ।
 ঐ দেখ্ আসছে সে দিন,
 যে দিন কক্ষের নাড়ী উঠ'বে ঝেগে, বায়ু-পিস্ত ক্ষীণ ;
 সে দিন কস্তুরীভৈরবে, হালে পাবে না আর পানি রে ।
 বস্বে ঘিরে মা'গ্-ছেলে ,
 ব'লবে, “ব'লে যাও গো, কোন্ দিক্কে
 কি রেখে গেলেন” ;
 শুন্বি ‘টাকা’, কাণে কেউ দেবে না
 তারক-ব্রহ্মবাণী রে !
 বোধ্ হয়, বুঝ'তে পাচ্ছ বেশ,—
 যে, তোমার জন্তে তোয়ের হচ্ছে
 কেমন মজার দেশ !
 সেখা, চাইবি না তুই যে'তে তব্
 নিয়ে যাবে টানি' রে ।

যোগ

কালেংড়া—আডধেমটা

যোগ কর প্রাণ মনে ;—
 আর কাজ কি ভবের ভাগ-পূরণে ?

হ'য়ে না কাতর বিরোগে ছা'স্বে লোকে,
দেখে শুনে ।

আগে নে' মণকষা কসি',
করিস্নে মন-কসাকসি,
সরল করবে জটিল রাশি ; থাকিস্নে বসি',
ভবেব, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে ।
লখিষ্ঠ-পরিষ্ঠ-ভেদে,
কেন মিছে মরিস্ কেঁদে,
য'জ্ঞে আছ ভয়াংশেতে, কোন্ রসেতে ?
চল শুভকরী'ব নিয়ম হে'নে ।

কাজ কি রে তো'র সেব ছটাকৈ ,
বৈধে নে' দেহের ছ'টাকৈ ;
শিখে নে রে পবিত্রিতির নিয়মটাকৈ ,
রাখ, চতুর্ভুজের গুণটি জে'নে ।

কর হৃদি-কেন্দ্র কালী
সার ভবকেন্দ্রে, কালী ;
তো'র জ্ঞান-কেন্দ্রে কালী কে দিলে রে ঢালি' ;
তাইতে, ঠিকের ঘরটা ঠিক দেখিনে ।

কাস্ত বলে ব্যাপার বিষম,
ভুলে আদি যোগের নিয়ম,
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম !
এবার পরীক্ষাতে পাশ পাবিনে ।

একে পর্য্যবসান

মিশ্র খাষাজ—গেমটা

সে, এক বটে, তার শক্তি বহু, একাধারে ;
তাব, বিচিত্রতা কি বিপুল, ভে'বে দেখ্নারে !

ভগতে কত কোটি লোক দেখ্ ,
জ্ঞান বেছে তুই দু'টো মাতুল,
সব রকমে এক ,

লক্ষ প্রভেদ দেখ-মনে,
কার জ্ঞান আছে, কে রেখেছে গণে,
কোন্ দরশনে ?
গোটা দুই ভেদ বুঝে তুই গর্বে অধীর,
বৈজ্ঞানিক-বীর, একেবারে,

হাতে নে' দু'টো গোলাপ ফুল,
পাপড়ি, রসে, ওজন, চন্দ্রে,
নয়কো সমতুল ;

তু'লে আন্ দু'টো বেল-পাতা,—
এক প্রণালীতে ঠিক দু'টো গাঁথা ,
গোড়া থেকে মাথা ;
তবু ঐ, ক্ষেত্রে, শিরায় ভেদ কত তায়,
মিলবে না তার চারিধারে ।

চেয়ে দেখ্, তড়িৎ, আলো, তাপ,
গ্রহের গতি, আকর্ষণ, আর
জড়ের আবির্ভাব ;

ঐ, শক্তি নদীর ঢেউগুলি,
 ক'ছে যেন গো নদী কোলাকুলি,
 উঠছে মাথা তুলি' ;—
 ওয়া ঐ, এক হতে আসে, ভিন্ন বিকাশে
 যেনে গিরে এক পারাবারে !

নিরন্তর

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা—স্বর
 ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
 দে'খবো সে উপাধি নিলে,
 ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে ।
 ধরা কেন কেন্দ্র-পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
 বোটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
 দেয় না যেতে অগ্র দিকে ?
 কোকিল কেন কুহ বলে, জোনাকীটে কেন জলে,
 রোদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে,
 কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?
 চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
 চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
 কমল কেন চায় রবিকে ?
 বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
 চুষক কেন লৌহ টানে,
 টানে না মনি মাণিককে ?
 ইস্কু কেন স্বরস এত, নিম্টে কেন এমন তেতো.
 ময়ূর কেন মেঘের ডাকে,
 মেলে মোহন পুচ্ছটিকে ?

কান্ত বলে, আছে জে'নো, 'কেন'র 'কেন', তন্ত 'কেন',
 যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
 সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে ।

শুদ্ধ প্রেম

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে ;
 কঠিনে মেশে না সে, মেশেরে সে তরল হ'লে ।

অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
 কলকলে অবিরত 'জয় জগদীশ' ব'লে ;
 বিশ্বাসের তরঙ্গ তু'লে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ' সমূলে ;
 চেও না কোন কূলে,

শুধু নেচে গেরে যাও রে চ'লে ।

সে জলে নাইবে যা'রা, থাকবে না মৃত্যু-জরা,
 পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে ;
 যা'রা সাতার তু'লে নামতে পারে,
 (তা'দের) টেনে যাও, একেবারে,
 ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও,
 সেই পরিণাম-সিদ্ধ-জলে ।

মিলন

সংকীৰ্ত্তন—গড় খেমটা

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান !
 ঐ দেখ্ করুছে মায়ের ছ'নয়ান
 আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা নমাজ,
 মিলিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ !

(জাতিধর্ম ফুলে নিয়ে রে) (হিংসা বিদ্বেষ ফুলে
নিয়ে রে)

ধাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের জন্তপান ।

(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের
দুখ খেয়ে বাঁচি রে)

আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
তুই গোলারি একই ধান ।

(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে
একই রক্ত ব'য়ে যায়)

এক ভাই না খেতে পেলো,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ ?

(এমন পাবাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা
আছে রে)

বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্ ।

(তুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো সবাই
সমান রে)

তাতী ভাই

কাহারোয়

“রে গঙ্গামাই—প্রাতে দরশন—দে” স্বর

রে তাতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনি ;

ঘরের তাঁত যে ক'টা আছে যে,

তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনি ।

এবার যে ভাই তোদের পালা,

ঘরে ব'সে, ক'সে মাঝু ঢালা ;

ওদের কলের কাপড় বিল হবে রে,—

না হয় তোদের হবে উনিশ ।

ভোদের সেই পুরানো তাঁতে ;
কাপড় বু'নে দিবি নিজের হাতে ;
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,—
টাকা ঘরে ব'সে শুনি।

বাণী

(বিলাপে)

পদাঙ্ক

মিশ্র মল্লার—কাণ্ডালী
প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো ;
চরণ-চির-রেখা আঁকিয়ে যে গো ।

লুটায় আশা-মূলে, মোহন অঞ্চল,
নুপুর-মুখরিত-চরণ চঞ্চল,
দু'ধারে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি,
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো ।

একটু সুখা-হাসি, আধেক প্রেমগান,
কামনা-ফুল দু'টি, শুক হীন-প্রাণ,
এখনও প'ড়ে আছে চরণ-রেখা-পাশে,
মুহু হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো ।

সেই মুখখানি

মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপ, তাল

(“মধুর ! সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়”—একটি
প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ; এই গানটি পাদপূরণ যাজ ।)
মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায় !

জমা'য়ে চাঁদের স্বধা, বিধি প'ড়েছিল তার !
 যুগ্ম-সরলতা-মাধা, তুলিতে নয়ন আঁকা,
 চাহিলে ককণে, ধরা চরণে নিকাতে চায় ।
 অধরে সারাটি বেলা, হাসি করে ছেলে-খেলা,
 নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায় ;
 যদি দু'টি কথা কহে, প্রাণে স্বধা-নদী বহে,
 নিমেষে নিখিল ধবা, মোহন-সলীত-ময় ।

স্বপ্ন-পুলক

মিশ্র কানেডা—একতারা

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
 রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া ,
 স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি',
 স্বপন-কুহেলি মাখিয়া !
 (তারে) বর-মালা দিহু স্বপনে,
 (হ'ল) হৃদি-বিনিময় গোপনে,
 স্বপনে হৃ'জনে প্রেম-আলাপনে
 বাগি সারা-নিশি আগিয়া ।
 (করি) স্বপ্নে মিলন-স্বধ-গান,
 (করি) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,
 (হয়) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যার গো
 স্বপনেরি সনে ডাকিয়া ;
 যা' কিছু আমার দিতে পারি সব
 স্বধ-স্বপনেরি লাগিয়া ।

পূর্ব-রাগ

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

সখি রে ! মরম পরশে তারি গান,
 অধীর আকুল করে প্রাণ ;
 জ্যোছনা উছলি' ওঠে, মলয়া মূরছি' পড়ে,
 কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে ওঠে ধরে ধরে,
 বিশ্ব-বিমোহন তান ।
 আঁধি-জলে হাসি মাখা, কি করণ বেদনা !
 হেসে কেঁদে, নেচে' নেচে', বলে, 'আর কেঁদ না' ;
 হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ।

ছিন্ন যুকুল

লাউনি—কাওয়ালী

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে ।
 মরমে ম'রে গেল, যুকুলে ঝ'রে গেল,
 প্রাণ-ভরা-আশা-সমাধি পাশে ।

নীরসতা-ভরা, এ নিরদয় ধরা,
 শুকায়ে দিল কলি, উষ্ণ শ্বাসে ;
 ছ'দিন এসেছিল, ছ'দিন হেসেছিল,
 ছ'দিন ভেসেছিল, স্থখ-বিলাসে ।

না হ'তে পাতা ছ'টি, নীরকে গেল টুটি',
 বাগনা-ময় প্রাণ শুধু গিরাসে,
 স্থখ-অগন সম, তপ্ত বৃকে মম,
 বেদনা-বিজড়িত স্বতি ভাসে

অসময়ে

মিশ্র খিঁসিট—একতাল্লা

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
 হৃদয়ে রেখেছি জালা ।
 শুকায়ে গিয়াছে প্রাণের হরষ,
 শুকায়ে গিয়েছে মালা ।
 দেখা দিবে ব'লে কেন দিলে আশা,
 আশা-পথ পানে চেয়ে রই ;
 (আমার) ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙ্গেছে পরাণ,
 সময় থাকিতে আসিলে কই !
 এলে যদি, সখা, ব'স ডাক্তার-বুকে,
 ডাক্তার-হৃদয়ের বাতনা লও ;
 মুখ পানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে,
 ভাল ক'রে আজ কথাটি কও ।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “রূপসী পল্লী” পাঠে লিখিত । স্মরণ—ঐ

রূপসি নগর-বাসিনী !
 শূন্য-কক্ষে কেন একাকিনী, বিবাহিনী !
 দীন-নয়নে বিকল-শরনে, কার পথ চাহি', মল্লিনী ?
 দীপ মলিন, শুক মালিকা,
 মুক মুখর শুক-সারিকা,
 যতন-হীনা, নীরব-বীণা, কর-পদধ-পিণাসিনী !
 শিশির-মিত্র আশ্র-কাননে,
 থাকিছে প্রভাতী বিহগ-হৃদনে,

ধীরে ধীরে জাগে উষা, কনক-জলদ-কিরীটিনী ;
 তজ্জাহীন ধূল নরনে,
 মন্দাকিনী ঝরিছে সঘনে,
 জীবন-মরণ, কার চরণ-আশে, বিফল যামিনী ?

মানিনী

বেহাগ—একতাল

পরশ-লালসে, অবশ আলসে,
 ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে ।
 মিছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া-আসা,
 রূপমোহ গেছে রূপেরি সঙ্গে ।

সে মধু-আদর, এই অযতন,
 সে সুখ-স্বরগ, আজি এ পতন,
 মনে হয়, সখি, সকলি স্বপন,
 কে বাচে এমন ভরসা ভঙ্গে ?

চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু,
 নন্দন-বন হ'ল ঘোর মরু,
 উদাস-নয়নে, বিরহ-শয়নে,
 ভাসিতেছি আঁধার-নীল-তরঙ্গে ।

সফল মরণ

লাউনি—কাঁপতাল

এস এস কাছে, দূরে কি পো সাজে,
 বিছারে রেখেছি হৃদয়-আসন !
 চরণের ধূলি, দেহ মাথে তুলি',
 আজি অভাগীর কি সুখ-মরণ !

এস প্রাণ-সাথী, আজি শেষ রাতি',
 ভাল ক'রে আজি করি মরণ !
 জীবন-নাথ ! পূরিল সাধ,
 কুলেছি বড় অনাদর অবতন ;
 পদে মাথা রাখি', পদধূলি মাখি',
 সকল জনম আজি, সকল মরণ !

চির-মিলন

বেহাগ—কাওরালী

আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা ?
 সখি রে, ভালবাসিতে, আসিতে আর সেধ' না ।
 নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা-সনে,
 (অমনি) প্রাণে সে রহিয়া গেল, বিরহ আর হ'ল না ।
 দিও না তাহারে বাধা, 'এস' ব'লে কেন সাধা ?
 (আমার) চির-মিলনের দেশে, নাহি বিরহ-বাতনা ;
 আখি মুদি হিয়া-মাঝে, সে মধু মাধুরী রাতে,
 মানসে চরণ পূজি, পরশে নাহি বাসনা ।

সংকল্প

মূলতান—গড় খেট্টা

মায়ের দেওয়া দেওয়া মোটা কাপড়
 মাথায় ছু'লে নে রে তাই ;
 দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
 তার বেশি আর সাধ্য নাই

ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
 অপার স্নেহ দে'খতে পাই ;
 আমরা, এমনি পাবান, তাই ফেলে ঐ
 পরের ঘারে ডিঙ্গা চাই ।
 ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
 সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
 তবু, তাই বে'চে কাচ, সাবান, মোজা,
 কিনে কল্লি ঘর বোঝাই ।
 আর যে আমরা মায়ের নামে
 এই প্রতিজ্ঞা ক'রুব তাই ;
 পরের জিনিস কিনব না, যদি
 মায়ের ঘরের জিনিস পাই ।

তাই ভালো

অংলা—কাহারোরা

তাই ভালো, মোদের
 মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
 মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
 মার বাগানের কলার পাত ।
 ডিঙ্গার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
 মোটা হোক, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান !
 সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান !
 মিহি কাপড় প'রব না আর যেচে পরের কাছে ;
 মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'রলে কেমন সাজে !
 দেখতো প'রলে কেমন সাজে !
 ও তাই চাষী, ও তাই ঠাণ্ডী, আজকে হুপ্রভাত ;
 ক'সে লাজল ধর তাই যে, ক'সে চালাও তাঁত ।
 ক'সে চালাও ঘরের তাঁত !

আমরা

মিল বারোঁরা—কাওয়ালী

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, কে'পে ওঠ !

জু'ড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজ' দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'রুব মোটা ;
মা'রুব না ল্যাভেঙার চাইনে 'অটো' ।

নিষে যায় মায়ের দুধ পরে ত'য়ে,
আমরা, র'ব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস্নে ভাই রে আর এমন স্বদিন ,
মায়ের পায়ের কাছে এসে ঘোটে ।

ঘরের দিঘে, আমরা পরের মেলে,
কিন্বো না ঠুনকো কাঁচ, যায় যে ভেঙ্গে ,
থাকলে, গরীব ত'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটে ।

বেলা যায়

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে ?
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিঘে,
হা'ল ধ'রে থাক্ ক'সে ।

এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, ঘোতে যে ভাই নেবে ঠে'লে
 কুল পাবিনে, ভে'সে যাবি,
 মরুবি যে মনের আপ'শোসে ।
 মিছে বকিস্ আনাড়ি, 'এই বেলা ধরু রে পাড়ি,
 "পাচপীর বদর" ব'লে, পুরো মনের খোসে ;
 এমন বাতাস আর ব'বে না, পারে হাওয়া আর হবে না,
 মরণ-সিঁদ্ধুমারে গিয়ে,
 পড়বি রে নিজ কর্মদোষে ।

বাণী

(প্রলাপে)

তিনকড়ি শর্মা

ভৈরবী—গড় খেমটা

- (আমি) বাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা,
 বাহা লিখি—মহাকাব্য ;
 (আর) হৃদ-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-
 দর্শন—বাহা ভাব'ব ।
 (দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
 সেটা অতি বদ, নাহি সন্দ,
 (আর) আমি যা'র সনে বলিনে বাক্য,
 সে নয় কারো আলাপ্য ।
 (দেখ) আমি যেথা বলি সোজা,
 সেটা জলবৎ যায় বোকা,
 (আর) আমি যেটা বলি 'উহ না' তা'র
 মানে করা কি সম্ভাব্য ?
 (আমি) বা' খাই সেইটে খাও ;
 আর বা' বাজাই সেটা বাজ ;

- (আর) আমি যদি যদি 'এইটে উহ',
সেইখানে সেটা বাপ্য ।
- (আমি) চেঁচিরে যা' যদি, পান তাই,
ডাঙে পুরো অখারিটি বান্ধাই ;
- (আর) ক'ন্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজহাতে যেটা যাপ'ব ;
- (এই) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
(এটা) অসীম জ্ঞানের তাণ্ড ।
- (দেখ) আমি যা'রে বাহা ধুসী হ'য়ে দেই,
তাই তার নিহু প্রাণ্য ।
- (আমি) করি যা'র হিত ইচ্ছে,
তা'রে পৃথিবীন্তক দিচ্ছে,
- (দেখো) কক্কণো তা'র বংশ রবে না,
ঘরে ব'সে যা'রে শাপ'ব ।
- (আমি) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই কলাও বিস্তে,
- (দেখো) কক্কণো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য ।
- (এই) হু'খানি সাতুল স্রীচরণ,
মিরে, বেখানে করিব বিচরণ
- (জাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিদে,
ভূত হ'য়ে বাড়ে চাপ'ব !
- জাখো) আমি তিনকড়ি শর্মা,
এই) ধরধামে অণজন্মা,
- জাখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,
আমি যা'র জলে নাব'ব ।
- দীন) কাস্ত বলিছে ভাই রে,
অতি) তোকা ! বলিহারি যাই রে,
- আমি) তোমার নামটা "হাম্বুড়া" প্রেসে,
সোনার আধ'রে ছাপ'ব ।

জেনে রাখ

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা ;
 সাদু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রক্তা !
 ধার্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
 ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে ।
 সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আসটা টানে ;
 নিষ্ঠাবান, যে কুকুট-মাংসের মধুর আশ্বাদ জানে ।
 রসিক সেই, যার বাটুবছরে আছে পঞ্চম-পক্ষ ;
 সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হাঁকো যার উপলক্ষে ।
 সেই কপালে, বিদ্যে ক'রে যে পায় বিশ হাজার পণ ,
 নারীর মধ্যে সেই স্বর্ষী, যার সন্তে হয় না রক্তন ।
 সেই নিরীহ, রামের কথা শ্রামের কাছে দেয় ব'লে ;
 সেই বাবু, যে বৌচা হাত জামায় ফুঁ দিয়ে চলে ।
 ভদ্র সেই, যার ফরশা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা ;
 দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে, “ভসনের” বিনামা ।
 মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাকতে হয়, সেই আদত বিচ্ছেদ
 কালো ফিতে ধারণা আছে যার, তারই বাল খেদ ।
 বেহুঁস হয়ে জেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ;
 সাদা কালোর ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত ;
 ‘এব অর্থ্যাৎ’ যে বলে, সেই দশকর্ম্মাধিত ;
 সেই বেদজ্ঞ, কলারের নামে যে ভারি আনন্দিত ।
 ‘রাজ-লক্ষণ আছে আমার’, যে কয়, সে জ্যোতিষী ,
 লম্বা-দাড়ী, গেকরো-ধারী, সেই আদত স্বর্ষি ;
 ‘সর্ট-সাইটেড’ চস্মা নিলেই, বুঝবে ছোকরা ভাল ;
 বাপকে যে কয় ‘ইন্ডিয়ট’, তার গুণে বংশ আলো !

সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে ;
 বদান্ত, যে একদম লাখ দেয়—উপাধি কিমিতে ।
 আসল তরী সেই, যে সদাই আওড়ায় ‘ক্রমকই’ ;
 সেই আদত বীর, সাহেব দেখলেই যে ঘের চম্পট !
 সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্ত,—
 যে লেখক বলেই, বুঝতে হবে, এই দুঃস্বপ্ন ‘কান্ত’ ?

জাতীয় উন্নতি

বসন্ত বাহার—জলদ একতালি

হয় নি’ কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
 ক্রমে উঠে দেশ উঠে !
 বেহেতু, যে গুলি কচিৎ না আগে,
 এখন সে গুলো কচছে ।

কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ,
 ‘প্যানো’ খুলে পড়ছি ‘বিদ্যায়’ ‘আলো’ ‘তাপ’,
 মাপছি কোয়ার ফুটে বায়ুরানির চাপ,
 (আর) মনের অন্ধকার খুচছে ।

বেহেতু বুঝছি বিকুট কেমন মধুর,
 কুকুট-অগ্নি কেমন স্বাদ ;
 (আর) ক্রমে মদিরার মার মতি বার,
 কেমন সে হয় সাধু ;

(আর) বেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
 (যাকে) বলতে হবে ‘আপনি’, তাকে বলি ‘তুই’,
 চাকুরি দেবে ব’লে চরণ তলে শুই,
 আর স্থাণু করি পরিব তুচ্ছে ।

যেহেতু আমরা 'ছাটে' ঢাকি টিকি,
 সাদা জামা রাখি শরীরে ;
 (আর) 'জাষ্টপো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
 'ছারি' ব'লে ডাকি 'হরি'রে ;
 যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
 কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত,
 (মোদের) অস্থিমজ্জাপত্ত সাহেবী, দৃষ্টান্ত
 দেখ না অমুক বীড়ুবো ।

(কারণ) ধর্ম-হীনতাটা ধর্ম আমাদের,
 কোন ধর্মে নাই আস্থা,
 কি হবে ও ছাই-ভস্ম গুলো ভেবে ?
 মস্তিষ্কটা নয় সজ্জা ;
 অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
 বাইরের আঁখি তটো ফুটোছি বেশ ক'রে ;
 মনশ্চকু-অঙ্ক, তার খবর কে করে ?
 সে বেচারী আধারে ঘুবুছে ।

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
 কিন্তু, প্রাইভেট ক্যাবেরিয়ার দে'খ না ;
 কংগ্রেসে বা বলি তাই মনে রেখো,
 আর কিছু মনে রেখো না,
 বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
 বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
 কোট পেণ্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণ-বর্ণ
 যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে ।

(আর) যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
 প্রাণপণে বোপাই গহনা ;

আর বাপ্ রে ! তাঁর কষ্ট আঁখি-তাপে,
 ওকার প্রেম-নবীর মোহনা ।
 (সে যে) যাকে বলে 'বেটা', হেসে দেই উড়িয়ে
 (তার) পিতৃ-বংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে
 (মোদের) চিনিরে মিটে হর 'এ মাসী খুড়ী এ',
 ভুলে প্রণাম করি না পুজো ।

(কারণ) ধবরের কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
 বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
 (তাতে) দেখ্বে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
 'তিনকড়ি কবিরাজ', 'প্রেম বড়ি' ;
 আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
 সাহেব দেখ্লে, হয় পিতৃ-নামটা ভুল,
 (দেশটা) সংক্রান্তি-পুকুরের চাত, পা, মাথা ছেড়ে
 ধ'রেছিল বুঝি, “ ”

হজমি গুলি

কীর্তন ভাঙ্গা হর—গড় খেমটা

আঃ যা কর, বাবা, আছে, ধীরে,—
 যা কর কেন খুঁচিয়ে ?
 পাতলা একটা যবনিকা আছে,
 কাজ কি সেটাকে খুঁচিয়ে ?

কেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে,
 সর্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
 নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
 মেলোও ত' জাকা বুঝিয়ে ।

কালিয়া কাবাব্ চণ্ কাটলেই,
টিকি ঝাড়, আর ধাও ভরণেট,
পৈতেটা কাণে তুলে নিয়ে ব'স,
নামানলীখানা কুঁচিয়ে ।

মূৰ্খশাস্ত্র অতি বিদ্বদ্ভুটে ।
অকারণ অভিশাপ কুকুটে,
বলা তো বার না কিছু মুখ ফুটে,—
যা' কর নয়ন বুজিয়ে ।

পঞ্চবটী বা নৃপবল্লভে,
এমন হস্তম কখন কি হবে ?
পাচকের সেবা পৈতেটা ছেঁড়া,
টিকি কাটা কি কুৰুচি, এ !

বরের দর

কাঁকে কাঁকে লাগে লাগে ডাকে ঐ পাবী ।—স্বর
কল্লাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ ;
তাই বুঝি সংক্ষেপে কছি ফর্দ সমাপন ।

নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কমা কি রকম !
(কিছু) তোমার কাছে চকুলজ্জা লাগে যে বিষম ।

(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হর না কমে, বলে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যা, হ্যা, বেশী বলা অকারণ ;

সোনার চেন্ ঘড়ী, আইভরি ছড়ি,
 ডায়মণ্ডকাটা সোনার বোতাম,
 দিও এক সেট, কতই বা দাম ?
 বিলিভি বুট, ভাল স্লিগার, বয়ের প্রয়োজন ;
 ফুল এক্জিকিৎ, রেসমী কমাল, দিও দু'ডজন ।
 ছাতি, বুকস, আয়না, চিকণ,
 ফুলকাটা সার্ট, কোট, পেটালুন,
 দু'জোড়া শাল, সার্জের চাদর, গরদ স্ফটিকণ ;
 জম্‌কালো রূপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
 খান পনের দিশি ধুতি, রেসমি না হয়, দিও সূতি ;
 ছাদ্যাখো ধরি নি 'চুমা'—কেমন ভালো মন ।
 ছেলে, ঠুঁসি পেলে খুঁসি, একটু খাটো-দরশন ।

খাট, চৌকী, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
 তাকিয়া, তোবক, বালিশাদি দস্তুর মতন ;
 হবে দু'প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
 (আর) টেবিল, চেয়ার, আলনা, ডেস্ক,
 হাতীর দাঁতের হাত-বাক্স,
 ইলট্রাক খুব বাড় দু'টো যা, দেশের চলন ;
 (আর) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট রূপোরি বাসন ।

গিল্লি বলেন, বাড়িটি স্টেটে, রূপ লাভণ্য ওঠে দু'টে
 একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট উত্তম ;
 যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
 দিও বারাণসী বোঝাই ; ফর্দ কিছু হ'ল লম্বাই,
 তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই,
 তোমার আকিঞ্চন ;
 আমার কি ভাই ? আজ বাদে কা'ল মুদ্রব ত'নুন্নন ।

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা'—মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন ;
আবার আ'স্বে কুলীন-দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
ডজন বিশেক 'ছইন্সি' বেপো,
নইলে বড় প্রমাদ, দে'খো !
কি ক'রুব ভাই, দেশের স্বাক্ষকাল এমনি চালচলন ;
কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেকছে যে কেমন !

ছেলেটি মোর নব কার্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটি সার্বিক,
এই বয়সে ভার ভান্তিক, কর্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটি 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
যেন্ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠল কপ্পন ?
কেবল তোমার পাক্সার যাচাই—একা'লে অকারণ .
দেশের দশা হেরে 'কান্ত' করে অশ্রু-বরিসণ ।

বেহারা বেয়াই

মূলতান—একতাল

(বেহাই) কুটুস্থিতের স্থলে, বউ দেবো না ব'লে,
বেশি কসাকসি ভাল নয় ,
(বিশেষ) বউমাটি দিনেরেতে, কাঁদেন নাইতে খেতে.
আহা ! বালিকা, তাব কত সয় !

তবে কিনা, ভাই, তুলে যখন কথা,
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হচ্ছে ব্যথা,

(তোমার) ব্যাভার মনে হ'লে শরীরটে যায় জ'লে,
স্বক্‌মারি করেছি মনে হয় ।

এসেছিল ছেলের দু'হাজার সঙ্ক,
নেহাৎ পোড়ারমুখো বিধাতার নির্বন্ধ,
নেশা খেয়ে কল্লম এই বিয়ে পছন্দ
স্বক্‌মারি ক'রেছি অতিশয় ;
তোমার মতন জোন্স্টোর, বদ্‌মাসেস, বাটপাড়,
দম্বাজ, এ দুনিয়ায় দেখিনিকো আর !
এত কথাবার্তা সবই ফকিকার,
কুলের দোষের ওটা পরিচয় ।

আগে যদি জান্তে তম এমনতর হবে,
পাওয়া থোয়ার দফার শূণ্ণ প'ড়ে যাবে,
ক'র্তে যাই কি এমন আহতকি তবে,
কে'লে ভাল কার্য্য সমুদয় ?
আগে জান্লে পরে, বেড়ে দেপে শুনে,
নিত্যম ফদেদ মত কডায় গণ্ডায় গুণে,
(এখন) শঠের পাল্লায় প'ড়ে পুড়ি মনাগুনে,
কি ঘোর কলির হ'য়েছে উদয় !

(তোমার) খাটে পুড়ি দে'য়া, তোষক গদি খাটো,
টেবিল, চেয়ার হাঙ্কা, তরুপোষটি ছোট,
কলসী ঘটা হু'টো, বেজায়-রকম ফুটো,
'সেকেগুহাণ্ড' জিনিস সমুদয় ;
বাধা হ'কো ভাঙ্কা, শাল জোড়াটা রো'গো,
আলুনা, বাক্স, ডেস্ক, সব মড়া-খে'কো,
এখানকার সমাজে বে'র করি নে লাজে
পাছে কান-মলা খেতে হয় ।

এ সব ত' ধরি নে হ'ক্কে বেমন তেমন,
 বাছার চেন-ছড়াটি হব'নি মনের মতন,
 সাড়ে চৌদ্দ ভরি দিলাম ফর্দে ধরি'
 ওজনে এক ভরি কমতি হয় ;
 (আর) আন্তেই চায়ের সেটি পেয়ে গেছে গয়া,
 ছিঁড়েছে মশারি, পাটের গেছে পায়া,
 (এমন) চ'থের পর্দা-শূণ্য বেহুদ বেহায়া,
 (আর) আছে কিনা, সন্দেহ বিষয় !

গয়না দেখেই গিল্লীর অঙ্গ গেছে জ'লে,
 একশ' ভরির কথা স্বীকার হ'য়ে গেলে,
 বোল টাকা ভরির সোনা সবাই বলে,
 পিতল কি সে সোনা, চেনা দায় ;
 সেই পিতলে আবার আধাআধি থা'দ,
 ওজন ক'রে পেলাম ভরি দেডেক বাদ,
 চন্দ্রহার ছড়াটা, নয়কো ডায়মণ্ড-কাটা,
 কত বল্ব, পুঁথি বেড়ে যায় !

হীরের আংটা কোথা ? ঝুটো মতি দে'য়া !
 (এসব) বিলিতি জোচ্ছুরি কোথায় শিখলে ভায়া ?
 পয়সার মমতায়, না কল্ল মেয়ের মায়্যা,
 (ও তার) দিবানিশি কথা শুন্তে হয় ;
 নগদটাতেও রকম-ফেরি আছে ভাই,
 হাজারে দু'তিনটি মেকি দেখতে পাই,
 বিশ্বাস ক'রে তখন বাজিরে নেই নি, তাই—
 এমনি ক'রেই আকুল দিতে হয় !

[কস্তুর পিতার অশ্রু-মোচন]

বাপ্ বেটীরই দেখছি সাধা চোখের জল,
 মনে করলেই ধারা বহে অবিরল,
 তবু হয় নি শেষ ; মেয়েটিও বেশ,
 নাইক' লাজ-লজ্জা, সরম-ভয় ;
 (আর) তোমার মত অষ্টাবক্র, হায় রে বিধি !
 তারি কত্না কতই হ'বে রূপের নিধি !
 রূপে গুণে সমা, লোকে বলে “ওমা,
 এমন চাঁদেরো এমন পেটী হয় !”

(তোমার) মায়ী-কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার
 (আমি) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেলী চামার,
 বাইরে যত জাঁক-জমক জুতো, জামার ;
 কিন্তু তুমি অতি নীচাশয় ;
 বারণ ক'ন্তে চাই নে, যা ও হে মেয়ে নিয়ে
 রেখে যেয়ো আবার পরচ-পত্র দিয়ে ;
 নইলে জেনো, চাঁদের আবার দিবো বিয়ে,
 শুনে কান্ত অবাক হ'য়ে রয় !

বৈয়াকরণ দম্পতীর বিরহ

(পত্র)

কীর্তনের স্তর—জলদ একতালা

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;
 যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,
 স্বপ্ন সমাসে হইব বন্দী ।
 তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়
 তোমাবোধে আমার সার্থকতা হয়,
 কবে, ‘স্ততি, স্ততঃ, স্ততি’র ঘুচে যাবে ভয়,
 হবে বর্ধমানের ‘তিস্, তস্, অস্তি’ !

আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে, অনন্ত, ছন্দোষতিভঙ্গ,
এসে সংশোধনের কর হে ক্ষমি ।

৪ উত্তর)

কালেন্দা—কাওয়ালী

প্রিয়ে হ'য়ে আছি বিরহে হৃদয়,
তুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত ।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা-উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত !
প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি,
তোমা বিনে কে আমারে ন্যাকরণে মান্ত ?
অধ্যয়ন উঠেছে চাক্ষে, রোত এখন নিদ্রাভাঙ্গে,
লুপ্ত “অ”কারেব মত ম'বে থাকি জ্যান্ত ।
এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাই নে অন্ত ।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল ফল
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি “হা হা হস্ত” !

কিছু হ'ল না

মিশ্র বিভাগ—কাওয়ালী

আমি পার হ'তে চাই, ওরা আমায় দেয় না
পারের কড়ি ;
আমি বলি লিখ'ব, ওরা দেয় না হাতে খড়ি ;
কিছু হ'ল না !

ওরা খায় কীরনবনী, আমি বল্কা দুধ,
আমি করি ভেজারতি, ওরা খায় হুদ ;
কিছু হ'ল না ।

আমার গাছে কল ধরে, ওরা সবি খায় শেভে,
আমি একটি হাতে ক'লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে ,
কিছু হ'ল না ।

আমি, আনি বাজার ক'রে, ওরা খায় রে'ধে,
ওরা করে রং-তামাসা, আমি মরি কেঁদে ;
কিছু হ'ল না ।

আমি নৌকা বাঁধি ওরা বাজার দিয়ে চড়ে,
আমি করি কডাব হিসাব, ওরা ধরে গড়ে ,
কিছু হ'ল না ।

হরি ভ'জ্ব ব'লে নরন মুদি, ওরা সবাই ঠাসে,
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে ব'সে কাসে ,
কিছু হ'ল না ।

আমি যদি প্রদীপ জালি, ওরা মারে ফু ,
আমার বা'তে 'না, না,' ওদের তা'তে 'হ'
কিছু হ'ল না ।

আমি আনি মাছ মাংস, ওরা মারে ছোঁ,
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধরে গোঁ ,
কিছু হ'ল না ।

আমি করি ফুলের বাগান, ওরা তোলে ঘুল,
আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পরে ছল ,
কিছু হ'ল না ।

আমি বলি 'সমর গেল', ওরা বলে 'আছে',
(আমি) কাপড় কিনে বিই, ওরা জ্যাংটো হ'ইয়ে নাচে
কিছু হ'ল না !

আমি বলি 'বাপু', 'সোনা' ওরা মায়ে চড়,
আমি চাই কিছু বিরে বাতাস, ওরা বহায় ঝড়।

কিছু হ'ল না।

আমার স্বাক্ষর সময়, ওরা ধোবা নালিত ডাকে,
(আমি) কাশা কড়ি দাম বলি, ওরা লক্ষ টাকা হাঁকে ;

কিছু হ'ল না।

তোমরা দশঠাকুরে মিলে, আমার কর একটা সালিশ ;
কোন হুজুরের জুরিস্‌ডিক্সন, কোথায় ক'রব নালিশ ;

কিছু বুঝি নে।

'কম্পেন্সেসন', 'চিটিং' কিংবা, হবে স্বস্তির মামলা !
কোন আইনে কি বলে, ভাই, বড বড সামলা !

আমায় ব'লে দাও।

কত বারো বৎসর গেল, হ'ল বুঝি তোমাদি
কান্ত বলে বিচার হবে, হ'লে পরে সমাধি ;

কিছু ভেব' না।

বিদায়

বাউলের স্বর—গড খেমটা

আর আমি থাকবো না বে, তল্‌পী তোলা ;

সয় কি ভাই, দিবানিশি গঙগোল ?

খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,

তবু পাক-ঘরে যান্‌ না, গিন্নীর আগুন ছুঁলেই গোল ;

(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,

বেগুনপোড়া, নিমপটোল।

(হায় ছু'ৎলা)

প'ড়েছি কি পাপ ফেরে, গিন্নিটি যে আবদে'রে,

'কাপড দে, গয়না দে রে' করমাসেতে হই পাগল ;

‘পারি নে’ ব’লে চ’লেন বাণের বাড়ী,

ঘুরিয়ে স্বর্ণ-নথ হুগোল ।

(মুখের কাছে)

গৃহ-দেবতার আদেশে, যদি বা হুঃখ ক্লেশে,

সোনা দেই সর্ব্বনেশে কৰ্ম্মকারের নানান্ ভোল ;

মজুরি বোল আনাই ; বাজার যাচাই

ক’রে দেখি সব পিতল !

ধৈর্য্য আর ক’দিন টেকে ? সাদা রং বজায় রেখে,

গোয়লা মনের স্বখে, জল ঢেলে দুধ করে ঘোল ,

করে নিত্য গুরুদেবের কিরে,

(আবার) আদায় করে গুদ আসল !

(হিসেব ক’রে)

কাপড়ে সাজে দফা, দামের নাই আপোষ রফা,

টাকায় টাকা মুনাফা, মুখে বলেন “চরি বোল্”

(আবার) দাঁচ্চা ঝুটা বায় না বোঝা,

হায় রে কি বজ্জনিশ নকল ।

(কার সাধ্য চিনে ?)

ধোপা তিরিশ খান দবে, কাপড় দেয় ছ’মাস পরে,

ভদ্রতা কেমন ক’রে রাখ’ব, ভাবি তাই কেবল,

(আবার) নাগে নবীন, বসে ছ’দিন,

দেখা দিয়ে করেন গ্রাণ শীতল ।

কি সখ্য ঝি-চাকরে, জা’নে ষায়ে চুবি করে,

তাই আবার ব’লে পরে, বাজায় অপযশের ঢোল

(আবার) চৌকিদারী কি ঝক্‌মারি;

না দিলে কয় ‘খটা তোল !’

(নবাবের বেটা)

ছেলেদের জ্যাঠামিটে, দেখলে দেই কড়া-মিঠে,

প’ড়েছে কড়া মিটে তথাপি বেজায় বিটোল ;

(আবার) পিঁউলি পবা, পান্না বাবা,

ওয়া খাবেন রুই-কাতোল ।

(মর বাচ)

সবাই নিজেরটি বোঝে, যা' পায় তাই ট'টাকে গোঁজে

তুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল ;

কান্ত বলে, সবাই মিলে একবার কৃষ্ণানন্দে হরি বোল

(ড'বাহ তুলে) ।

বাণী

পরিশিষ্ট

মাঠেঃ

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা স্বর—গড থেমেটা

আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডকা; প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক ;

মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ ;

মা যে, রাজার কন্যা, জগত-মাল্য, ধনে ও ধাত্তে 'দরা ;

অমৃতসিদ্ধ, মায়েরি দ্রুত, পানে মুক্ত ধরা ;

মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্যে ছুটেছে আজ যে লোক,

একই লক্ষ্য, প্রীতি, সখা, প্রাণেরি ঐক্য হো'ক ।

হৃৎ, কণ্ঠে বীর বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব ;

সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ ;

মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্যে, ঘুচেছে আজ যে শোক ;

হবে সমৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি, ছে'ড না সিদ্ধি-যোগ !

বঙ্গ-বিভাগ

মূলতান—অলদ একডালা ।

(সদা দয়াল দয়াল ব'লে—স্বর)

এমন সোনার বাংলা ভাগ ক'রে ভাই
ক'লে রে চ'খান্ ।

এত ঝগড়াঝাটি, কাছাকাটি রে,—

সবই বিফল হ'ল গল্‌লো না পাষাণ ।

এদের একই ভাষা, একই রীতি নীতি,
একই কচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক প্রীতি ;
এরা একই ঘরে বসত করে রে,—

এদের পরস্পরের দুঃখ সুখ সমান ।

তু' সীমানা কলে কি হবে ?

ভাত বাধিবে, পা বাধিবে, মন বাধিবে কে ?

আমরা একই ছিলাম একই আছি রে,—

শুকে, উভিয়ে দিতে পারে প্রাণের টান্ ?

জানী লোকে দে'খে বুঝে লয় ।

যে মেঘেতে বজ্র থাকে, তাতেই বৃষ্টি হয় ;

দেখ নিরেট মন্দ নাই এ সংসারে,—

অতি মন্দ যেটা, সেটাও সুবিধান ।

উদ্বোধন

[কাণী সঙ্গীত সমিতির জন্ম রচিত]

('কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে'—স্বর)

ঐ অশ্রুভেদি-ধবলশূন্যে ফুটায় পদ্মরাগ,—

তাতে চরণধূলি রাখ !

ওজ্জ্বল্য চাহি না,—ভীম ভৈরবী-রূপে আগ্,
অন্ধে বিভূতি মাখ্, ভৈরব হবে ডাক্,

ঐ হিমগিরি ফে'টে যাক্ !

আর, চাহি না মুরজ, বীণ দীপক-তন্ত্রী-তীন,
সঙ্গীত যুহু স্মীণ, চাহি না,—নাহি সে দিন ;
চাহি না ললিত, আশা, বসন্ত, চাহি না নট, বেহাগ ;

ধর ভৈরবরাগ, বিশ্ব হয়ে অবাগ্,

চমকি', ফিরিয়া চাক্ !

সেই মত্ত তীব্র গান, গরলদিগ্ধ বান,
বিধ্বে অবশ প্রাণ, হবে স্তম্ভির অবসান
কোটি শূন্য অধীর রক্তে বোধন গীতি গাক্ ;
নূতন জীবন পাক্, শিক্, তটিনী লাখ্,
পল্লী, বন, তড়াগ !

বিচার

মিশ্র গৌরী—জলদ একতারা

কেমন বিচার ক'ছে গোর !

কাটতে শিথিয়ে, লাঠির গুতোয়
কক্ষে পা ভেঙ্গে খোঁড়া !

ব'লতে শিথিয়ে, পা'কড়ে, দিচ্ছে
গলায় গামছা-মোড়া ;

সুখ দিয়ে ভাই, হাসির বেলায় !
মাচ্ছে রে পিঠে কোড়া !

দিল্লীর লাড্ডু খাইয়ে, সামনে
ধ'রেছে রে কচুপোড়া ;

গরীব বানিয়ে, 'দূর হ'তে ভাই
দেখায় টাকা তোড়া !

খাইয়ে দাইয়ে নাহুস্ হুহুস্
ক'রে বুকে মারে ছোরা ;

চক্ষু ফুটিয়ে, আধারে বসায়,
 এমনি অভাগা মোরা !
 কান্ধ বলিছে, জ্বায় বিচারের
 পুরো অবতার ওরা ;
 তোমরা মোটেই মান না, আমি তো
 ব'লছি রে আগাগোড়া ;

উদ্দীপনা

বসন্ত মিশ্র—গড় খেমটা

তোরা আর রে ছু'টে আর ;
 ঘুমের মা আজ জে'গে উঠে ছেলে দেখতে চায় !
 সরা' ফুল বেলের পাতা, নোয়া' সাত কোটি মাথা,
 প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি, ঢাল রে মায়ের পায় ।
 মা যে ভাই ঢের কেঁদেছে, কেঁদে কেঁদে বুক বেঁধেছে,
 আখির কোণে আজকে একটু হাসির রেখা ভায় ।
 এমন দিন আর কি পাবি ? হেলা ক'রে তাই জারাবি ?
 থাক প'ড়ে সব ছোট স্বার্থ, যোগ যে ব'য়ে বায় ।
 বল “জয় শুভদ্রুতী, জয় রাজরাজেশ্বরী !”
 দীনহুধিনী ভিখারিণী কে বলে আজ মায় ?
 ছোট বড় কেউ থেকে না পিছু থেকে কেউ ডেকে না,
 “জয় মা !” ব'লে সাত কোটি স্তর উঠুক মেঘের গায় ।

হুকুম

রাগিনী অংলা—তাল খেমটা

ফুলার কলে হুকুম জারি,—
 মা ব'লে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি ।

মা ব'লে ভাই ডাকলে মাকে ধ'রবে টিপে গলা ?
তবে কি ভাই বাবলা হ'তে উঠবে রে মা বলা ?
যে দিয়েছে এমন হুকুম মা কিরে নাই তারি ?
তার মাকে কি ডাকে না সে ? দোষ শুধু বাবলারি ?

মা বলা যে পাপের কাণ্ড শুনি নি ত' কহু !
মা বলা যে বন্ধ করে সেই বা কেমন শ্রুত ?
বিচার ক'র হে ভগবান্ দীনের দুঃখহারি !
তুমিই বল, মা'লে কি আর মা ডাক ছাড়তে পারি ?

বন্দে মাতরম্ ত' শুধু মায়ের বন্দনাই,
এতে তো ভাই সিভিলিসনের নাম কি গন্ধ নাই ;
'তবে কেন তা' নিয়ে ভাই এত মারামারি ?
হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন ক'রে ছাড়ি ?

শেষ কথা

কীর্তন ভাঙ্গা হুব—গড খেমটা

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখা'লে
তাই কি তোরা ভুলবি ?
বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে,
তাও কি ঘুমে ঢুলবি ?
বিধাতা, ওদের দোকান বন্ধ ক'লে,
তোরা কি তাই খুলবি ?
বিধাতা সোনার মাটি দেখিয়ে দিলে,
তাও কি শূন্যে ঝুলবি ?
বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি ভাই ছলবি ?

বিধাতা মনের কথা চাপ্তে ব'লে

তাও খুঁটিয়ে ভুলবি ?

বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে, তবু

হুখে তেঁতুল গুলবি ?

বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোষ থেকে

পথে পথে বুলবি ?

কল্যাণী

ভক্তি-ধারা

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

আর—

কত দূরে আছি, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতো কি পাবে মৃত বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভক্তি-প্রবাহ, দীন কীর্ণ জলধার !
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা পত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবাব ।
নীরস নিঠুব ধরা, শুনে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাব পাব ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার ।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্বল ধারা,-
করণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

হৃদয়-পল্লব

মনোহর সাই—জলদ একতারা

এই,—

হৃদ-হৃদয়-পল্লব-জল, আবিল পাপ-পঙ্কে ;
অদেয় অপেষ, তুবার স্পর্শ করে না কেহ আতকে !
চৌদিকে বেড়া কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী ;
(ওহে) প্রেম-সিঁদু ! আর কেমনে মিলিব তোমার সঙ্গে ?

(তব) মলিন-আশে, সাধু হৃজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিয়া গিয়াছে, দীন অধমে দূর-সৈকতে ফেলিয়া,
প্রভু, বশে না তীরে জলবিহঙ্গ, মলয় করে না খেলা !
এহা স্বজ্ঞে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে কবে সে হেলা !

প্রভু, কোটে না এ জলে ভক্তি-কমল, চলে না পুণ্যতরঙ্গী,
চির-নিবাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরঙ্গী .
(কবে) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু ;
(বড) হুঃখ, বন্ধে বিধিত হ'লো না, নিখিল প্রেম-ইন্দু ,

নিষ্ফলতা

“তোমার কথা তেথা কেহ ত কহে না”--হুঃ

আমি, সকল কাজের পাই হে সমগ্র,
তোমাতে ডাকিতে পাটনে ,
আমি, চাহি দারা-স্নত-স্বপ্ন-সন্মিলন,
তব সঙ্গ-স্বপ্ন চাইনে ।
আমি, কতই যে করি বৃথা পদ্যটন,
তোমার কাছে তো বাইনে ,
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমাস্নাত খাইনে ।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে ;
আমি, বাহিরের তটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদতলে বিকাইনে ,
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেয়ে শুধু শিখাইনে !

দুর্গতি

মিশ্র খাখাজ—একতাল।

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা ?

পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?

(কুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?

(আমায়) কেহ তো আরও করে না গো,

পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,

(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,

(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,

আর কত দিনে আঁগিব মা ?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,

হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,

(কত) কেদেছি তোমারে কহিয়া গো,

(আমি) আধারে কত ধুলো মাখিব মা ?

হ'ল না

মিশ্র ভৈরবী—আড় কাওয়ালী

এত কোলাহলে প্রহু, ডাকিল না ঘুম ;

কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,

এ জীবনে নীরব নিরুণ !

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেমাল-লিখা তুলি',

“অয় প্রেমময় !” বলি', তব পানে ধায় ;—

সে বহি-পরশে মম, সিক্ত ইন্দন-সম,

কদি হ'তে উঠে শুধু ধুম ।

সবারি পরাণ, নব অক্ষণ কিরণে তব,

ফটিয়া ডলিয়া হাসি' সুরাভি বিলাস,-

মোহালস টটিল না সে কিবণে ফটিল ন'

আমাব এ জনর কুণ্ডল ।

পাতকী

মিশ্র বেহাগ - ৪২

পাতকী বলিয়ে কি গো পাছে ঠেলা ভান হয় ?

তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে নয় ?

করিতে এ ধুলোখেলা,

অবদান হ'ল নেলা

যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গঙ্গ অ-ময় ।

হারাইয়ে লাভে মূলে,

মরণের নিকু-কুণ্ডে

পদশ্রান্ত দেহগানি টানিয়া এনেছি হায় ।

জীবনে কখন আমি

ডাকিনি জনর আমি ।

(১৩টি এ অ-দিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

কুম্মা

ঝিঝিট—৪২

তব করণায়ুত পারাবারে কেন ডুবালে, দয়াময় ?

এ অযোগ্য অধমেবে, মলিনেবে, কেন এত দয়া হয় ?

(চিত) কাতর করণা-ভারে, বহিতে আর নাহি পারে,

দুর্বল হয়েচে পাপে, এত দয়া নাহি হয় ।

তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,

(তুমি) হেসে ব'ল কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয় ।

নাহি স্মৃতি, নাহি রোম, নাহি ত্রিংশা, অসম্ভোষ,
শুধু ধরা, শুধু কমা, শুধু অভয়-পদাশ্রয় !

কেন

মিশ্র পান্ডাজ—দাণ্ডালা

যদি, মরমে লুকাবে র'বে, জনয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিগে গো ?
ওব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন পাই, যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমায়ে ডাকিয়া ক'বে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সাধনা ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন ২ লিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত জনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন ! শূন্যে, শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে গীত সজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি চাইবে কভু.
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ?
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন, দ্বিভূদন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

বিশ্বাস

মিশ্র পান্ডাজ—একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না তন্ন মরণে !

আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
 পাতকী-তারণ-তরীতে ত্যাপিত
 'আত্মরে তুলে' না লবে গো,
 হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ,
 এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
 তবে, পারে ব'মে, "পার কব" বলে, আলী
 কেন ডাকে দীন-শরণে ?
 আমি শুনেছি, হে হৃদা-হারি !
 তুমি, এনে দাও তারে প্রেম অমৃত,
 তৃষিত যে চাহে বাঁবি ;
 তুমি, আপনা হইতে ওও আপনার,
 যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
 এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিও যে বদে
 বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

কবে ?

বেদাগ—কাওয়ালী

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
 তোমারি রসাল নন্দনে,
 কবে, ত্যাপিত এ চিত্ত, করিব লীতল,
 তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হ'য়ে বাব, আমার আমি-হারা,
 তোমারি নাম নিতে নরনে ব'বে ধারা,
 এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
 বিগ্নুল গুলক-স্পন্দনে !

কবে, ভবেব স্তম্ভে দ্বন্দ্ব চরণে মলিয়া,
 যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
 চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
 কাহারো আকুল ক্রন্দনে ।

বিচার

ভৈরব—কাওরালী

জ্ঞান মুকুট পরি', জায়-দণ্ড করে ধরি'
 বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপতি .
 “জয় বাজেশ্বর !” ববে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হবে,
 জল স্থল মহাব্যোম, চরণে করিবে নতি !
 একান্ত জানিয়া এই স্থলদেহ পরিণাম,
 বিলাস-বিমুগ্ধ, দারা কবে সদা হরিনাম
 সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমাবে চায়,
 স্তম্ভে স্তম্ভে সমভাষে তোমাবি মহিমা গায়,—
 দশালোকে সমুজ্জল, ছুটিবে সাধকদল,
 প্রাণ রাগি পদতলে, করিবে তব আরাতি ।
 আজন্ম পাপ-লিপ্ত, ল'য়ে এ তাপিত চিত,
 দূরে রব দাড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত ,
 সব হারাইয়া প্রভু, হ'য়েছি ভিখারী দীন,
 তোমারে তুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন :
 কোন্ লাঞ্জে দিব পায় ? এ হৃদি কি দেওয়া যায় ?
 সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি !

বুধা

পূরবী— কাওরাণী

তোমার, নয়নের আডাল হ'তে চাই আমি,

তোমারি ভবনে করি' বাস ,

তোমারি তো আমি খাই পরি, ওবু

তোমাঝেই করি পরিহাস ।

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভক্তি,

তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শক্তি,

তবু, তোমাঝে জানিনে, চরণ চাহিলে

নাহিক তোমাতে অভিলাস ।

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,

মানিনে তোমার মঙ্গলশাসন,

তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন, হাব,

লোকের বলে মোরে 'তব্রিহাস' ।

নিরুপায়

সলিত-বিভাস— একতালা

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন ।

দেখলাম জেসে, ভীষণ মেঘে আমার আকাশ সমাকীর্ণ ;

যার কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ ?

(আমি) কুব্লাম হরি তুমি থাকতে, দয়াময় পারুলে না রাখতে,

তবু, একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখিছে অবতীর্ণ ;

দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন ;
এমনি হ'য়ে গেছি ব'য়ে, ভাবতে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ ।

(এই) মলিন মনের অস্তুরালে, দেখা দিও অস্তুরালে,
একবার তোমায় দেখে মরি' এই বাসনা কর পূর্ণ ;
সময় থাকতে, তোমায় ডাকতে, হৃদয়ান মতি, মতিহীন .
তাই কি হলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী ঘোব বিপন্ন ।

আর কেন ?

দৌড়ী— একতারা

(মা আর) আমারে আদর ক'রো না ক'নো না.

নিও না নিও না কোলে ,

বাধা পেয়ে না পেয়ে না, ফেল না অশ্রু.

(এই) ব'য়ে-বাণী ছেলে ম'লে ।

আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই.

ধুলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই ?

একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ.

তুখে পাপে তাপে জ'লে ।

কত যে করেছ, কত যে মেরেছ,

কত যে করেছ, কত যে সবেছ.

মত কেশে ধ'য়ে টেনেছ উপরে.

(তত) ডুবেছি অতল জলে ।

ফেলে যাও, আর ক'রো না যতন,

ফিরাও বদন, সরাও চরণ,

ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবাসা,

(বুকে) লাগি মেরে যাও চ'লে ।

পূর্ণিমা

পূরবী মিত্র—কাণ্ডালী

ভরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা ।

চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাথা ।

স্বপ্ন জগতে, চিব-আগ্নী প্রহরী,

বরষিছে চিব-করুণামৃত-লহরী,—

‘মম’ অঙ্ক আঁখি, মোহে ঢাকা ।

শাধু ভকত জন পিয়ে মকবন্দ,

এ হবি, মম মন-গতি প্রতি মন্দ.

উড়ে’ যেতে নাইক-পাখা ।

এসেছি ফিরিয়া

সিক্ত বাহ্যাজ—আড কাণ্ডালী

তারা মোরে রেখেছিল ভূলাউয়ে—

তু’দিনের মোহ-মাথা হাসি খুসি দিবে ,

নিজ-স্বপ্ন-তরে, মম স্বপ্ন-ভ্রম-ভাগী,

তারা শুধু চাহে মোরে তাহাদেরি লাগি’

মিছে আশা দিয়ে কত করে অন্তরাগী ;

(শেষে) দূরে দাঁড়াইয়া আসে, সরবস নিয়ে ।

দেখা হ’লে, আর কথা কহে না কহে না,

এ ছলনা আর, প্রভু, সতে না সতে না ,

শ্রান্ত চরণ, আর দেহ যে বহে না ;
('আজ') ভাবিয়াছে ঘুমঘোর, এসেছি ফিরিয়ে

কি সুন্দর

মিশ্র কৃপালী—কা ওয়ালী

ধীরে সমীরে, চঞ্চল নীরে
খেলে যবে মন হিলোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে যুহ দোল ;
যবে, কনকপ্রভাতে নবগ্রাব সাথে,
জাগে শুশ্রূষ ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুহুমিত কাননে,
পাখী গাহে সমধুর বোল ;—
যবে, শ্রামল শস্ত্রে, বিস্তৃত প্রাস্তর
রাখে মোহিতা মম প্রাণ,—
সাজা-সমীরণ-চুষিত-চঞ্চল,
নীত-শিশির কবে পান ;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি স্বকণ্ঠ,—
ভেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত,
তুলিতে তোমারি ধর্যেরাল !

তুমি ও আমি

নটনারায়ণ— . ৩৩রা

তুমি, অস্তহীন, বিগাট, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত অক্ষর !
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনশ্বর ।

ତୁମି ନିତ୍ୟ-ସଞ୍ଚଳ, ଜ୍ୟୋତିଃ ନିର୍ଦ୍ଦଳ, ଶାନ୍ତ, ହୃଦୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
 ଆମି, ଅନ୍ଧ-ତମସାନ୍ଧ୍ୟ, ନିମ୍ନତ, ପାପ-ପବନ-ବିଚକ୍ଳ ।
 ତୁମି, ପବନ ହୁଳର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ସଂସ୍ପର୍ଶ, ପୁଣ୍ୟ-ବିଷ୍ଣୁ-ଅଳକ୍ରତ ।
 ଆମି ଅଧମ କୁଂସିତ, ଦୁଃଖନିର୍ଦ୍ଦିତ, ନିତ୍ୟ-ପାପ-କଳକ୍ରିତ ।
 ତୁମି ମଧୁର-ବନ୍ଧନ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟବୀ, ତୃଷ୍ଣାତୁର-ଚିରପୋଷଣ ।
 ଆମି, ଶୁଦ୍ଧ, ନୀବସ, କଠିନ, ନିଶ୍ଚୟ, ଜୀବ-ଶୋଣିତ ଶୋଷଣ ।
 ଆମି ଗର୍ଭ କରି, ତବ, ପୁତ୍ର ତବ, ଫଳ,

ଆମି ହୃଦୟ ପଦ ଶୁଣ

ତୁମି ଏକ-ଗୌରବ-ଗର୍ଭ-ବନ୍ଧିତ ନୀ କର ଫଳ, ଦୁର୍ବଳ ।

ଅଭିଳାଷ

ଇମନ— କାଳବାଣୀ । “ତୋମାରି ଗାଗିଣୀ ଜୀବନ କୁଳେ” — ୭୮

ଜିତି-ମଞ୍ଚଳ ଏ ଭେନ, ମନ ଶୁଣ

ସାଥେ ପାକି ସେନ, ସାଥେ ଗୋ

ଅନ୍ଧାର ବିତରଣ ଚରଣ ରେଖା

ସାଥେ ବାନ୍ଧି ସେନ, ସାଥେ ଗୋ ।

ତୋମାରି ନିର୍ଦ୍ଦଳ ଶାନ୍ତ ଆଲୋକେ,

ନିଶ୍ଚୟ ହେନ, ଦେହ ମନ,

ତୋମାରି କାବ୍ୟର ମଧୁର ସଂକଳନ,

ହାତେ ଯାଖି, ତା'ଟି ହାତେ ଗୋ ।

ଯୋଡ଼-ଆଲମେ, ଶିଳା-ମାଲମେ,

ତୋମାରେ ଭୁଲି, ହୁଦି-ଦେବତା,—

ପରାଣ କଳ୍ପିତ, ବନ୍ଧୁ ଢଳୁ ଢଳୁ,

କାନ୍ଦେ ଆସି, ସେନ କାନ୍ଦେ ଗୋ ।

ল'য়ে চল

মিশ্র খান্সাজ—জলদ এক তাল

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে দূরিয়া, আছি পড়িয়া হে ;—

গৃধ-মকল কেহু,— আর দেখিনে,—

কিসে ফেলিল বেন গো আবরিয়া ।

(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যার্মিনী, আমায়ে

ডুবায়ৈ বাপিল তিমিরে ,

(আর) প্রভাত হ'ল না, আধার গেল না

আলোক দিল না মিহিরে হে ,

কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি.

কোথা আসিয়াছি, গেছি পার্শ্বরয় ।

(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,

আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া ,

(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টান'

পাথের লইল কাড়িয়া হে,

যদি, জাগিবে শুভ, প্রভু, দেখিবে শুভ,—

তবে ল'য়ে চল আলো বিতর্বিদ্যা ।

ডুবাও

মিশ্র ঝিকিট—কাওয়ালী

(এই) গুপ্ত মলিন চিত্ত বহিদা এনেছি. তবে

প্রেম-অনুর-মনস্বিনী-তীরে ,

দ্রোত কর হে, কর শীতল দয়ানিধে

পাবন বিমল সুধাময় নীরে ।

সুগভীর অবিরল কমল-মল্ল

ডুবাও প্রাণের মুহু রিপু-ষড়যন্ত্রে ;

মুক্তিময় শান্তিময় পাবন-তরঙ্গে

ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে ,

(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে কিরে
(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে ।

সহায়তা

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী

যদি প্রলোভন-মাঝে ফেলে রাখ ,
তবে বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হবি
দুর্কল এ হৃদয়ে জাগ ,
যদি, অবিরাম গরজ্জিবে স্বার্থ-সিক্ত ভব,
নিফল কলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে শাস্তি-নিগম চির-শাস্ত-মুরতি ধরি'
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক ' .
যদি, লুপ্তায়ে রাখিবে তোমা অলীকতামব দব',
চাকিবে মোহ-মেঘ, কাস্তি তিমির-হরা
যদি, আধারে না পাই পণ—সত্য-স্বা-রূপে
পথহারা হ'তে দিশনাক ।
আশার ছলনে যদি হেরি মায়া-মবীচিকা
নয়ন মোহিয়া পাপ শেষে আনে বিভীষিকা
তবে ভীতি-হরণ যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপন্নে ডাক ।

শরণাগত

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

স্থান দিও করুণায় তব চরণ-তলে
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে
দৃঢ় পণ করি “পাপ করিব না আর
করিব না” ব'লে, পাপ করেছি আবার

তবু, তোমারে না আমি ডাকি' আপন গরবে থাকি
ব্যর্থ পুরুষকার করম-কলে ।

নিজ বলে বলী হ'লে তবে বলি বলী ;
আমি, ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে কিরেছি তোমারি দিকে
(মোরে) ঝাঁদাটাইয়া ধুয়ে লহ নয়ন-জলে ।

ব্রাহ্ম

মিশ্র বিভাস—কাণ্ডালী

ব্রাহ্ম অঙ্ক অঙ্ককারে

তোমারি স্থপথ পানে কি আর !
নিঃসন্ধ্যা নিঃশ্ব, হায় !

অদশ-চিস্তে মোহ-বিকার ।
দুর্গম পথে সঙ্গি-হারা জ্যোতি-হীন আশি-ভারা
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি গুহে
অনাথাব, নিবার নিবার ।

আমার দেবতা

আলেয়া—একতালা

বিশ্ব-নিপদ ভঞ্জন মনোরঞ্জন দুখহারী ;
চিত-নন্দন জগবন্দন ভব-বন্ধন-বারী ;
সর্ব-মুরতি আকৃতি-হীন পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিদ্ধ, চিত-বিহারী !
নিষ্কিয়ার বাসনা শূন্য সর্বাধার পরম-পূণ্য,
অর্জনক বিভূ, জগত জনক বহিরন্তরচারী ।
পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন,
করুণ প্রেম বীজ বপন, সিদ্ধি' ভকতি-বারি !

ভুল

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

সামুদ্র চিতে তুমি আনন্দ-রূপে স্বাগ,
 ভীতি রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে
 প্রেম-রূপে জাগ মতীব চিন্তামাঝে
 স্নেহ রূপে জাগ জননী-নয়ানে ।
 প্রীতি রূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে মথ
 যোগি-চিতে চির-উজল-আলোক
 অশ্রু ওষু প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ,
 সাধনা রূপে এস যথা দুখ মোক ।
 নাতার হৃদে দাগ কক্ষণ-রূপে দেখা
 ভ্রাপীর প্রাণে জাগ বৈরাগ্য-আকারে ,
 কাব্য-কুশলেন চিন্তে, ফলতা,
 জ্ঞান রূপে জাগ মোহের আধারে ।
 (তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কানে,
 কব-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থল ।
 (এই) ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি ?
 ভাবিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল ?

নবজীবন

মুলতান—রাপতাল

আর, কাহারো কাছে, যাব না আমি,
 তোমারি কাছে, র'ব হে ,
 আর, কাহারো সাথে, ক'ব না কথা,
 তোমারি সাথে, ক'ব হে!

ঐ, অভয় পদ, হৃদয়ে ধরি,
 তুলিব দুঃখ, সব হে ;
 হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভরা,
 হৃদয়ে তুলি'. ল'ব হে !
 তব, কল্পামৃত-পানে, হবে
 কঠিন চিত্ত দ্রব হে ;
 আমি, পাইব তব, আশীষ-ভরা,
 জীবন অভিনব হে !

অনাদৃত

মিশ্র খাষাজ—কাওয়ালী

তোমারি চরণে করি তুঃখ নিবেদন ;
 শাস্তি-স্বখামৃত অচল-নিরাকতন !

প্রভু, হৃদয় হীন তব বধির ভবে,
 আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে ;
 আর্ন্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
 বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা ?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরাণ,
 চরণে শরণাগত, রাখ ভগদান্ ;
 শ্রাস্ত পথের পাশে, নয়ন মুদ্রিয়া আসে,
 স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন ।

চিকিৎসা

মিশ্র খাখাজ—কাওয়ালী

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত,
কর দুই কলঙ্কিত এ শোণিতপাত ।

পাষণ কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
স্বকল হইবে, নাথ, করা'লে রোদন ;
সরাও এ গুরুভার,—নিবার প্রমাদ গো,—
করাও হৃদয় ভাঙ্গি', শুধু অশ্রুপাত !

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চন্দ্র, মেঘ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেশ ;
অনিয়মে আনিয়াছি দেখে অবসাদ গো,
সঞ্চার করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ !

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীষ শরণ ?
কোথা ব'সে দেখিতেছ স্থপিত মরণ ?
মুহু প্রতীকারে ব্যাপি হবে না নিপাত গো,—
তীব্র ভেবজ মোবে দেহ বৈজ্ঞনাথ !

ফিরাও

গৌর সারঙ্গ—মধ্যমান

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব স্খাময় বাণী ;
প্রভু ধর ধর,—
আন তব পানে টানি !

না চিনে তোমারে, না করে তব্ব,
অন্ধ বধির মদির মন্ত,
পথে চ'লে যেতে,

চ'লে পড়ে পা ছ'থানি !
পতিত কি এক মহাবর্জ-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল স্বধাধারা

ফিরাইয়া ঘরে আনি ।

অপরোধী

মনোহরসাই—পেম্টা

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাহি যে সখা ,
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,—
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা ;
যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেখা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা ,
(আমি) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সরা'য়ে নড়ায়ে ;
করিয়াছি ঠাই ঠাই হে সখা !
(আমি) আমারে দেখিয়া কাঁদিয়া, কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা ।
ভয়ে অহুতাপে, এ চরণ কাপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা ;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেমনটি ফিরে পাই হে সখা !

প্রাণপাখী

মনোহরসাই—গড়-খেম্টা

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,

উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন ;

(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে !

(আর) আজনম বন্দী পাখী, পক্ষপুট ভায় হে ;

(উড়ে যাবে কেমনে) ; (আর উড়ে যাবে কেমনে)

(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে) ; (তোমার কাছে উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি না নিলে তুলে, উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে
উড়ে যাবে কেমনে ?)

(প্রভু) বাধ তব প্রেমহৃৎ (এই) অবশ পাখায় হে ;

(আর) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোলা তায় হে
(একবার যেতে চায় গো) ; (এই খাঁচা ভেঙ্গে
একবার যেতে চায় গো) ; (তোমার কাছে একবার
যেতে চায় গো) ; (তোমার পাখী তোমার কাছে
একবার যেতে চায় গো) ; (পাখার বল নাই, তব
তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো !)

(তুমি) তুলে নিরে, প্রেমহৃৎ পালকে বুলাও গো ;

(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখীরে ভুলাও গো ;
(বেন মনে পড়ে না) ; (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা,
বেন মনে পড়ে না) ; (এই বন্দীশালের দুখের
আচার, বেন মনে পড়ে না ।)

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;

(বেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;

(ব'সে তোমারি কোলে) ; (তোমার সুধা নাম
বেন গায় পাখী, ব'সে তোমারি কোলে) ;

(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি কোলে) ; (যেন সব বুলি ভুলে, এ বুলি নলে, তোমারি কোলে ।)

ভেসে যাই

মনোহরসাই- -জলদ একতারা

(আমি) পাপ-নদী-কূলে পাপ-তরুণে ;
বাধিয়াছি পাপ বাসা !
(শুধু) পাই পাপ-ফল, পাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াম ॥
(দেখ) পাপ সমীরণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপরোগ ;
(আমার) পাপ-চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়,
ভুগিতেছি পাপভোগ ।
(আমি) বাহি' পাপ-তরী পাপের নগরী
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি ;
(করি) পাপের আশায়, পাপ ব্যবসায়,
লইয়া পাপের খুঁজি ।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি পাপ-লাভ,
পাপ-মূলধন বাড়ে ;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত,
(হ'লাম) পাপ-ধনী এ সংসারে ।
(হায়) পাপেও জোয়ারে, পাপ-জাল বাড়ে
পাপ-স্রোত বহে থর ;
(কবে) এ পাপের সংসার ক'রে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ ঘর !
(ওই) শুধু ধূপ, ধাপ, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে ;

- (ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভাঙ্গে, ভেসে,
বাই কোন্ আধার লোকে !
- (প্রভু) গুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে ;
- (ওহে) পাপ নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে ।
- (ওহে) হতাশের আশা, দিবে কি না বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব ;
- (আছি) আধারে একাকী পাব না দেখা কি ?
দিবে না কি কৃপা-তব ?
- (ওহে) প্রভু, ভগবান্ ! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে ;
- (যদি) কর নির্বাসিত ওহে বিশ্ব পিতা : !
(তবে) একেবারে যাই ভেসে ।

কোলে কর

বাউলের স্বর—গড থেম্‌টা

আমায় ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা,—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না ?

এল, ব্যাকুল ত'য়ে “আয় বাছা” ব'লে—
“বাছা তোমার দুঃখ আর দেখতে নারি ;
আয় করি কোলে ;

আয় রে, মুছিয়ে দি' তোমার মলিন বদন
আয় রে, শুটিয়ে দি' তোমার বেদন ॥

আমি, দেখ্‌লাম মায়ের হৃদয়নে নীর ;
মায়ের স্নেহে গ'লে, স্বর কর
বইছে শুনে কীর ;

“আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত !”
 ব’লে, হাত বাড়’য়ে পেলেন না !
 এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি,
 আমায়, না পেয়ে মা চ’লে গেছে,
 (আর) আসবে না বুঝি !
 মা গো কোথা আছ কোলে কর !
 আমি আর লুকায়ে থাকব না ।

স্বপ্রকাশ

ইমন—একতারা

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
 অশনি প্রকাশে অসীম শক্তি,
 বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,

চন্দ্রমা কহিছে তুমি হুশীতল ।

উদ্বেলিত-সিঙ্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,

প্রকাশে তোমারি মুরতি করাল !

মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,

শিশির কহিছে তুমি নিরমল ;

পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,

মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,

গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,

ঋতুরা কহে তুমি অচঞ্চল ;

নদী কহে তুমি ভৃগুনিবারণ,

বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,

নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন ;

প্রভাত কহিছে হৃদয় উজ্জল ।

জ্যোতিষ কহিছে তুমি স্বচতুর,
 যুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানত্বাতুর,
 দতীপ্রেমে জানি তুমি স্বমধুর,
 বিভীষিকা—কহে পানী অসরল ;
 অমৃতানী কহে তুমি স্নায়বান্,
 ওকু কহে তুমি আনন্দবিধান,
 স্বখে শিশু কবি' মাতৃস্তম্ভপান,
 প্রকাশে তোমাবি নক্সা অতল ।

বিশ্ব-শরণ

মিশ্র কানেডা—একতালা
 অগ্ন্যাত্ত তোমারি শক্তি,
 গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া
 তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
 আর হৃদে পড়ে লুটিয়া ;
 তোমারি স্বপ্নমা চির-নবীন,
 কূলে ফুলে বহে ফুটিয়া ।
 তব চেতনায় অমৃতপ্রাণিত
 বিশ্ব, চমকি' উঠিয়া ;—
 অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
 পদতলে পড়ে টুটিয়া ।
 বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
 তব মন্দিরে জুটিয়া,
 “তুমি অণীয়ান্, তুমি মলীয়ান্ !”
 তব্ব দিতেছে রটিয়া ।

অনন্ত

বাগেলী—আড়া

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব ।
 ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত তোমারি স্বব ।
 কোথায় অনন্ত উড়ে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
 অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব ।
 অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে
 অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ ,
 অনন্ত কালেব খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
 হে অনন্ত, এব পানে উঠিছে অনন্ত রব ।
 অনন্ত সুষমা-ভরা অনন্ত-বৌবনা ধরা ।
 দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভ্রন ,
 তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
 অতি ক্ষুদ্র দীন আদি, কিবা জানি কিবা কব ॥

বহুশ্রম

মালকোষ—ঝোপতাল

অসীম বহুশ্রম । হে অগম্য । হে নিকরদ !
 শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার বহুশ্র ভেদ ?
 শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞা, জ্যোতি, তন্ত্র,
 বিজ্ঞান পারেনি, প্রভৃ, করিতে সংশয়োচ্ছেদ ।
 তাতে শুধু পূর্বপক্ষ, ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তর্ক,
 অন্ধকার কূট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ ,
 বিনা পুণ্যদর্শন, কূটতর্কনিরসন
 হয় না, কেবল থাকে চিরন্তন মতভেদ ।

প্রেমাচল

পরোক্ষ—ঋণাত্মক

তব, বিপুল-প্রেমাচল চূড়ে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন হিলোলে, মন্দ যুহু যুহু দোলে ;
দিয়ে শাস্তি কিরণ-বেধা মহিমা-আন্ধরে লেখা,
“কিষ্ট কেবা আয় রে চ’লে, চিরশীতল স্নেহকোলে ;”

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে স্থখে বিচরণ,
চিদানন্দ মধুব-রস করিছে পান, বিতরণ .
(ঐ) গগন ভেদি’ উঠিছে গীতি, স্বরে অভিভূত মধুর শ্রী তি.
আনন্দ-অধীর রোলে, ভুবি ও ছুটে দলে দলে ।

হের বিশাল-গিরি’ পরে মুক্তিনিবন্ধিণী করে,
দূরগত পথপ্রান্ত ছ’হাতে তুলি’ পান করে ;
(কেহ) চাড়ে না আর ফিরিতে গেহে, প’ড়ে রহে অংশ দেহে,
বিভল হ’য়ে “দয়াল” ব’লে, বিভবস্বত্বা ভোলে ।

অস্তি

‘হলে দলে নেচে চল গোষ্ঠবিহারী’—স্বর
ক’ত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে
মস্ত এ চিত্ত তবু, তর্ক-বিচারে ।
নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্রামবিটপিদলে, স্বরসাল ফল ফলে,
পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়
ঋণহীন অজ্ঞান জন্মে রহিয়া যায় ;
অজিত চিত্ত পায় জ্যোতিঃ আধারে ।

অসীম শূন্যতলে মৌর-জগত কত,
 ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ,
 রূপ শিল্পেরে ধরি', জননী বক্ষোপরি,
 উক কপোলে চুমে নয়নে অশ্রু, যরি !
 বিশ্ব দৃষ্ট বত, 'অস্তি' প্রচারে !

দর্শন

মিশ্র পাখাজ—আড কাওয়ালী

কে রে হৃদয়ে জাগে, শাস্ত নীতল রাগে,
 মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয়া বহু ;
 ললিত মধুর 'আখি, করুণা-অনিয় মাখি',
 আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয় !

কহিতে নাটক ভাষা, কত স্মৃতি, কত আশা,
 কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়ন কোণে রয় !
 সে মাধুরী অশ্রুপম, কাস্তি মধুর, কম,
 মুগ্ধ মানসে, মম নাশে পাপ তাপ ভয় !
 বিষয়বাসনা বত, পূর্বভজনব্রত,
 পুলকে হইয়া নত আদরে বরিচা নয় ;
 চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
 ভক্তিত রিপুদলে, বলে “হোক তব জয় !”

চির-তৃপ্তি

ভৈরবী—কাওয়ালী

সখা, তোমারে পাইলে আর,—
 বুখা, ভোগসুখে চিত রহে না রহে না,—

(সে যে) অকৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না ।

(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে' পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দ'লে যায়
কি বস্তু হিঙ্গামাঝে পায়,—
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না ।

(সখা) তোমাতে কি সুখা, কি আনন্দ ।
(কত) সৌরভ ! কত মকরন্দ ।
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত,—
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না ।

বিশ্বাস

বেহাগ—একতালা

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নিগুণ,
দয়াল ভয়াল, হরি হে ,
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মবি হে ।
কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে ।
না রাখি অটল জ্ঞানের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে বরি হে ;

তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ ফাটা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় ছুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে যায়.
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে !

তোমার দৃষ্টি

বাউলের স্বর—গড থেম্‌টা

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্তে প্রভু, আমি লাজে মরি !
আমি দশের চোখে ধুলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি !
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় শ্রুণা করে লোকে,
বস্তুতে দেয় না এক বিছানায়,
বলে, “ত্যাগ কবিলাম তোকে ।”
তাই, পাপ করে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোষাক পবি ,
আর সবাই বলে, “লোকটা ভাল,
ওর মুখে সদাই হরি ।”
যেমন পাপের বোঝা এনে প্রাণের আধার কোণে রাখি ,
অমনি চম্কে উঠে দেখি, পাশে জল্ছে তোমার আঁখি ।
তখন লাজে ভয়ে কাপ্তে কাপ্তে চরণতলে পড়ি—
বলি, “বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি ।”

নিমজ্জন

সিদ্ধ—ঝাঁপতাল

যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না,—

এ মন তারে ভালবাসে না !

ষাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে,

শ্রেম দিতে হয় ধ'রে বেঁধে

তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে,

আর জন্মের মত হাসে না !

ফেলে দে মন শ্রেম-সাগরে,

হারিয়ে যাক রে চির-তরে,

একবার, পড়লে সে আনন্দ-নীরে,

ডুবে যায়, আর ভাসে না ।

নষ্ট ছেলে

পিলু—ঝাঁপতাল

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,

কাটার জীবন ছেলে খেলায় ?

খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর

পরশ-রতন হারায় হেলায় ?

আমার মত কে অবাধ্য ?

যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য ;

তুই 'আয়' ব'লে যাস কোলে নিতে,

'দূর হ' ব'লে ঠেলে কেলার ?

কায় উপর এত মমতা ?
 রেগে একটা ক'সনে কথা ;
 অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
 আমি ছাড়া বল মা কে পার ?
 তোয়, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
 আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
 আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
 বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলার

সতত শিররে জাগো

মনোহরসাই ভাঙ্গা স্বর—জলদ একতারা
 আহা কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
 তোমারি চরণে, মাগো !
 'তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমার
 ফেলে চ'লে গেলে না গো !

আমি, চলিয়ে গিয়েছি 'আসি' ব'লে,
 তুমি, বিদায় দিয়েছ আশি-জলে,
 কত, আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ, “বাছারে,
 যেন সাবধানে থেকো ;
 আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে,
 ‘মা, মা’ ব'লে ডেকো ।”

ববে, মলিন হৃদয় তপ্ত,
 ল'রে, কিরিয়ছি অভিযুগ্ত !
 ব'লেছি, “মা আমি করিয়াছি পাপ,
 ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো ;”

তুমি মুছি' আঁখি-জল, বলিরাছ, “বল
আর ও পথে যাবনাকো !”

আমি, পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি বাগো ;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে আগো !

মিলনানন্দ

আশা—কাওয়ালী

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি' ,
তাত ! জননি ! সখে ! হে গুরো ! হে বিভো !
নাথ ! পরাংপর ! চিত্তবিহারি !
কসুবনিস্বদন ! নিখিলবিকৃষণ !
আগুনিকরণ, মোহনিবাবি !
নিত্য ! নিরাময় ! হে প্রভো ! হে প্রিয় !
সকল আজি মম অন্তর ইঞ্জিয় !
মনোমেহন ! স্বন্দর ! মরি বলিহাবি !

তুমি মূল

মনোহরসাই ভান্সা হর—জলদ একতাল্লা

তুমি, স্বন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব স্বন্দর, শোভাময় ;
তুমি, 'উজ্জল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় !

তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
 তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে,
 পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বর ;
 ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল, পিপাসা ক্ষুধা না রয় ।
 তুমি সৰ্ব্ব-শক্তি মূল হে,
 তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে !
 যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় :
 নাহি ক্রম-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বুদ্ধি অপচয় !
 তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,
 তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
 তাই মধুমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয়
 জননীর স্নেহ, সন্তীর প্রণয়, গাহে 'তব প্রেমজয়' ।

নিশীথে

কাঞ্চি শিঙ্কু—সুর কাক

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া,—
 চাঁদি, বিরাজে গগনে,
 ধরে ধরে মানারঞ্জন, দীপ্ত' উজল, তাবা ।
 প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
 ঢালিছে মৃত কুল-কুল গানে, অমিয় পারা ।
 মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে,
 রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে ;
 নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম স্নানবে,
 হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা ।

প্রেম ও প্রীতি

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

যদি হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর—
তবে, সরাইয়া দেহ, তম-মোহ-জলধর ।
চির-মধুরিমা-মাথা, প্রকাশিত হবে স্বাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর ।
জালিবে অমৃত-ধারা, প্রেম-তাবা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর !
ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে হৃদ্য প্রাবনে, সম্ভরিবে নিরন্তর !

আকাশ-সঙ্গীত

মিশ্র ইমন—একতারা

নীল-মধুরিমা- ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান !
কাপায়ে ধরে ধরে ধরা-সমীর,
নিখিল-প্রাবী সেই ধ্বনি গম্ভীর !
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির !
উদাস করে না কি, ও মন প্রাণ ?
বিমান কহে, “আমি শব্দ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শক্তি-তুণ,
বন্ধে অগণিত শশি-অরুণ
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ !
আমারে সৃষ্টি’ দাতা, কুতূহলে,
তারক-শিশুগুলি দিল কোলে,

হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
 করিছে ছুটাছুটি নিরবসান ।
 আলোকভরা তারা, পূলকময়,
 জানে না 'শিশু-হিয়া' ভাবনা ভয়,
 ললাট লিপি তারা গণিয়া কয়
 (পালে) যতনে জনকের শুভবিধান ।
 (মম) চরণ-তলে তব সমীর-ধর,
 জলদ-জাল খেলে শীকর-ধর,
 উর্দ্ধে প্রসারিয়া শত শিখর,
 ঐ বিপুল গিরিকূল স্থির-নয়ান !
 নিম্নে চেয়ে দেখি, কোতূকে,
 পক্ষপূট ধীরে মেলি' স্থখে,
 অসীম গীত-ভূষা ল'য়ে বৃকে,
 এ মুক্তি-পাখীকূল, ধরিয়াছে তান !
 (মম) অশনি পদতলে, বিজলীদাম,
 (ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম !
 (হের) অটল দিকপাল সফল কাম
 (ধবি) তাঁহারি মঙ্গল জয়-নিশান !
 ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
 হ'তেছ ধরণীর ধূলি-মলিন ;
 বচন ধর মম. আমি প্রবীণ,
 (লভ) অসীম উদারতা. হও মহান্ ।"

চির-শৃঙ্খলা

বাউলের স্বর—আড খেম্টা

চাঁদে চাঁদে বদলে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় ;
 নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে,—
 নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময় ।

সেই, স্বরূ থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চলছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারিধারা, ভাই রে—

তাইতে, ধরার বুকে শস্ত হয় । (সেই স্বরূ থেকে)
সেই স্বরূ থেকে সূর্য্য ঠাকুর, উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধ্যাবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—

তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয় । (সেই স্বরূ থেকে)
সেই, স্বরূ থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন ;
তাইতে, বার মাস, আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে,—

দেখ, ঘুরে ঘিরে আসে যায় । (সেই স্বরূ থেকে)
সেই, স্বরূ থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল !
ব'সে, উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল ।
আবার, আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,—

এই, পৃথিবী বুক পেতে লয় ! (সেই স্বরূ থেকে)
সেই, স্বরূ থেকে আগুন গরম, সাগর-জল সোণা,
আবার রূপো সাদা, সোহা কাল, হলুদ বং সোন ;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—

আর, কোকিল শুধু কুহু কয় । (সেই স্বরূ থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশ্ছে পাঁচে ;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন ছুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই মালিক দেখতে ইচ্ছা হয় ! (সেই আইন কত্তা)

নশ্বরত্ব

বাউলেব ছর—আড পেমটা

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয়,—

ভাব্তে প্রাণ শিউরে উঠে, শিরাদ উৰ্ণ শোণিত যে বয় !

তারি নল লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কাব পাছে তেড়ে,

এ গুটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সন্মুদয় ;

নিভে যায় রবি শলী,

কে কোথায় বে পড়ে থনি',

দপ্ ক'বে লাতি নিভে, হ'য়ে যায় অন্ধকারময় !

ধাত্রাটা কক্ষ ত্যাগে, লক্ষ্য আন পায় না খুঁজে

ঈদাবে, পাগলপারা ঘুবে বেড়ায় শূন্যময় ;

কোথা থাকে দালান কোয়া,

কোন জিনিস রয় না গোটা,

লাথ তাবা চেপে পড়ে, কৰ্মনিকেশ তুগনি হয় !

গরবেব ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোনার ছাতি ?

বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে বিনিময়—

মারে যদি একটা ঠেলা,

তবে, ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা,

ঘুচে যায় ধুলো-খেলা, হলুদুল মহাপ্রলয় !

ভাই এগন দেখ্বে ভেবে, বসি কি উচিত দে'বে,

কখন টান দিয়ে নেবে, (তার) পেয়াল বোঝা সহজ নয় ;

সে যে, কি ভেবে কখন কি করে,

কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে

কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাবনা মেটা ভাবের বিষয় !

সাধনার ধন

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামের মত, শ্রামার মত,
 জালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে ?
 সে কি কলা মূলো, কুমড়ো কাঁকুড়, বেগুন শশা, বেলের মত ?
 পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁটাল, আম জাম, নাবিকেলের মত ?
 সে কি রে মন, মুড়কী মুড়ী, মণ্ডা জিলিপী কচুরী ?
 যে তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদবস্তু হ'য়ে যাবে ?
 সে তো হাট-বাজারে বিক্রয় না রে, থাকে না তো গাছে ফ'লে,
 দিল্লী লাহোর নয়, যে রাজ্য করিম চাচা দেবে ব'লে,
 মামলাতে চলে না দাওয়া, ওয়াগিন-সুত্রে খায় না পাওয়া,
 সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে বাহার দিখে বেড়িয়ে থাকে ?
 সে যে যোগী-ঋষির সাধনেনব ধন, ভক্তিমূলে দিকিয়ে থাকে,
 সে পায়, “সর্বং সমর্পিতমন্ত” ব'লে যে জন ডাকে,
 মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্তরে,
 প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখবে, যেমন দেখতে চাবে ।

অন্তর্দৃষ্টি

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

তারে দেখ'বি যদি নয়ন ভ'রে, এ দু'টে। চোখ কর রে কান।,
 যদি, শুন্বি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল দেনা !
 কিসের মধু চিনি ? সে যে
 গাঢ় প্রেমের মিশ্রি-পানা ;
 (তুই) পাবি যদি, ক'সে এঁটে
 বেঁধে রাখ্ তোর কু-রসনা ,

পরশ-মণি পরশ ক'রে,
 হ'তে যদি চাস্ রে সোনা,
 (তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড়
 ক'রে নে' তোর চামড়াখানা ।
 সে যে রাজার রাজা, 'তার হজুরে
 যাবি যদি, নাই রে মানা ;
 (তবে) অচল হ'য়ে—শাস্ত মনে,
 সার করু আধার ঘরের কোণা ।

কাস্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জ্ঞান',
 (আমি) জেনে শুনে, ভেবে শুণে, ভুলে আছি, কি কাবখানা !

পরপার

বাউলের স্বর—কাহারোয়া

ভাঙ্গা রে জীবন-তরলী ভরের সাগরে ;
 যাবি যদি ও-পারের সেই অভয় নগরে ।
 (যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হালে ব'সে ;
 ('আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মাঝে ক'সে ।
 (তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সজ্জের পা'ল তুলে দে ভাই ,
 (বইবে) স্বপ্নের বাতাস, চেয়ে দেখ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই ।
 (ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম্ দিগ্‌দর্শনের কাঁটা ,
 (আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-কাটা ।
 (তুই) মাঝে মাঝে দেখতে পাবি পাপ-চুষকের পাহাড়,
 (মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মারবে আছাড় ।
 (ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস ,
 (আর) মাঝি দাঁড়ি এক হ'য়ে জাই, মুখে হরি বলিস ।
 (ওরে) এপারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;
 (এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি ।

নির্ণয়

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

আঁকড়ে ধরিস যা' কিছু, তাই ফস্কে যায় ;
 তবু তোব সজ্জা হয় না হায় রে হায়,
 কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
 টুকিটির নয় না রে ভর, দেখতে দু'খান হ'য়ে যায় ,
 এই আছে এই হাতড়ে পাসনে,
 তাই বলি মন, হাত্‌ডাস নে,
 যা হারায় আর তা' চাস্‌ নে,
 হাজা, যায় বে ক'বাব দেহাতলায় ?
 অকাবণ টানা হেঁচা, দু'শ বাব খেলি হেঁচা,
 বহাদুর হেঁচা হ'লি, কখন বেন প্রাণটা যায় ,
 যা' খেলে আর হয় না পেতে,
 যা' পেলে আর হয় না পেতে,
 তাই ফেলে দিনে রেতে,
 মরিস কিম্বের পিণাসায় ?

আছ ত' বেশ

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

'আছ ত' বেশ মনের স্বপ্নে !

আধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঝুঁকে ।
 দিয়ে লোকেব মাথায় বাড়ি, আনলে টাকা গাঙ্কি গাড়ি,
 প্রেরসীর নয়না শাড়ী, হ'ল গেল লেঠা চুকে !
 সমাজের নাইকো মাথা, কেউ ত আর দেবনা বাঁধা ;
 সবি টের পাবে দাঙ্গা, সে রাখছে বেবাক টুকে ;

য'ত যা' ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠবে ঠেলে,
তুমি তা টের কি গেলে,

নাম উঠেছে যে 'Black Book'এ ?

যে কালেক্‌ক'বে মানা ? অমনি প্রায় যোল আনা,

ভিজে নেড়ালের ছানা, ভাল হালধের মুখে ,

গত খন ডাক্তারিও প্রত্যাণা, মদ গাঁজা ভাজ বারান্ধনা

এর মজা বুঝলে সে দিন,

যদিন নানে শিঙ্গে দু'কে ।

কত বাকি

সবট মল্লার—একতাল

ভয়েছ কি দিন নেশী আর আছে বে ?

মন পড়ে, কেমন ছিলে, কেমন হ'লে ?

তাব কি দুটুনে ফল শুকনো গাছে রে ?

ভাগেব মত তার ত হ'ল না পলিপাক,

কমে বেড়ে উঠেছে পাকা চুলের ঝাঁক,

(কতক) দাত গিয়েছে প'ড়ে, যা আছে তাও নড়ে,

(সব) দন্তবক্ষণ দিচ্ছ সকাল সাজে রে !

ব ও সাধ কবে খেয়েছ চালভাজা আব চিঁড়ে,

হাদমিক্‌ মা'স খেতে দাতোতে ছিঁড়ে,

এখন দেখছি, চোখ, লেহ, পেয় ছেড়ে,

(বহু) ঘেস না চৰ্কেয়ার কাছে ।

চন্‌মা নইলে আর ত দেখতে পাও না ভালো,

মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ, নীল কি কালো ;

হুঁচর জোশ হাটিতে, পা দাওনি মাটিতে,
উড়ে গেছ ঝড়বৃষ্টির মাঝে রে ।

আজকে পেটের অস্থখ, কালকে মাথাধরা
বাতের কনকনানি, অর্শের রক্তপড়া,
অমায় পূর্ণিমাতে, লঘু আভার রেতে,
ঘোর আলস্ত শ্রমের কাজে ।

কথায় কথায় পত্নী-পুত্রের উপর রাগো,
নিদ্রা গেছে ক'মে তামাকে রাত জাগো,
আছে সন্ধি কাশি, লাগা বার মাসই,
(বড়) কষ্টের পয়সা দিচ্ছ কবিরাজে <

ক্রমে তলব আসছে তবু চ'চ্ছে না চৈতন্য,
বলে, বল, “মরুব আজই কিসের স্তম্ভ ?”
হায় রে ! বেহের মায়া করেছে বৈদ্যা,
(তাই) কাঞ্চন ফেলে মজ্জলে কাছে ।

কাল বলে, দিন ত নাই রে ভাই জেয়াদা,
যমের বাড়ী থেকে আসছে লাল পেয়াদা,
(এই) পৌছায় আর কি এসে, ধবে আর কি সেসে,
পাঁচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাঁচে বে ।

আর কেন

ঝি ঝিট—গড থেমটা

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা ।

আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,

ফুল ঝ'রে যাবে, থাকবে বোটা ।
 তুই, আশার বসে দিন হারালি,
 বশ হ'ল না রিপু ছ'টা ;
 তোরা, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
 মালার থ'লে তিলক ফোটা ॥
 লোক কর তোরা স্বপ্ন বুদ্ধি,
 দেখ রে তোরা দালান কোঠা ,
 তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
 আমি বলি তোরা বুদ্ধি মোটা ।
 তুই, পাকা চুলে করিস টেরি,
 যখন বাধতে হয় রে জটা ,
 তুই, পাণ ছেঁচে খাস, হায় রে দশা,
 পড়ে গেছে দস্ত ক'টা ।
 তোরা খাওয়া পরা ঢের হ'য়েছে,
 এখন পারের কড়ি জোটা ,
 কালু বলে, সব ফেলে দিয়ে,
 তুলে নে কদল আর লোটা ।

এখনও

বাউলের স্বর—আড থেম্‌টা

যমের বাড়ী নাই কোন পাজি ;
 তার নাইক দিন বাছাবাছি ;
 সে তো মানে না রে বারবেলা, দিকশূল,
 গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্কুল,
 অমাবস্তা, ত্র্যম্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজি ।
 মাসদণ্ডা, কি ভরণী, পাপযোগ
 সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ ?

স্টান টিকি ধবে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?
ভাব্‌ছে কান্স ক'মিন থেকে তাই,
সে যত্তামাক কখন এসে ধ'রবে ঠিক ত নাই :
এখনও কি রইবি ফুলে হরিণাম, রে মন পাঞ্জি ?

রূপা দর্প

বাউলের গুব—আড থেম্‌টা

তুই লোকটা ত ভাবি মস্ত !
ত'ক বাব কব না জবিপ, এই সাড়ে তিন হস্ত ।
। তাব বনৌ নয় । ।

হাজাব, কি লক্ষ, অযুত,
ক'রেছিন্‌ কষ্টে মজুত,
অমনি তোব পায়া বেড়ে,
হ'লি খুব পদস্থ ।

(সে দিন) নিস তো সঙ্গে কাণা কড়ি,
। যে দিন) উঠবে রে তোব কফের ঘামঘড়ি—
লৈল্য বললে, “ তাই তো, এ যে
সাম্প্রতিক নিকারগ্রস্ত ! ”
(আর সাঁচে না ।)

তোর ভাবি পক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার বাস্তা
ক'রেছিন্‌ প্রশস্ত ।

(তুই) নাম ক'রেছিন্‌ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস খবর ?
কবে, কোথায়, কোনটার উদয় ?

কোনটা কোথায় বাচ্ছে অস্ত ?

(বল তো দেখি ?)

ছ'দিনের জলের দিশ,

বুঝিস্ তো, অস্ত ডিম্ব ;

তুই আদার ভারি পণ্ডিত,

খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ ।

কাস্ত বলে, মুদে আঁখি,

ভাব দেখি ব্যাপারটা কি !

অহংকার চূর্ণ হবে,

সকল তর্ক হবে নিরস্ত !

(অবাক হবি)

ধরবি কেমন ক'রে

বাউলের সুর—গাভ খেমটা

তারে ধরবি কেমন ক'রে ?

সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে ।

মনিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,

এ'সে তোব প্রাণেব কোণে, শিবক মুক্তি পাবে ,

তাই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে,—

সে যে এসে আছে কেন্দ্রটিতে ,

সাধনা ব্যাসেব রেখায় প' দিলি নে, মোহেব ঘোবে ।

তুফান দেখে ডবা'লি, তীব্র পাথর কুডালি.

প্রাণেব থ'লে পুবা'লি পাথরকুচি দিয়ে ,

তুই ডুবলি না বে সাগর জলে—

যার তল পবন-মাণিক জলে ,

নিলি, মণির বদলে, উপলব্ধি আধার-ঘরে ।

গ্রহ-রহস্য

মিশ্র-ভৈরবী—জলদ একতালি

কে পূরে দিলে রে—

আলোকের গোলক দিয়ে, এই অস্ত্রশূন্য ফাঁক !
 কি বিয়াই বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক !
 কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
 পড়ে না স্রুতো খুলে, বছর কোটি লাগ !
 কেউ আছে চুপটি ক'রে, কোন্টা কেবল ঘোবে,
 নিমেষে যোজন জুড়ে থাকে কোটি পাক !
 কোন্টা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-নীতল;
 কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দ্বন্দ্বিপাক !
 কি দিয়ে তোয়ের হ'ল কেন বা ঘুরে ম'ল,
 ডেকে আন জ্যোতির্বিদে, বুঝিয়ে দিবে যাক !
 “জ্ঞানী” দেখে বুঝবি পাছে,

“জ্ঞানী” এক বসে আছে.

ক্যন্ত তুই বুঝবি যদি, সেই জগদগুরুকে ডাক !

দেহাভিমান

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

এই দেহটার ভিতর নাইরে ছাই ;

এতে, ভাল জিনিস একটি নাই !

পদ্ম চক্ষু, নাসা তিলের ফুল !

কুন্দ দন্ত, বিষ অপর, মেঘের মতন চুল,

(কামের) ধন্য তুর্ক, রক্তা উরু,

রং সোনা, কণ্ড আর কি চাই ?

(এটা তো) অস্থি, চৰ্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,

মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুৰ্গন্ধময় রূপ ?

এটা পুঁতে বাগ, পুড়িয়ে ফেলে,

(না হব) অগ্নি ফেলে দেয় রে ভাই ?

(এর আবার) ভ'টো একটা নয় তো সরঞ্জাম ;

মোজা, জুতো, চশমা, শাবান কত বলব নাম ?

প্রয়োজনের নাইক সীমা, ছুটল অসংখ্য বাগাই !

কান্ত বলে, একটু ভাব,

এই, মিছের জগ্রে সত্যি গেল, এই তো হ'ল লাভ !

সার যেটা, তাই সাব ভাব না,

সার ভাব এই শরীরটাই !

অসময়

বাউলের স্বর—গড় খেমটা

এখন, ম'বুচ্ছ মাথা খুঁড়ে ;

তোমান সকল আশা ফুরিয়ে গেল,

প'ড'ল বালি গুড়ে ।

যখন, গায়ে ছিল বল,

ক্রোশকে ব'লুতে বিঘত মাটি, গ্রহর ব'লুতে পল,

এখন ষষ্টি বাছা, সাত কুঁড়েব এক কুঁড়ে ।

যখন, বয়স বছর দশ,

তখন থেকেই দু'শ বগড, জমতে লাগ'ল রস,

জলদি গজায় গোঁফ দাড়ী, তাই খেউবি শুরু করে ।

যখন, উঠল দাড়ী গোঁফ,

বুক ফুলিয়ে বেডাতে, আর মুখে দাগতে তোপ ;

কত রাজা উজির মারতে, খেমটা গাইতে মিহি করে !

ছিল, নিত্য নৃতন সাজ,
 ফুলেল তেল আর সাবান ঘষা, এই ছিল তোমর কাজ,
 কত জুতো, ঘড়ি, চমসা, ছড়ি, খুতি শান্তিপুরে ।
 ছিল, দেহের বাহার কি !
 সোনার কার্তিক, নগর গঠন রসের আহারটি ,
 এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে,
 মাংস গেছে উড়ে ।
 ভাবতে “বাচ’ব কত কাল ,
 বুড়ো হ’লে দেখ’ব বাবা, ধর্ম কি জঞ্জাল ।”
 দীন কাস্ত বলে ডাই,
 আগেই আমি ব’লেছিলাম, এখন শোন নাই ,
 (আর) কি ফল হবে খুঁড়লে কুয়ো,
 লাভী গেছে পুড়ে ।

মূলে ভুল

বাউনের গুর—গড থেম’ট

মন তুই ‘ভুল ক’রে’ছিস মূলে ।

শান্তে গাছ বাড়’তে দিলি,

এখন, কেমনে ফেল’বি শিকড় তুলে ?

ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়ীটি তো কর’লি পাকা,

পছন্দের বলিহাসি যাই, ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কলে ।

ছ’টাকা আস্ত যখন, পয়সাটি রাখ’লে তখন,

তহবিল বাড়’ত ক্রমে, বাড়’ল না তোমর ভুলে ,

তোমর আয় দেখে মন ঘুর’ল মাথা,

ভুলে গেলি তুই শেষের কথা,

ছ’হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন কাঁদিস্ ব’সে সব ফুললে ।

ছিলি তুই ঘূমের ঘোরে, সব নিলে ত্ব'জন চোরে,
 কেন তুই রেখেছিলি, সদর দ্বয়ার খুলে ;
 প্রাণে, প্রথম বধন প'ড়ল ঢালি, কু-বাসনার পাতলা কালী,
 উঠতো রে তুললে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে ?
 ব্যারামের হৃদ্রপাতে, গর-রাজি গুধু খেতে ;
 কুপথ্য করলি, এখন গেছে হাত পা ফুলে ;
 কাস্ত বলে আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখলি দূরে,
 কি বুঝে ধূলি পাড়ি, এখন, ঝড় এল মন, ভোব্ অকূলে ;

পুরোহিত

স্বয়ং—‘আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই !—

আমাদের, ব্যাবসা পৌরোহিত্য,
 আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
 হিত বাহা করি, জ্ঞানেন গোসাঞী,
 (তবে) হরি বজ্রমান-বিত্ত ।

আমাদের, কুজি এ পৈতে গাছি,
 রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
 আর, তালতলা চটি পেন্সন্ দিইয়ে.
 ঠনঠনে নিয়ে আছি ।

দেখ্ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
 যত, নজ্জার ছেলে দুষ্ট
 কি বিষ নয়নে ঐটে দেখেছে,
 কাটতে পেলেনই তুষ্ট ।

বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
 কিন্তু, ঐ অন্তঃস্বারের গোলে,
 “মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ” অব'ল,

প'ড়ে, আসিয়াছি চ'লে !

প'ড়ে, আসিয়াছি চ'লে !

বদিও, ছু ইনি সংকৃত কেতাব,
তবু “স্বতি-নিরোমনি” খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানি নে, বলে কোন্ ভেড়ে ?

মুখের এমনি প্রতাপ !

আছে, ত্রুতের একটি লিষ্ট,
তার মায়ের এত কি সৃষ্টি !
আমরা, সব চেয়ে দেখি, শোণকরণ
মিষ্টারটাই মিষ্টি ?

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা—
ঐ, মস্তুর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন ক’রে আওড়াও,
দক্ষিণাটি তো বাধা ।

মোদের, পসার বিধবামলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
ময়, যা’ বলি চলে ।

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি !
এই, কষ্টা অবশি পরশ্মৈপদী
লুচি পান্তোয়া ঠুকি ।

ঐ, “সিন্দুরশোভাকরণ”,
আর, “কান্তপের দিবাকরণ”
ময়ে, লক্ষীর অঙ্কলি দেওরায়ে,
বলি, ‘দক্ষিণাবাক্য করণ’ ।

বড়, মজা এ ব্যাব্‌সাটাতে,
কত, কল্‌ যে মোদের হাতে ;
ঐ, ফল লাভ, আর ময়ের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অল্পপাতে !

দাঁখে, একপাড়া থেকে ধরি,
জান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী হু'টো ফুল ফেলে দিবে,
হু'শো কালীপূজো করি !

পূজোর, কলসী না হ'লে মন্ত,
কেমন হই যে বিকারগ্রস্ত !
পিড়লোকে সহ কর্তাকে করি,
একদম নরকস্ত ।

আমরা 'দশদাস দেবশর্ম',
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই টর্ম
কিন্তু নিজের বেলার খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম ।

দেওয়ানি হাকিম

স্বর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই ।'—D. L Roy

দেখ, আমরা দেওয়ানী ছজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মুজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'
একটু peevish মোদেব স্বভাব,
বড খাইনে কোখা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,

নেই diabetesএর অভাব ।

আমাদের, মানা কারো সনে মিশ্তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিষ্তে,
ঐ এগারটা থেকে, ছ 'ণ' ব'সে লিখি,
কাগজ দিচ্ছে দিচ্ছে ।

আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কালকে রীতিতে কেনে ছুঁড়ে,
দেখ, বঙ্গীপ্রসাদে হ'য়ে আছি মোরা,
একদম্ ভবঘুরে ।

আর, এই কথা খাটি আহুন,
বে, বেশি পড়ি নে আইন-কাহুন,
প্রায় উকীলকে ডেকে বলি, আপনার
নজির কি আছে আহুন ।

আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য,
করি copyist বেচারির শ্রাঙ্ক,
ও, প্রথম অক্ষর ছাড়া আব সব
অনুমানে প্রতিপাঙ্ক ।

যত, non appealable suit,
আমরা ক'রে দি' হরির লুট,
এই file clear হ'য়ে গেল, বাস্
আর কি, well and good
আর, ঐ, আপীল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকীল ফলান বিস্তে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা ডাকা'য়ে
ব'সে ক'সে দেই নিস্তে ।

কত, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর উকীল না হ'লে পঙ্ক,
অম্নি ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
চুকে যায় উপসর্গ ।

কত, উকীল আপন মনে,
কত ব'কে যান প্রাণপণে ;
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ
কার কথা কেবা শোনে ?

কত, সাতটা মামলা তুড়ে,
 আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;
 আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
 মরে সবে মাথা খুঁড়ে ।
 আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
 আমরা খেলি এক নব খেলা,
 করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
 যেন ডাকাতের চেলা !
 আমাদের কান্ডটা অতীব সোজা,
 শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
 এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস
 ঘাড থেকে নামে বোঝা !
 বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
 সব জমা করি, কিছু খাইনে ;
 আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,
 তাই Congressএ যাইনে ।

ডেপুটি

স্বর—‘আমরা বিলেত কেরতা ক’ভাই ।’—D. L. Roy

আমরা, ‘Dey’ কি ‘Ray’ কি ‘Sanyal’
 আমরা, Criminal Benchএ Daniel’
 আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি যেন
 Blood-hound কি Spaniel.

আমরা, দেপ্তে ছোকরা বটে,
 কিন্তু কাজে ভারি চটপটে
 বাহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
 চট ক’রে উঠি চ’টে ।

আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, 'হামবড়া' ভাব মোদের অস্থি-
রক্ত মাংস-পেশী-ময় ।

তু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !

দেখে কারিয়াদীগুলো জন্ত ;

প্রায়, Civil nature ব'লে, দিবে দেই

মধুময় গলহস্ত ।

বড়, কায়দা হয়েছে "Summary".

ওহো ! কি কল ক'রেচে, আ মরি !

To record a deposition at length,

What an awful drudgery,

ঐ, ফেলে Summaryর ফেরে,

আমরা, যার দফা দেই সেরে,

সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,

আর কভু নাহি ফেরে ।

আমরা, ধমকাই যত দাকী,

বলি, নানাবিধ কটু বাকি,

আর, যেটা এজাহারে খেলাপে যার না,

সেটার বড়ই ভাগি ।

এই কবলে আসামী পেল,

বড় দেই না খালাস bailএ,

আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,

দিবই সেটাকে জেলে ।

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,

ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,

তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,

খালাসের পথ বন্দ !

কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,

উঠেন, কর্তৃটি ভারি অ'লে,

আয়, শান্তি ভিন্ন promotion নাই,

কানে কানে দেন ব'লে ।

কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা

লেগে, বাঙালীর গিলে ফাটা—

কতু, মোদের স্বপ্ন বিচারে দেখেছ

আসামীর জেল-খাটা ?

আর ঐ, মফস্বলে গেলে,

বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,

আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কর

ডিপুটীটা ঘুষ খেলে ।

আর ঐ, কর্তাটা ভালবেসে,

যদি কান ম'লে দেন ক'সে,

ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি

অনুভব্য হেসে হেসে ।

এই নাসায় বিলিতি শু'তো,

আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো—

একটু দৃষ্টি-কটুতা হুঁই হ'লেও,

তুষ্টিময় বস্তুত : !

উকীল

স্বর—‘আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই ।’—D. L. Roy

দেখ, আমরা জজের Pleader

যত, Public Movement এ leader,

আর, conscience to us is a marketable thing

(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in numb're
আমরা, করে'ছি ber encumber
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and somber !

আমরা বাদীকেও বলি “হ্যালো,
তোমার মামলা তো অতি ভাল !”
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি “জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ক্যালো ।”

ছুটো, খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা' পাই খল্লে গুটি,
ঐ, জল কাছা-ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাডাকাডি ক'রে লুটি ।

দেখ, বড়ই হাভা'তে ‘হরি বোস’,
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মকেল, বৃদ্ধ অঙ্গুলি দেখায়ে ;
উঠে এলো, ভারি করি ঘোষ ;

তখন, আমি শ্রী ‘নিঃস্বার্থ চাকী’,
“এস চাচা মিঞা” ব'লে ডাকি ;
“আরে দু'টাকার আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি ?”

তখন, চাচাও দেখ'লে দস্তা,
য়েখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
-ও বাবা এতটো যে দস্তা !

হৃদশার কি দিব বর্ধ ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হৃদ ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্ধ ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা তো দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না !

ধাঁদের বাধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের বেশি ত' বস্তুতে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, "বায় বায়,
টক্ টক্ * চল, ডাইনে ।"

Bar room তো চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ-দেখে নজির,
প্রায়, মারছে রাজা ও উজির,
আর, শ্রাম ভাবিতেছে কেমনে রামের
হানিটি করিবে ঝজির !

আমরা একেবারে ভুবে গেছি,
"This is dishonest advocacy,"
দিলেন হজুর গালি স্নমধুর,
পকেটে ক'রে এনেছি !

Courtএ, ধর্মাবতারের ভাড়া,
বাড়ীতে গিরীর মথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুলকাই,
বুঝি যাবখানে বাই মায়া !

উঠে পড়ে লাগ

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

তোরা, বা কিছু একটা হ' ।

Ray কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin, Shaw,
সাক্ করে মাথা whisky চা-পানে,
ধূরে কালো অঙ্ক glycerine-সাবানে,
ছুটে বা বিলেত, Italy, Japanএ,
(and) inspire your country-men with awe !
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,—
যে বাবার Iron-safe টা তত brittle নয়,
তবে, submit to your doom, take to
hatchet or loom,

(কিম্বা) ঐ অগতির গতি 'law' !

আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box. Rs 10.
একটু pulsatilla nux-সম্বলিত box

(কিনে) কর একটা হ ব ব র ল ।

আর 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে করুণে যা' আনন্দ,
এয়ার বক্স নিয়ে, ব'সে বা আঁকিয়ে

(আর) ক'সে রসে টান rack.

দেখ্ না, কুমারিকা ত'তে হুদুর হিমাত্রি,
 ছেয়ে ফেলে দেশ লক্ষ লক্ষ পাত্রি,
 আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
 (একটা) মেম বিয়ের ঘো ক'রে ল' ।
 আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
 একটা নৃতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস'
 বিলিতি বা' কিছু সবি nonsense, bosh,
 (জোরে) লিখে বা lecturএ ক' ।
 কাস্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
 ভারত-মা'টার জন্তে উঠে প'ড়ে লাগ্,
 ব'সে বিছানাতে, ধ'রলে গি'ঠে বাতে,
 (দেখ না) হ'লি ঠাটু ভাড়া 'দ' ।

কপাল দোষ

আলোচনা—এক ভাল

ছত্তোর, বড দেক্ সেক্ লাগে,
 দেশের কপালে মার ছশ ঝ্যাটা
 কবে আসবেন কষ্টী, বিলম্বে আর ফল কি ।
 দেখা দিলেই এখন খুচে যায় সব লেঠা ।
 বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
 বীর, কি বীভৎস, হান্স কি করুণ,
 সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ' ;
 তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা ।
 পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডাস আই,
 মুখে বলে, "মাইরি দাছ ! ম'রে যাই ।"
 মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই,"
 টেড়ির পাখ্ না মাখে, চোখে চশমা জাটা ।

মায়ের স্বপ্ন কেবল শুধোম-ভাড়া পাবেন,
 Old idiot বাপ্‌টা ব'সে ব'সে থাকেন ;
 গিন্নী ? হ্যা-হ্যা, ব'সে মালোহারী লবেন,
 কোমল করে কতু সয় কি বাটনা বাটা ?
 কলা-মূলো থেকে মূনিগুলো ভ্রান্ত,
 ক'রে গেছেন বত fallacious সিদ্ধান্ত,
 ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
 প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা ।
 ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আয়োদ্য ক'রে খাওয়া,
 (আর) সচকিতভাবে চতুর্দিকে চাওয়া,
 স্বভিরত্ব ম'শার ডাক বাঙ্গলাতে বাওয়া,
 আর বেমালাম চম্পট । বামুনটা কি ঠ্যাটা ।
 কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
 ঈক-বক-মিশ্র অন্তত conversation,
 অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
 গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাঞ্জি বেটা ।
 উঠিয়ে দেওয়া উচিত বিবাহ পদ্ধতি,
 সন্ধ্যা-পায়জীর হয় না সমর্থ-সঙ্গতি
 বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
 বুঝি না রে কাস্ত, কপালের দোষ সেটা ।

বুয়ার যুদ্ধ

মিশ্র ইয়ন্—তেওরা

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
 নিত্য আসিতেছে খবর তার ;
 আজকে এরা গুয়ে গুঁড়ুলে বেড়ে ক'রে,
 কালকে ওরা ধ'রে জবর মার ।

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোলমালে !
 আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচলে ;
 তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে
 ধরিয়ে চৈতন্য, করি দেশের বাঁর !

কামনা ছোঁড়ে তারা, সড়ীনে মারে খোঁচা,
 প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা ;
 কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
 খডাস্ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ !
 চ'ম্কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
 ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার ।

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথায় হয় ;
 তবু এ প্রাণে যেন সঙ্গাই ভয় হয় !
 খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে,
 কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে,
 নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, এ কি !

কে যেন ব'লে যায় 'খপরদার !'
 সোণার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা,
 থাকলে ধড়ে প্রাণ, অনেকখানি পাবা ;
 কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ?
 কেন খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী ?
 অনেক দেশ আছে ; প্রাণটা যদি বাঁচে,
 খুঁটিয়ে কেন কর সেটাকে বাঁর ?

সস্তর, শালী, শালা, শান্তুড়ী, মাগ-ছেলে,
 বহুত মিলে যাবে প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
 পালিয়ে এস চ'লে, ও কচু দেশ ফেলে,
 ছুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,

চেহারা বাবে কিরে, বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িতে বাবে বেড়ে, চমৎকার !

✱ মোতাত

মিঃ খানজ—কাওয়ালী

হরি বল রে মন আমার

নবদীপে ঐক্য চৈতন্য অবতার !

এমন, বেরাজা মোতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?

এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশমা ধ'রেছে ;

আর টেরি নইলে চুলের গোড়ায়

যায় না মলয় হাওয়া,

আর, রমজান চাচাব হোটেল ভিন্ন

হয় না বাতুর খাওয়া ।

হরি বল রে ইত্যাদি ।

চব্বিশ ঘণ্টা চুকট ভিন্ন প্রাণ করে আইচাই,

আর, এক পেয়লা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ,

সাহেবেব, খুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ,

উপহারশূন্য সাপ্তাহিক আর প্রচারশূন্য দান !

হরি বল রে ইত্যাদি ।

একটু, চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;

Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ,

গজটেক, কালো ফিতে নৈলে, পায় না

পোড়ার চোখে কারা ;

একটু পলাতুর সদসঙ্গ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না!

হরি বল রে ইত্যাদি ।

মানিকগঞ্জ আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ।
 আর, সাপ্তাহিকটে ভাল চলে গা'ল দিলে বেয়াভা ;
 একটু, সাহেব ঘেঁষা না হ'লে আর হয় না পদোন্নতি ;
 সত্যাসত্য, দেখলে এখন চলে না ওকালতি ।

হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

আদালতের কার্যে কেবল আমলাদের দাও খোসা ;
 আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন যায় না গিন্নীর গৌসা ;
 একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোঞ্জম
 আর গিন্নীর ঝাঁটা নইলে শক্ত হয় না পুটের চন্দ্র ।

হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

একটু, এটা, ওটা সেটা ছাড়া জমে না মজা,
 একটা, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা ,
 নাটক দেখতে নিষেধ ক'রলেই বাপটা হয়ে যান বদ্ ;
 এখন ছর ছাড়ে না বিনে একটু টাটকা Chicken broth

হরি বল্ রে ইত্যাদি ;

বিজ্ঞাপনের চটকা ভিন্ন ঔষধ কাটে কার !

আর “এণ্ড কোম্পানী” নাম না দিলে

দোকান চলাই ভার,

এখন ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া, ভিন্ন হয় না পত্ন,
 দেখো, কোনও ব্যাপারে যশঃ পাবে না

বিনে একটু মজা ।

হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী জিজ্ঞাসি এক কথা
 আবার, কৃষ্ণ অবতারে প্রভু গরু পাবেন কোথা ?
 আর গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল !
 মোতাত্তী এই কাল্বের মনে সেই বেধেছে গোল ।

হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

খিঁচুড়ী

খাখাল—কাওরালী—“মাতঃ শৈলহুতা”—স্বর

ভারি স্নান ক'রেছে নিধিরাম !

শোন বলি গুণ-গ্রাম,

খবরের কাগজে ক'রে ধর্মমীমাংসা,

(বত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ,

না বায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,

কেবল, পুরাতন আছেন মন্ত হ'য়ে অবিরাম ।

সম্বর্ধর্মসম্বরে ছিলেন নিযুক্ত ,

কি প্রশস্ত ধর্মপথ ক'রেছেন মুক্ত !

তত্ত্বধার সিদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,

(এবার) সবাবি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম ।

তিনি বলেন, হরি বল চৈতন্তের মত,

(কিত্ত) মতি রেখো প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদ,

বুদ্ধের পথও মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,

তার, এক একটা কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম !

ব্রাহ্মমতে আকারশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,

(কিত্ত) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ

(ও বা) বলেন মহম্মদ, ভারি বেজায় তার কিস্মত,

'খোদাতালা আল্লা' ব'লে কর ভাই সেলাম ।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মহেশ্বর আর অরুণ,

(ভজ) বিশ্বকর্মা, গণপতি বায়ু, বসু, বরুণ,

(ভজ) দেবদেবীদের বান, ইন্দুর, গজ, হনুমান

(কর) ময়ূর, বণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে প্রণাম !

(ভজ) ঋতুশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি-অঙ্গিরা, ষতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্র, গৌতম, অনিরুদ্ধ ;
(ভজ) শ্রীদাম, স্তদাম, গুহক, নন্দী, ভৃগু গুণধাম !

(চল) গয়া, কাণী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটি, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা ত'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' করে ভাই, ফিরো নিজগ্রাম ।

মান্নে মান্নে চার্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ,
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ প'ডো খুলে দেল,
কতু গীতাটাও দেখো আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী মশা'র ব্রাহ্মধর্ম-তত্ত্ব ত' একগান ।

অহিংসা পরম ধর্ম, পেয়ে নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো ত' এক ডিস ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ে হু'বেলা,
সঙ্ক্যা ক'রো নামাজ দিয়ে, কেউ হবে না বাম ।

ক'রো, বাইশ রোজা একাদশী, হইয়ে শুচি,
খেয়ে, শুকতানী ও ফাউলকারি, বিছুট ও লুচি ;
চাই, টিকিতে মজবুত, যেন ফোটার থাকে যুত,
ক'রো, ইদ, মহরম, চডক আব দোল হইয়ে নিজাম ।

হুইকিতে তিল তুলসী করিয়ে অর্পণ,
'ভগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ,
ক'রে ক্রম্বে নিবেদন, ক'রবে বীক্ষিতিক ভোজন ;
রেখ বদনা, কমোড, কোশাকুণী, আদি সরঞ্জাম ।

খেদো প্রকাণ্ডেতে আতপার, গোপনে কাউল ;
 খোদার নামে দরবেশ সেজো হরিণামে বাউল ।
 দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি বাই !
 এই অপূর্ণ বিচুড়ী খেয়ে আমি তো পেলাম !

পিতার পত্র

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

বাপা জীবন !

তোমার মংগলামি না পেয়ে বিশেষ চিন্তানিভ আছি,
 হুগাবাদে পত্নর ভির্ণ কি প্রকারে বাচি ?
 মোদের দরিদ্রতার জগু বড় কেলেসে দিন যায়,
 (তাতে) ম'চ্ছ দুধের প্রেসক এবার নাইক এ দেশটায়,
 (আবার) আধ কাঠা ধানও এবার পেলাম নাকো ভুঁয়ে,
 তাতে খাজনা খরচার কড়া ত'শিল ক'লে ছিধর ভুঞ্চে ।
 আমার, পরণের বস্তুর ছির্ণ, গ্রেহ পারি নি ছাইতে ,
 তাতে দিন রাত্রির গৌরাই তোমার পত্নরের পথ চাইতে ।
 তোমার গর্ভধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
 (বাবা) মা বাপকে কেলেস কি দেয়, স্ববুদ্ধি হইয়ে ?
 তুমি কত নেধাপড়া জান, আমরা ত মুকছু ,
 আর তুমি ভির্ণ বেঙ্ক বাপের কে বুদ্ধিবে দুহু !
 তোমার কেতাব, জুতো ইটিসিন, আর এনগেলানের মূল্য,
 নাগে তিরিশ টাকা, শুনেই অত্যাধিক মাথা ঘুরুল ।
 আমার গায়ের বালাপোষ, আর তোমার মাঘের তাঙ্গা,
 পরত, বাধা খুয়ে, কারকেলেসে পাঠিয়েছি পাচ টাকা
 বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
 আর বত্র, ভত্র, থাকি সন্তর তন্তবাজা নিও ।

(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসক্ত থাকি,
 (আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি ।
 এংগেলাপে কি প্রয়োজন ? পোষ্টকাটেই হবে,
 সদা মংগল বাত্মা দিবে, আর সাবধানেতে হবে !
 কবে চাঁদমুখ দেখব ব'লে দিয়ে আছি ধন্য,
 নিয়ত আশিকবাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শর্মা ।

*পুল্লের উত্তর

আরে ছি ছি ! আমি লাজে মরি, ঘটল একি দায় !
 বহুদিনের গুমর আজকে ছুটে গেছে হায় রে হায় !

কোন ভাষায় লিখেছি চিঠি,
 সাপ, কি বাঙ, কি গিরগিটি, গো ধ'রে খেতে চায় ;
 তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল, কোন গুরুম'শায় ?

তোমার মতন মুক্খু বাবা
 গৈগৈয়ে প্রকাণ্ড দাবা ! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায় ?
 যেমন আক্কেল, তেমন চিঠি, সোণা সোহাগায় ।

যেমন সে আঁথরের ছিরি,
 তেমনি মুসবিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায় ;
 তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে মরি যে লজ্জায় !

বিজ্ঞাসাগর, মদনমোহন,
 তাঁদের, শ্রদ্ধ আর সপিওকরণ যে, ক'রেছ লজ্জায়,
 রেপে কেঁপে উঠছে যে প্রাণ, কাটা দিচ্ছে শায় ।

ব্যাকরণের দফা ইতি ;
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায় ?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে তুমিয়ার ?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, ক'রেছেন তোমায় ,
তাই, লিখতে বসলে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় ।

তোমার বড় পরসার থাকতি,
তাই পঞ্চসংখ্যার রৌপ্যচাক্তি পৌছেচে হেথায় :
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনামায় ।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে বাধা পায়,
তার জীবনের সভা জগতে কিবা আসে যায় ?

তোমার চিঠির জালায় জ'লে মরি ,
একটা কথা, পারে ধরি গো, পাই নে মুখ হেথায়
তোমার, বোমার কাছে একটু একটু পড়লে ভাল হয়

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার তো দরজা হবে, কণ্ড ক্ষতি কিবা তায় ?
সে যে, রাখাল ভাল, বড় বড় গল্প সে চায় !

কাস্ত বলে, এ মর্দীতে
আর কি পারে তার সহিতে ? কখন বা ব'মে যায় !
কি বিষম বিলিতি হাঙরা, এল এ দেশটার !

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমলের ক'টা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাত্রি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিজে ক'রেছি জাহির ।

আকবর সারা কাছা দিত দি না,
মুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মম্বরা ছিলেন ক'ণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিজে ক'রেছি জাহির ।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিজে ক'রেছি জাহির ।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী,
ছ'ল মাথা ছিল এক চরবারই,
এ সব করিয়া বাহির বড় বিজে ক'রেছি জাহির ।

ব্রজ গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
কটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোটা হ'ত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিজে ক'রেছি জাহির ।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
ত্রাবিড়ের ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,

গৌতম-সূত্রে রেশম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিচ্ছেদ ক'রেছি জাহির।

কুকের বাণীতে ছিল ক'টা ছায়া,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গায়া,
কোন মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিচ্ছেদ ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাটতো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'বৃত্ত কি না টেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিচ্ছেদ ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন
কবে হয় কুশের অম্লপ্রাসন
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিচ্ছেদ ক'রেছি জাহির।

এ মাথাটা নড়ই ছিল উর্ধ্বর
বুঝিল না যত অনভ্য বর্ধব !
এটা আধার প্রহ তবের গহ্বর
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির

তামাক

ভৈরবী—কাওয়ালী

তোমাতে যখন মজে আমার মন
তখনি হুবন হয় স্বধাময় ,
কলির জীব তরা'তে, আবির্ভাব ধরাতে
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্ত, সদা বর্জমান
তুমি চিং, জীবনের চৈতন্ত-নিধান
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,

(তুমি) প্রত্যক্ষ সেবতা সকল শাস্ত্রে কর ।

অধুরী, কি আল', ক'ড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্র, সৃষ্টি, নানাক্রমে গড়া,
কচিভেদে সেলা, যে নৃষ্টি চায় যেবা,
সেইরূপে ভাবে দাও পদাশ্রয় ।

গুপ্তগুহি, কি ফরাসী, ভাবায় পত্রচৌসে,
হাতত কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসার জালা, কত ক্ষুষ্টি হয় ।

বাজ-দরবারে, কাছার' মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মাঠে ও মসজিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয় ।

এক চিলিম অস্তুতঃ, ভোরে উঠেই চাই,
নইলে হয় না কোঠ. কত কষ্ট পাই,
আর ভোজনের পবে, ঘণ্টা খানেক ধ'রে
মাপ করুন, মৌতাত্তি, না টানলেই যে নয় ।

আর বুকির গোডায় তোমার ঘোঁষা না পৌছিলে,
বেরোয় না ক' মুসোবিদা, কি মুকিল এ !
Idiom না ভাগে, ফাকা ফাকা লাগে,
ইংরাজী Problem এর উদ্ধার শক্ত হয় ।

কাজ বলে, প্রমাণ লও না হাতে হাতে,
 ঠামাক দিতে কহুর কবুলে চাকরটাতে ;
 তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝলে খাটি,
 (এই) পানটা হ'য়ে উঠতে, যেমন হ'তে হয় !

বিনা মেঘে বজ্রপাত

মনোহরসাই— ঝাপতাল

স্বামী—

“চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা .
 আর সত্তের ভরি, সোণার এই, মকরমুখা মালা,
 হাতের কান পঁচিশ ভরি, হীরের দু'টি হল গো ।”

স্বী—

“আহা! কেবা ভাগ্যবতী, আমাব সমতুল গো !”

স্বামী—

“এই সোণার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ .
 আর হীরের চুড়ি, একশ ভরি, হয় না কি পছন্দ এ ?
 খোপার শোভা, সোনার ফুল এ, মেজেছে দু'টি মীনে ।”

স্বী—

“(আহা !) পাশ সেক্ষে দি মসলা দিয়ে,
 ফেলছ মোরে কিনে !”

স্বামী—

“কেমন হ'ল পয়লা-কাঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
 (আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝ'লকে নাশে অঙ্ককার ।
 জব্বির বড়ি, পানী শাড়ী বজ্র বেশী দামী এ ।”

স্বী—

“(আহা !) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বজ্র গেছ আমিয়ে ।”

স্বামী—

এ সব, এনেছি, বড় ব'য়ের তরে, তোমার তরে আনি নি !
ও কি ও ? আরে, কীদ কেন ? ছি ! রাগক'রো না মানিনি ।
তোমার সব গঠনা আছে, বড় ব'য়েবই নাই গো !”

স্ত্রী—

“ভায় কি হ'ল ! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি বাই গো !”

বাক্সালের শ্রামা-সঙ্গীত

মিশ্র বিভাস— আদ-কাওয়ালী

তারি নাম কোবুতে কোবুতে জিজ্ঞাসা আমাব,
অ্যাক্টেলেতে গ্যাছে আরাইয়া ,
শুক যে কি মাথা কৈয়া দিল কানে,
কেলুছি ভয়ের মত আরাইয়া,
বৈজ্ঞা বৈজ্ঞা ক্যাবোল করুছি তাবা নাম,
কি দোষ পাইয়া তারি হৈয়া বসচ বাম ?
শোন কেবুপামই, আমি বাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়া ।
তারি বৈলা যারা পাও ধইয়া থাকে,
তারি তারি কইয়া চক্ষু মুইয়া তাকে,
টিকি ধইয়া তার সাও স্মুদুর পার,
স্তাও স্তাশেখানে, তাবাইয়া ।
ভালমতে পরকু কইয়া ছাখ্লাম আমি
বৈজ্ঞাস্তাশে পাখর বাইজা বসচ তুমি
এত কীদবার লাগ্‌টি মাথা ভাঙ্‌বার লাগ চি.
স্তাখ্‌বার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়া !

বাক্সালের বৈরাগ্য

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

চাইবদিকখনে, পাগলা, তবে, ঘিয়া ধোয়ুচে পাপে .
 অ্যাহন মইবের সিকে গুস্তা মাঝবো, বাচাইবো বাপে ?
 (ভোর) হইয়া গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ,
 মুখ ফিরাইচেন কৃষ্ণচন্দ্র ;

(আর) তরে কি বাচাইয়া তুলবো, হরিনামের ছাপে ?
 (ভুই) রাজা হইয়া বোস্‌চস তক্তে,
 নাইয়া উঠ্‌চস মা'নসের রক্তে,

(আর) থরথরাইয়া কাইপ্যা উঠ্‌চে পিরাখিমি এর দাপে ।
 (ক') আজ ক্যান্ পাগ্‌লা ত্যাহে আশুন ?
 পুরা হইচস পোরা বাইগুন ?
 (ঐ) ঘিয়া বোস্‌চে শিয়াল শুন,
 কোন বা গ্যাব্‌তার শাপে ?

বুড়ো বাক্সাল

মিশ্র সিদ্ধু—রাপতাল

[তাহার বির্তায় পক্ষের স্বীর প্রতি]

বাক্সার হুদা কিন্ডা আইগা, চাইল্যা দিচি পায় .
 তোমার লাগে কেম্‌তে পাকম, চৈর্যা উঠ্‌চে দায় ।
 আরসি দিচি, কাহই দিচি, সাও মাজনের হাসান্ দিচি,
 চুল বান্ধনের কিত্যা দিচি, আর কি গ্যাবন যায় ।
 বেলোয়ারি চুরি দিচি, পাছা-পাইয়া কাপড় দিচি,
 পিরান দিচি মজা কৈর্যা দিবার লাগ্‌চ পায় ।

উলের হতা মিচি আইত্তা, কিসের ল্যাইগ্যা মনভা পাইত্তা ?
 ওজন কৈয়া ব্যাবাক মিচি, পরাণ মিচি কার !
 বুয়া বুয়া কৈয়া ক্যাবল, খ্যাশাইয়া ক্যান্ কোবুচ পাগল ?
 যখন বিয়া কোবুচ, কেল্বে ক্যাম্ভে ! কৈয়া দাও আমায় ?

বিয়ে পাগ্লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর

বিভাগ—এক ভালা

- কর্তা । আমার, এমন কি বরেনটা বেশী ?
 সত্য হ'লে কোমী, এই যে আসছে জ্যোতি
 এই মাসে পূরিবে আলী !
 আরে না না ! আমার বিয়ে করবার কাল
 যায়নিকো এখনো, আবে নন্দলাল ! কি ব'লিস ?
- চাকর । কবুত্রা অ্যাভনো ছাওয়াল
 হইবো, বিয়া করেন,—তামুক লইয়া আসি ।
- কর্তা । আর দেখুন আমার সন্দারো অচল,
 ছেলে পিলে মাহুষ কে করে তাই বল ।
 আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাড়িয়ে নেবে
 আবু এম্বনি ক'রে হাসবে; শুধা মাথা হাসি । (প্রদর্শন)
 আমরা চামড়া গেছে কুলে, চোখ গেছে কোটরে,
 কোমর গেছে বৈকে, বেড়াই লাঠি ধরে ।
 'তা'—শুকার তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে ।
- চাকর । আর যৌবন ফিরা পাইবেন, হইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী ।
- কর্তা । কচি-মুখধানিতে বল্বে হেমের বুলি,
 গয়না পেলৈ আমার বয়স যাবে ভুলি'
 কীর-নবনী দিব চাঁদ-মুখেতে ভুলি'
- চাকর । (আর), চরণ ছাবা মদুবো হৈয়া ছাবা-দাসী ।
- কর্তা । আর, কথার কথার যদি ক'রে বসে মান,

(খেঁকশিয়াল আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম) ।

যেমন, সরোবর মাঝে, কলমের বনে,

ক'ত শত পল্ল-পাতা

তেমনি, কীর-সরসীতে, শত শত লুচি,

যদি বেধে দিত খাতা !

(আমি নেমে যে যেতাম), (কীর-সরোবর-ঘন জলে আমি

নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) :

(একটু চিনি যে নিতাম), (সেই চিনি কেলে দিয়ে

কীর লুচি আমি মেখে যে যেতাম), (আহা মেখে যে যেতাম !)

যদি, বিলিতি কুম্ভে হ'ত লেডিকেনি

পটোলের মত পুলি .

(আর) পায়েসের গন্ধ ব'য়ে যেত, পান

ক'তাম দুহাতে তুলি' ।

(আমি ডুবে যে যেতাম) (সেই স্বধা তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম),

(আর, বেশী কি বলব, গিল্লির কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম)

(আর উঠাতাম না হে) : (গিল্লি ভেকে ভেকে কেঁদে মরতো,

তবু তো উঠতাম না হে) (গিল্লি হাতে ধ'রে করতো টানাটানি,

তবু উঠতাম না হে) ।

সকলি ত হবে বিজ্ঞানের বশে,

নাহি অসম্ভব কথ্য .

শুধু, এই পদ,

কাস্ত আগে মরে যাবে,

(আর) হবে না মানব জন্ম ।

(আর খেতে পাবে না) (কাস্ত আর খেতে পাবে না)

(মানব জন্ম আর হবে না—)

(খেতে পাবে না) : (হয়তো, শিয়াল কি কুকুর হবে

আর খেতে পাবে না) : (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে

দেখবে, খেতে পাবে না), (ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে

রইবে, খেতে পাবে না) ; (সবাই তাড়া হড়ো ক'রে

খেদিয়ে দেবে গো খেতে পাবে না) ।

অমৃত সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধবায় ,
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত-স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার ।

দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্বাণ খুলি' তার ক্ষত বাঁধি দিল ।
শিরস্বাণ কহে, “মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুঞ্জীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য ।”

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আটল নগরে,—
ভুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ-তরে ,
স্বন্দর-পঙ্কজ-মূর্তি, শাস্ত দরশন
হেরি' সবে ভক্তি-ভরে বন্দিল চরণ ।

সবে কহে, “তুনি, তুমি জানী অতিশয়,
তু' একটি তব-কথা কহ, মহাশয় ।”
দার্শনিক বলে, “ভাট, কেন বল জ্ঞানী ?
'কিছু বে জানি না' আমি এই মাত্র জানি ।”

একতা

বর্ণমালা কহে, “দেখ, সীসার অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ।
শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব’লে শক্তি বেড়ে যায় ;

বহু শব্দযোগে ধরি বাক্যের আকার,
আরো বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার ?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি’ সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ ।”

পরোপকার

নদী কহু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুণগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কহু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ’য়ে করে পরে অন্নদান,

স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত,
শস্ত্র জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সামুদ্র ঐশ্বর্য শুধু পরহিত-তরে ।

বংশগৌরব

নীচ বংশ ব'লে ঘৃণা ক'রো না কখন,—
তার মধ্যে আছে কত অমূল্য রতন ।
কর্মমাক্ত পুত্রের অপের যে অল,
তার মাঝে ফুটে থাকে স্রষ্টি কমল ,

উচ্চ বংশ দেখি' হেন ধারণা না হয়,—
শাস্ত্র, ধীর, সুবিদ্বান্ জনমে নিষ্ঠুর ,
বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
অখণ্ড তাগাব ফল,—কাকের আশান ।

বিস্ময়তা

তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি ছাড়ে
তার কাছে নদীর তরঙ্গ আরো বাড়ে ,
নিরাশ হইয়া বোগী ঔষধ না খায়,
দিনে দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায় ,

সভাস্থলে ভীত হ'লে, দেখি' গুণিগণ
বক্তার না হয় করু বাক্য-নিঃসরণ ,
সিঁদ্রি-শিরে উঠে যদি ভরে মাথা ঘোড়ে,
নিষ্ঠুর শিখর হ'তে নীচে বাবে প'ড়ে ।

অসারতা

আখ্যাত করিলে কাংশে যত শব্দ হয়,
অর্থে তার শতাংশের একাংশও নয় ;
প্রচুর পত্র-পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
বিধির-বিধানে তার ফল যার ক'মে ;

মেঘ, মাংস বেড়ে যার দেহ ফুল হয়,
প্রমসাদ্য কর্ষে তার প্রব পরাজয় ;
বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণহীন নয় ।

সাধু প্রকৃতি

যত জল শুবে নয় প্রাণের তপন,
প্রতি বিন্দু বৃষ্টিরূপে করে প্রত্যর্পণ ;
বাহু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ বাহা পায়,
কল-পত্র-কাণ্ডরূপে কিরে দিবে যায় ;

পাতী যে তৃণটি ধায়, করে জল পান,
তার সার—দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান ;
পরিত্রা সাধু বধি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল-হেতু করেন অর্পণ ।

স্বামী কর্ণ

নয় কহে, “ধূলিকণা, তোমার অন্য মিছে,—
 চিরকাল প’ড়ে র’লি চরণের নীচে ।”
 ধূলিকণা কহে, “ডাই, কেন কহ স্বামী ?
 তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না ?”

যেহ বলে, “লিঙ্গ তব অন্য বিকল,—
 লিপাসার মিছে দার’ এক বিন্দু জল ।”
 লিঙ্গ কহে, “লিঙ্গবিন্দু কর কোন্ মুখে ?
 ভূমিও আগের হ’বে পড়িলে এ বুকে ।”

উপযুক্ত রাজা

বাহু কহে, “দীপ, তব আমিই নবল ।”
 দীপ বলে, “বতকণ না হও প্রবল ।”
 বৃষ্টি কহে, “শত, আমি তোমার সহায় ।”
 শত বলে, “অতিরিক্ত হ’লে—প্রাণ যায় ।”

বংশী কহে, “কর্ণ, তোমারে পরিতুষ্ট করি ।”
 কর্ণ বলে, “অতি তীক্ষ্ণ করে—প্রাণে মরি ।”
 বিন্ন কহে, “কোপি, আমি তোমার ঔষধ-ই ।”
 কোপি বলে, “উত্তম রাজার বহু বরি ।”

চিত্রিত মানব

অর্থ আছে, কপর্জক নাহি করে ব্যয় ;
 বিজ্ঞা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয় ;
 বুদ্ধি আছে, ব'লে থাকে—কাজ নাহি করে ;
 রূপ আছে, বহু থাকে গৃহের ভিতরে ;

শক্তি আছে, নাহি করে পয়-উপকার ;
 তেজঃ আছে, গাড়াইয়া দেবে অবিচার ;
 সে নয় চিত্রিত এক ছবির যতন,
 শক্তি নাই, বাক্য নাই, লজ্জা—অচেতন ।

বাহু কল্প বা শুষ্ক শত্রু

কীপ বস্ত্র লতা এক, অতি ক্ষয়-কার,
 বিশাল বঠের তলে কুমিলে লুটায় !
 বট বলে, “ছায়াবহ বাহু প্রসারিয়া
 আশ্রয় দিয়াছি তোমারে, করুণা করিয়া ;

নকুলে তপন-তাপে শুক হ'ক্‌ দেহ ।”
 লজ্জা বলে, “কিরে লহ অযাচিত য়েহ ।
 তেজস্বীর করুণা মোর হইয়াছে কাল,—
 মৌজ বিনা হ'য়ে আছি বিকীর্ণ-কঙ্কাল ।”

অধমায়ম

রাখে না নিজেই তরে, সব দান করে,
 'উত্তম' বলিয়া তার প্যাতি চরাচরে ;
 কিছু রাখে নিজ-তরে, কিছু করে দান,
 'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান ;

দান নাই, সব বেই নিজ-তরে রাখে,
 'অধম' সে জন—সবে দৃশ্য করে তাকে
 নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে,
 বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে ?

স্থপিতের প্রভাস্তর

অট্টালিকা কহে, জীর্ণ কুটীরেই থাকি',
 "বিপদ ঘটা'লি, কুঁড়ে মোর কাছে থাকি' ;
 হঠাৎ আগুন লেগে গেলে তোর গার,
 আমারো জানালা কড়ি, সব পুড়ে যায় ।

কুটীর কহিছে, "ভায়া, আমারো যে ভর,—
 কাছে আছে, যদি কবু কৃমিকম্প হকু,
 তুমি হুঁপ হ'বে, আমি গরীব বেচারি,
 চাপা প'ড়ে মারামার,—তর হু'অকারি ।"

হিংসার ফল

পাখীরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া হিংসার,
 শিশীলিকা বিধাতার কাছে পাখা চায় ;
 বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
 আঙনে পুড়িয়া মরে শিশীলিকা-দল ।

মানবের শ্রীত শূনি' হিংসা উপজিল,
 মশক বিধির কাছে স্বকণ্ঠ মাসিল ;
 শ্রীত-শক্তি দিল বিধি ; দেখ তার ফল,—
 নর করাঘাতে মরে মশক সকল ।

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখীরে ডাকি' বলিছে চড়াই,—
 “কুঁড়ে ঘরে থেকে কর নিম্নের বড়াই ?
 আমি থাকি মহানুখে অষ্টালিকা 'পরে
 তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে !”

বাবুই হাসিয়া কহে, “সন্দেহ কি তার !
 কষ্ট পাই, তবু থাকি নিম্নের বাসায় ;
 পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও-বাসা ;
 নিজ হাতে গড়া ঘোর কাঁচা ঘর—ধাসা !”

কোথাকার কোথাকার

কোথাকার বলে, “সোজা কান, কুমি কান বল,
তোমার কানকে পাকি’ নিছকের বল
পরের মাথার কানি’ লজ্জা-গ্রহায়,
পলায়ন করে,—সব গুঠে নিয়ে জায়।”

সোজা কান, “বা বলিলে কানি তা’ বীকার ;
কিন্তু কুমি পূর্ণরূপে কান্ডে চাপ বার,
সে শুধু অস্তরে মাঝি’ কান্ডে মাছি হয়—
নিছকের মাথার সেবে গ্রহায়ে নিশ্চয়।”

কৃতকৃত

নৌকা ডুবে গেল কান্ডে ; দেখি’ ভীর হ’তে
ভীত, অবসর মাঝি জেনে যায় মোতে,
বঁাপারে সাহসী হুঁবা উত্তরে পড়িল,
অতি কষ্টে বিপন্নয়ে উদ্ধার করিল।

মাঝি বলে, “এমন ছিলে, কি দিবা তোমারে ?
চল, কৃত্য হ’য়ে হ’ব, তোমার হুঁয়ারে।”
মাঝি-বোনে কান্ডের কুমি কানি’ সব,
মাঝি-কৃত্য পলাতক ;—কৃত্য নীরব।

দাঙ্গিদের পরাজয়

গিরি কহে, “সিদ্ধ, তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন লুটাইছ নির ?
এ অস্তর পদে যদি ল'রেছ শরণ,
কি প্রার্থনা, কহ, আমি করিব পূরণ ।”

দাসের হাসিয়া কহে, “আমি বড়াকর,
আমার অভাব কিছু নাই, নিবিবর ;
তব পিতৃ-পিতামহ ফুৎবেছে এ নীরে,
সেই বার্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে ।”

মাতৃয়েহ

হকারিয়া কহে বজ্র, কঠোর-গর্জন,
“চূর্ণ করি গিরিকূল, দহ করি বন ;
মূহুর্তে সংহার আমি করি জীবনদে ;
নয় নয় শক্তিশালী কে আছে বুঝনে ?”

গনিয়া ধরনী ক্রমে কহে, “হুই ছেলে !
এত শক্তি-পূর্ণ ভূমি কোথা হ'লে গেলে ?
ভূমি অতি উল্খণ্ড, দাত্তিক সম্ভান,
তথাপি মায়ের বুকে এস,—আছে স্থান ।”

অশ্রুতের পরিহাস

দীন, বৃদ্ধ, পশু এক ভিলা করি' ধার,
 এক দিন বিধাতার কাছে অশ্রু চায় ।
 দৈবযোগে এক পাখ বান সেই পথে,
 কহ অশ্রুনিষ্ঠ ল'য়ে পড়েন বিপদে ;

হুজি করি' সাবধানে বাধি' ল'য়ে তারে,
 তুলে দেন বাহক পশুর লিঠে-ঘাড়ে ।
 পশু বলে, বিধি মোরে দিল বটে ঘোড়া,
 উট্টা করিয়া দিল,—কপাল যে গোড়া ।”

ভাল-মন্দ

এক কুল ভাঙ্গে নদী, অশ্রু কুল গড়ে ;
 দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে ;
 তীব্র কালকূটে হয় শুষ্ক রসায়ণ ;
 কাক করে কোকিলের সন্তান-পালন ;

দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর ;
 বজ্র হানে বধি, বারি ঢালে অলধর
 সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দ-অড়িত সংসার,—
 অবিকল্প কিছু নাই সঠি বিধাতার ।

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম

পাপের টানেতে যদি কোন (ও) উচ্চযতি
 ক্রমে নিয়ম দিকে পায় অব্যাহত গতি,
 জড় জগতের চির-প্রথা-অন্তসারে,
 অধঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাড়ে ।

একবার নীচে যদি প'ড়ে যায় মন,
 তারে ক্রমে উর্দ্ধে তোল কঠিন কেমন ;
 জড় জগতের চির-প্রসিদ্ধ প্রথায়
 উর্দ্ধমুখে তার গতি শত বাধা পায় ।

আপেক্ষিক তুলনা

সত্যের সমান বল নাহি জিতুবনে,
 স্বার্থার্থ—দানের তুল্য না হেরি নয়নে,
 ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক,
 পরগীড়া-তুল্য নাই সদগতি-রোধক,

পর-উপকার-সম পুণ্য নাহি আর,
 পক্ষপাত-তুল্য আর নাহি অবিচার,
 স্বাস্থ্য-হীনতার সম হঃখ কিছু নাই,
 অবাধ্য পুত্রের সম নাহিক বালাই ।

অক্লি-পরিচয়ের সোপ

সদা বেই বাস করে চন্দনের ঘনে,
চন্দনেরে সে অন ইন্দর-দুল্য গলে ।
বাহার বসতি পুত ভাসিরখী-ভীয়ে
তার কাছে তেদ নাই কুপ-পলা নীয়ে ।

অসক্তি উভানে বেই সদা করে বাস,
তার কাছে সোপ পার পুষ্পের হবাস ।
শিরি-শোভা নাহি হেরে শিরি-অধিবাসী ।—
অক্লি-পরিচয় লগানীর মান নাপী ।

পরিহাসের প্রতিফল

পরিহাস-ভরে নর কহে, “রে জোনাকি !
তিমির-বিনাশে ঢেঁটা করিছিস্ না কি ?
কি আশ্চর্য ! তাগেও ওই আলোইকু আছে,
তাই তোরে দেখা যায় অন্ধকার-মাকে,

তোর পক্ষে, দুঃখ জীব, এই তো প্রল্লব ;
তুই কি করিবি, কীট, অন্ধকার দূর
জোনাকি বলিছে, “ভায়া, কিসের বঁটাই ?
কোয়ার বেবে জো আলো একটুও বাই ।”

উচ্চ-নীতি

উড়িয়া যেথের দেশে চিল করে থাকি'
 "কি কর চাতক তারা, ধূলি দাবের থাকি" ?
 কোথায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবার,
 এখানে উঠিতে পার নাথ্য কি তোয়ার ?"

চাতক কহিছে, "তবু বীচ দৃষ্টি তব ;
 সদা তার 'কান্ত কিবা হৌ যারিরা লব ।'
 যেকবারি ভিন্ন অন্ত বল নাহি বাই,
 তাই আমি নীচে থেকে উঠুখে চাই ।

দাখিলেকের শিক্সালাভ

সিংহ বলে, "কালো মেঘ, এস যেখি কাছে,
 বৃষ্টি ক'রে দেখি, কলর কল বল আছে ।
 ক্রমাগত দূরে থেকে কর জাকাজাকি,
 সমুখ-সমরে ভাবা, তার পাও নাকি ?

মেঘ বলে, "কক্কর ডেকে আনিস, নির্দোষ ।
 আমার শক্তি কেবা করে প্রতিরোধ ?"
 অকূরে পড়িল বজ্র,—সিংহ দুর্জী বায় ;
 দুর্জীজনে সত্তরে মেঘের পানে চায় ।

শিক্ষা ও প্রকৃতি

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ।
সর্ব্ব পুড়িয়া যায়, দেখি' তাড়াতাড়ি
প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজ পাঠাগারে ;
বস্ত্রের পাণিনিখানি ছিল একধারে,—

বাচাইল ব্যাকরণ, গেল আর সব ।
হেন কালে শুনা গেল 'হায়, হায়' রব ।
বিশ্র বলে, “পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা !”
ব্রাহ্মণী কাদিছে, “গেল, ইন্ডি আর সিকা !”

তুলনার সুখদুঃখ

বসিয়া নদীর তীরে, চাহি' নদীপানে,
কাষিতেছে এক নারী অবসর গ্রাণে ;
পথিক বিজ্ঞাসে তারে শোকের কাষণ,
নারী কহে, “জুবে গেছে সম্মান-রতন ।”

পাশ বলে “এক ছেলে গেছে,—কায় ডাই ?
আমার দুঃখের বার্তা তোমাতে শুনাই,—
আট পুত্র, চারি কন্যা জুবেছে এ নীয়ে ;
আমাতে দেখিয়া, মাগো, গৃহে বাও ফিরে ।”

দ্বাদশ দান

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
তৃষাভূরে জলদান, ধর্ম ধর্মদীনে,
মূর্খ জনে বিজ্ঞাদান, বিপয়ে আশ্রয়,
যোগীয়ে ঔষধদান, ভয়াক্ষে অভয়,

গৃহহীনে গৃহদান, অশ্বের নয়ন,
দীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্তে সাধনা ;—
স্বার্থশূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান ।

আশ্রিত-সংকার

সহস্র আশ্রিত-লতা কহে অশ্বখেরে,
“বড় ব্যথা পাই, তরু, তব কষ্ট হেয়ে ;
আমরা দুর্বল লতা তব গলগ্রহ,
মোদের বন্ধিতে তুমি কি যাতনা সহ !

যোদ, বৃষ্টি, ঝড় লও নিজের মাথায়,—
ব্যথা যেন নাহি লাগে আমাদের গায় ।
অশ্বখ কহিছে, “এই আশ্রিত-সংকার ;
এর স্থখে ক্লেশ-বোধ হয় না আমার ।”

উদার প্রতিশোধ

একু-ভূত্য দুই জনে নৌকা বাহি' বার,
এবল বাতাসে তরী হ'ল মরগার ;
তার কবাইরা তরী রক্ষা করিবারে,
ভূত্যে কলে দিল একু তরঙ্গ-মাঝারে ;

অরনি ভুবিল নৌকা, একু পড়ে ললে ;
“তর নাই, আমি আছি,” ভূত্য ডেকে বলে ।
সীতার না জানে একু, স্বয়ং মহাত্মাসে,
পৃষ্ঠে বহি' ভূত্য তারে ভীরে নিয়ে আসে ।

বাণিজ্যে কপটে লক্ষ্মীঃ

সকা-সাগরের স্রানে পুণ্য-বাছা করি',
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠপত্নী সাগরের জলে ;
অকস্মাৎ অলঙ্কার ল'তে গেল তলে ।

কাহি' শেঠপত্নী বলে, “তুমি গম্বাকর,
স্বপ্ন কিয়ায়ে দেখ, কল্যাণসাগর ।”
সিদ্ধ বলে, “সিদ্ধ-গোতে উঠি' তব স্বামী
দূরে থাক, লক্ষণ কীরে দিব আমি ।”

অটল

এ সংসার মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সামুখ ঘটাতে চায় চিত্তের বিকার ;
সামু কিন্তু নাহি ভোলে সংসার মায়ায়,
প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চ'লে যায় !

মরু যথা মরীচিকা-মায়া বিস্তারিয়া
দিতে চায় উষ্ট্রের বিভ্রম জন্মাইয়া ;
উষ্ট্র কিন্তু সে মায়ায় ভোলে না কখন,
প্রকৃত জলের দিকে করে সে গমন ।

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাবীর নন্দন
উত্তরাধিকার-স্বত্ব পায় বহু ধন ;
সে সংবাদ নিয়ে এস ব্যবহারজীবী,
বলে, “চাবী, এত পেলি, আশ্বাসে কি দিবি ?”

চাবী বলে, “অর্দ্ধ-স্তাপ দিব হুনি-চর ।”
গণমাঝ অর্দ্ধ অংশে লক্ষ মুদ্রা হয় ।
সবে বলে, “কি দলিল ? কেন দিতে বাস ?”
চাবী বলে, “কথা দিবে কেণিবাছি,—বাস !

অসাধুর সঙ্গ

সরল-হৃদয় এক সাধু অকণ্ট
 হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত—শঠ ;
 যুক্তি দিয়া সাধুরে বিদেশে ল'য়ে যায়,
 অতিথি হইল এক ধনীৰ বাসায় ।

নিশায় করিয়া চুরি সেই দুই শঠ
 বহু অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট ।
 গৃহস্বামী প্রাতে উঠি' সাধুরে ধরিল,
 চোর বলি' বাধি' কত প্রহার করিল

পরিণতি

নির্ভীক, স্বাধীন-চেতা এক চিত্রকর
 আকিল শ্রশান-ভূমি—অতি ভয়ঙ্কর !
 একটি কপাল, আর অস্থি একখানি,
 এক স্থানে দেখায়েছে তুলি দিয়া টানি' ।

হেরিয়া সেশের রাজা বলে, “চমৎকার !
 কিন্তু এটা কার অস্থি ? কপাল বা কার ?”
 চিত্রকর বলে, “অস্থি মম কুকুরের,
 কপাল পিতার তব, হে মন্ত কুবের ।”

সুখমা

দশ বিধা ভূঁয়ে ছিল আশী মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,—
খেয়ে গেছে প্রতিবেশী গোয়ালার গরু,
ক্ষেতগুলি প'ড়ে আছে, অশান কি মরু !

ক্ষেতের মালিক, আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাতী ; চানী বলে, “ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম সন্তোষ,
গরুতো বোঝে না কিছু,—ওদের কি দোষ !”

সেবার পুরস্কার

মাতৃশ্রদ্ধে নিজ হাতে কাকাল-বিদায়
করিছেন মহারাজ, প্রাচীন প্রথায় ।
লইয়া ছ'আনা আত্র চাল অর্ধ সের,
সুবিয়া তখিনী এক আসিয়াছে কের ।

জারী ধ'রে ল'য়ে যায় রাজার সম্মুখে ;
রাজা বলে, “এসেছিল ঘুরে কোন্ মুখে ?”
দীনা কেঁদে বলে, “পাঁচ দিও, কর জারী !”
রাজা বলে, “লক্ষ মুদ্রা তোরে দিব আমি ।”

রূপ ও গুণ

প্রজাপতি বলে, “বুঝি, তুই শুধু সাদা,
কেমনে বুঝিবি মোর রূপের মধ্যাদা ?
নানা বর্ণে মোর পাখা কেমন রঞ্জিত !
রূপ হ’তে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত ।”

বুঝী বলে, “কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয় ।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ,
বংশ ক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব ।”

উপযুক্ত কাল

শৈশবে সত্বপদেশ বাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কত মূৰ্খতা না ঘোচে ।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই তৈমস্তুিক ধাত্ত পেয়ে থাকে ?

সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ড্রম,
কল চাহে,— সেও অতি নিকোষ ; অধম ।
পয়া-তরী চ’লে গেলে বসে এসে তীরে,
কিসে পার হবে, তরী না আলিঙ্গন করে ?

প্রাণিহিংসা ও পরপীড়া

সন্ন্যাসীয়ে দেখি' এক রাজপুত্র কহে,
 “আহারের ক্রেশ ভব হেরি' প্রাণ দহে ,
 মৎস্ত, মাংস, দধি, দুগ্ধ—খাওয়ার প্রদান,
 তোমার কপালে কেন শাস্ত্র-বিধান ?

সন্ন্যাসী বলিছে, “জীবহিংসা নাহি করি,
 এ কারণ মৎস্ত-মাংস-আদি পবিহরি ;
 গোবৎসে বন্ধিয়া যারা দধি-দুগ্ধ খায়,
 স্বার্থ তরে পর পীড়া তাহারা ঘটায় ।”

কাচের শিশি ও মেটে সরা

শিশি বলে, “মেটে সরা' তুই শুধু মাটি,
 নির্ঝল আমার দেহ, স্বচ্ছ, পরিপাটি ;
 অনাদরে গৃহকোণে ফেলে বাথে তোবে.
 আমারে তুলিয়া রাখে কত যত্ন ক'রে !”

মেটে সরা কহে, “ভায়া, গরু কর দূর, -
 হাত থেকে প'ড়ে গেলে হ'জনাই চূর !
 আরো এক কথা ভাই, জেনে রেখো খাটি,—
 আমি মাটি,—তোমার ও বুনিয়াদ মাটি !”

প্রকৃত বন্ধু

লেখনী বলিছে দুখে ডাকি' ছুরিকারে,
 "কি মোৰ কৰেছি ? তুমি কাট যে আমাৰে ?
 সহজ দুৰ্জল আমি তব তুলনায়,
 সবল দুৰ্জলে মারে,—শোভা নাহি পায় ।"

ছুরি হেসে কহে, "ভাই এ কেমন ভয় !
 জীবের মঙ্গল-হেতু তোমার জনম ;
 কার্য উপযোগী-করি কাটিয়া তোমায়,
 নতুবা জীবন তব বিকলে যে যায় ।"

অষ্টার কৌশল

গিরি-শিৱে বৃষ্টি পড়ি' জন্মায় তুমার'
 নিদাঘে গলিয়া জল হয় পুনর্কার ;
 প্রথমে নিকর, পরে বেগবতী নদী ;
 'সিদ্ধুবন্ধে' জলরাশি ঢালে নিরবধি ;

সিদ্ধু-বারি বাষ্প হ'য়ে তপনের করে,
 নিশ্চয় করিছে শূন্য জলধর-স্তরে ;
 সেই মেঘ গিরি-শিৱে পুনঃ ঢালে জল,
 ঘুরে ফিরে তাই হয়' বিধির কৌশল ।

পরার্থে আত্মত্যাগ

শির কহে' "ছত্র ভাই, মোর রক্ষা-তরে
নিজে দগ্ধ হও তীর তপনের করে।"
ছত্র বলে, "পরার্থে(তে) আত্মত্যাগ-সম
নাহি সুখ এ সংসারে, নাহিক ধরম।"

চরণ কহিছে, দুখে ডাকি' পাদুকারে,
"নিজে ক্ষত হ'য়ে বন্ধু, বাঁচাও আমারে।"
পাদুকা কহিছে, "দেখ রক্তিতে তোমায়
নিজে ছিন্ন হই' কিন্তু কি আনন্দ তার।"

করুণাময়

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে
কাহার আকর্ষণে সুখ-শান্তি পরকাশে ?
তীরে তন্তু বানি—যেন প্রচণ্ড অনল,
পাশে বহাইল কেবা প্রবাহ নীতল ?

সিদ্ধ-মাঝে দিক্‌হারী নাবিকের তরে
কে রেখেছে ক্রবতারী বসায় উত্তরে ?
ভূমিষ্ঠ হ'বার আগে তন্তুপ সন্ধান,
কে করেছে মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিধান ?

আনন্দঘরী

গিরি-মহিষী মেনকা

মধুকানের স্বর—সৈন্স কাওয়ালী

ধন্য মানি মেনকাকে ;

ত্রিঙ্গগজ্ঞাননী যারে

মা জেনে, মা ব'লে তাকে ।

ত্রিঙ্গবন যার কোলে দোলে,

রাণী তারে করে কোলে,

চরাচর যার চরণ চুম্বে,

(রাণী) তার নিরে চুম্বে মোহাম্বে ।

ত্রিঙ্গা. বিষ্ণু, মহেশ্বর যার

চরণ-ধূলা চায় ;

(রাণী) মেবে ব'লে আশিষ-ছলে

দেয় চরণ তার মাথায় ।

স্বধাতুল্য প্রসাদ হাজার,

স্বখে জগৎ করে আহার,

রাণী আহার বোগায় তাহার,

নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে ।

যার চরণে প্রণাম ক'রে

সিদ্ধ সৰ্ব্ব কাম ;

(সেই) নিমিলের নমস্কা করের

রাণীরে প্রণাম ।

স্বাবর, অসম যার অধীনে,
 বাণী দেয় তার পুতুল কিনে ;
 মেহাস্বিকা ভক্তি বিনে,
 এমন ক'রে কে পার যাকে ?

যারে ছেড়ে তিলান্ন, না
 বাচে জীব-কুল ;
 মা ছেড়ে সে যাবে ব'লে,
 কাঁদিয়া আকুল ।

যার নামে ভবের মাদ্রা কাটে,
 সে বিকিয়ে গেল মাদ্রার হাটে,—
 ভেবে দেপ'লে আজব বটে,
 মা বা কে. মেয়ে বা কে !

যার চরণে জ্ঞানের বাণী
 বাণী লন দীক্ষা,
 মেনকা সম্মান-জ্ঞানে,
 তাবে দেয় শিক্ষা

যে মা জিহুবনের কুমণ,
 বাণী তারে দেয় আভরণ,
 কান্ত কর, যার যেমন সাধন,
 তাব তেমনি সিদ্ধি মিলে থাকে ।

গৌরীর আগমন-সংবাদ

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

মধুকানের স্বর—ঠেস্ কাণ্ডালী

গা তোল, গা তোল গিরিরাণি !

এনেছি, মা, শুভবাণী,

দেখে এলাম পথে তোর ঈশানী

রূপে কানন আলো ক'রে,

ছেলে ছ'টি কোলে ধ'রে,

কিশোরী কেশরি-গরে,

কোটি চন্দ্র নিলি পা ছ'থানি ।

শব্দ-সিকরে শুধু শোভে স্রীঅঙ্গ,

অলঙ্কারে কাজ কি,—সে যে আগোক-তরঙ্গ !

রোদে কষ্ট হবে ব'লে,

মাথার উপর জলদ চলে,

পাখীরা সব শির দোলায়ে,

ক'ছে ব্যতাস, পল্লব কাছে আনি' ।

পথের পাশে ধরে ধরে উঠ'ছে ফুটে ফুল,

(মায়ের) আগমনী-মঙ্গল-গানে,

আকুল কোকিল-কুল

বসত হৃদয় কল ছিল রাখে,

পড়'ছে এসে পায়ের কাছে ;

“মা, মা,” ব’লে চরণতলে,

লুটেছে বত মূনি, কৃষি, জ্ঞানী ।

ছুটে এলাম, বাণী মা গো, অসংবাদ দিচ্ছে

মুছ নয়ন ধারা, দৈরঘ্য ধর, মা, চিতে ।

কান্ত বলে, অসংবাদে

বিবশা মেনকা কাঁদে ;

আনন্দের সেই পূত নীরে

ধুয়ে যায় গো প্রাণের বত মানি

নগর-সজ্জা

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা স্বর—জলদ একতাল।

(ক্রম-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

কনকোজ্জল-জলদ-চুবি-

মণি-মন্দির মাঝে,

বীণ-মুরজে, পর-মঙ্গল

মধুর বাস্ত বাজে

পেলব নব পল্লব-দলে,

পূর্ণ কুন্ত পাবন জলে

কদলীতরু-তোরণতলে

কুহুম-মালায় সাঝে

প্রথিত লক্ষ কুশল-কেতু,

গঠিত ইন্দ্রচাপ-সেতু ;

জ্বিত শশী, লক্ষ দীপ

সজ্জিত প্রতি সাঝে

মাতৃ-দয়ন-হৃদয়-গান,
আকুল শত সরস প্রাণ,
“মঙ্গলময়ি ! অগৎ-জননি !
আহ যা !” বলি’ নাচেয়ে !

কহিছে কান্ত মধুশিখারী,
সার্থক গিরিনগর-বাগী ;
অয়, অয়, গিরি-মহিষী অয় !
অয়, অয়, গিরিরাজেরে !

নগর-বর্ণন

দীর্ঘন ভাঙ্গা স্বর—জলদ একতারা
(স্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেষ)

প্রাবিত গিরিরাজ-নগর
কি পুলক-মকরন্দে ;
জলদ টুটিল, জলজ ফুটিল,
ভ্রমর ছুটিল গছে ।

এত বর বরে শত নিব্বার
শীতল-জল-বাহী ;
পরভূত-কুল আকুল, স্থখে
জননী-গুণ গাহি’ ।

নটিল বিন্দু মলয় মন্ড,
সিঞ্চি’ অমৃত দেহে ;
বিগত সকল রোগ, শোক,
হরষিত প্রতি গেহে ।

দীন-ভবন, তূর্ণ হইল
পূর্ণ, রক্ত-হেম ;
ষে-স্বত্বিত চিত্র হইল
পূর্ণ, জগৎ-প্রেমে ।

ভোজন, কত পান, দান,
গীত, বাজ, নৃত্য ;
মুগ্ধিত অবিরাম নগর,—
উৎসব নব, নিত্য ।

বঞ্চিত স্বখে, কালু অধম,
প্রান্তর-তল-বাসী ;
(কবে) দিকি-শব্দ উরিবে, মিলিবে
চরণ, কলুষ-নাশী ।

গৌরীর নগর-প্রবেশ

বসন্ত—জলদ একতালা
কে দেখ'বি ছুটে আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায় !

ঐ “মা এল, মা এল,” ব'লে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
উঠি-পড়ি ক'রে সবাই আগে দেখতে চায় ।

নিঙ্কল চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায় ?

কি উন্মুক্ত শোভার সম্মত,
 ফুল অমল কমল বদন,
 সিঁড়ি, শৌর্য, সোণার ছেলে অভয় কোলে তার ।
 কান্দ কর, জাই নগরবাসি !
 তোদের সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
 দশমীতে অমাবস্তা, তোদের পক্ষিকার ।

উমাকর্ভুক রাণীর পদ-বন্দন

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

(রাণীর উক্তি)

আয়, মা, কোলে আয়,
 অকলের নিধি, আয় ;
 সারা বরষ পরে, মনে
 প'ড়েছে কি ছবিণী মায় ?

যে দিন থেকে হই, মা, আমি উমাহীন,
 (আমি) আগরণে বাপি নিশা, কাঁদিয়া কাটাই দিন,
 অনশনে জীবন্ত তরুণীণ,
 (তুমি) আরো একবার বেধে মরি,
 (আমার) প্রাণ থাকে, মা, সেই আশায় ।

মা ব'লে ভাবিতে আর, মা, আছে কে ?
 (আর) ছোঁয়ার মতন ঘেঁষে ছেঁকে,
 আমার মতন বাঁচে কে ?

কোন্ বিধি এ নির্ভর বিধান ক'রেছে ?
 আমার সন্তানের পোষা আশা
 তিন দিন ফুরাবে যায় ।

আমি একাদশী হ'তে দিম গনি গো,
আমার অঙ্ক ক'রে যাও, মা, আমার
ছ'নয়নের মনি গো ;
তুমি তিন দিনের তড়িৎ, তিনরনি গো !
কালু বলে, চতুর্ধীতে
ঈশানী অশনি-প্রায় !

রাণীর খেদ

কি'কিট খানজা—একতাল

সবই যার তোর সাথে ধুয়ে-মুছে,
তবু স্মৃতিটুকু রহে, মা ;
আগে ভাবিতাম সহিবে না, হায়,
মার প্রাণে এত সহে, মা !

লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন ?
আমি খুঁজি তোর চরণ-চিহ্ন ।
মস্ত এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই
রাক্ষা-পদ-ধূলি বহে, মা ।

তিন নয়নের হরিদ্রা-কাজল
মুছে, তুলে রাখি হুকুল-অকল,
বিনাশে নিঃশব্দে দেখি, আর কাদি,
তার কত কথা কহে, মা ।

সারাটি বরষ হইয়া বিকল
এক হাতে মুছি নয়নের জল,
অন্য হাতে করি দংসারের কাজ,
তোর স্মৃতি কেন দহে, মা ?

বল্ মা কল্যাণি ! ও আনন্দময়ি !
 (আমি) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই ?
 কান্দ বলে, রাণি, আনন্দের দিনে,
 আশিষল ভাল নহে, মা ।

কার্তিক ও গণেশের আদর

দীর্ঘন ভাঙ্গা হর

(রাণীর উক্তি)

আয় গুহ, গণপতি, কোলে আয় !
 দুই কোলে যে দু'ভাই নিব,
 সে বল কি আর আছে গার ?

দূরের পথে আস্তে বদন শুকিয়েছে ;
 (যেন) ছ'টি বাকাকুলশলী
 মেঘের পাশে লুকিয়েছে ,
 তাতে পাহাড়ে পথ, সিংহে আসা,
 এ কষ্ট কি দেখা যায় ?

আমি তো, মা, বছর বছর বথ পাঠাই ;
 কি ভেবে যে আমাই ভোলা
 ফিরিয়ে দেয়, মা, ভানি তাই ;
 আহা, এমন মেয়ে, এমন ছেলে,
 এমন ক'রে কেউ পাঠায় ?

ঐ নদীর গালে ছ'টি চুমো খেতে দাও ;
 এখন মায়ের সাথে, আমার হাতে
 পেট ভ'রে কীর-ননী খাও ;

ওরে কৈলাসে যে খাবার কষ্ট,
তাই ভেবে মোর কান্না পায় ।

গণেশ রে, তোঁর সরস্বতী কণ্ঠে থাক্,
কুমার রে, তোঁর বাহুর বলে
অস্তর-শরৎ শকা পাক্ ;
কাস্ত বলে, চিরজীবী
শিব হবে, মা তোঁর কপার ।

বেহাগ—একতাল।

(রাগীর উক্তি)

ঐ, উমা, তোঁর পোষা শুক তোঁরে
“মা, মা,” ব’লে ডাকে ;
মুক হ’য়ে ছিল, নিজ হাতে কিছু
খেতে দে, মা, পাখীটাকে ।

ঐ যে, মা, তোঁর পোষা শিশুগুলি
নাচিছে হরমে পেখম্‌টি ‘তুলি’ !
তুই চ’লে গেলে, খোলে না কলাপ,
নাচিয়া দেখাবে কাকে ?

ঐ, উমা, তোঁর হরিণ, হংস
নিষেছিল মোর ছপের অংশ,
(আজ) চরণের পাশে, ঘুরে ঘুরে আসে,
(তোঁর) মুখ-পানে চেয়ে থাকে

নব পল্লবে সাজে তরু-সতী,
কোথায় পেয়েছে এত সজীবতা ?

থরে থরে ফুল, খোকা খোকা কল,
অবনত প্রতি পাখে ।

পল্ল, পাখী, তরু আনন্দে যেতেছে,
নৃতন করিরা সংসার পেতেছে,
জান নাই, তবু তোমার কথা ওয়া
কি করিরা মনে রাখে ?

এ কাহাল কান্ত বলে, গিরিরাণি !
যে দেখেছে মার চরণ হ'খানি,
বিকারেছে পার, ভুলিবে কি তার ?
আর ভোলা যার মাকে ?

পিলু—একতালা

(রানীর উক্তি)

সেই তমালের ডালে, মাধবী লতাবে
পেছিলি, মা, তুলে দিয়ে ;
সেই ফুলগনে, যেন ড'জনাব
হ'য়েছিল, উমা, বিয়ে ।

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়াবে, সুমারে ছিল এত কাল,
প্রতিশব্দ হ'তও পলবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে ।

তোমার নিজহাতে রোয়া চামেলী, বহুদী,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল ;

ঐ তোর চাপা, ঐ সে সুখিকা
ফুল-ডালি মাথে নিয়ে ।

ফল, ফুল, কিছু ছিল না উজ্জানে.
মনে হ'ত যেন মগ্ন তোর ধ্যানে ;—
তোর আগমনে, নব জাগরণে
দিয়েছে, মা, জাগাইয়ে !

কাস্ত বলে, বাণি, জেনে রাখ খাটি, —
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
হরি হাতে থাকে,—কহু মেরে রাখে,
কহু তোলে বাঁচাইয়ে ।

রাণীর স্বপ্ন-কথা

মিশ্র বিভাঙ্গ—একতাল

স্বপ্নে পেতাম দেপা, হু কপালের লেখা !
এ মুরতি, গৌরি, সে মুরতি নয় ,
এ .হ. কি শাস্ত, স্তম্ভব বিশ্ব-মনোহর.
এ রূপে, সে রূপে তুলনা কি হয় ?

আকারে, আচারে, সব রকমে তুই
(শুধু) বদন দেখে বুঝ্তাম, আমার উমা তুই,—
এ রূপ দেখে জগৎ দাডায় মুগ্ধ হ'য়ে,
সে রূপ দেখে পায়, মা, নিদারুণ ভয় !

কতু দেখি, মা, তোর ঘোর রণবেশ,
দেহ কৃষ্ণবর্ণ, আলুখালু কেশ.

প্রলয়ানি নাচে, ত্রিনয়ন-মাঝে,
বিস্বজ্ঞ মহেশ পদতলে বসে ।

কহু দেবি, মা, তুই কেশরি-উপরে,
দশ হাতে অস্ত্র, নৈত্য পদে প'ড়ে,
বাক্য পায়ে জবা, কি কব সে শোভা ।
শুলো দেবগণ বলে, “জয় জয় ।”

কান্দে বলে, বাঁধ, স্নেহরূপা তার
কল্যাণেতে তুমি গুণজ্ঞান হারা,
'মলি' জ্ঞান আধি, ঠিক দেখ দেবি
অনন্ত কপিলোৎসব রূপ বিশ্বময় ।

নগর-সংবাদ

মিশ্র বিভাণ-—এক ভাল

বাণীর উক্তি ।

শ্রদ্ধাগমনে নগরবাসিজনে
প্রতিদিন এসে এসে দলে দলে,
নাট অল বারতা, শুধু, হোর কথা,
পূর্ণ গিবি-ভবন, চর-কেন্দ্রতলে ।

কেউ বা বলে, “আমার চিরকল্প ছেলে
মা আসছেন সংবাদে নতুন জীবন পেলে,
দিব্য কান্তি তার, কি দয়া উমার ।

ব্যাদিমুক্ত হ'ল মায়ের নামের বলে ।”

কেউ বলে, ভাই, “আমায় সারা বয়স-ভ'রে
বাগানের গাছগুলি গিয়েছিল য'রে ;

মায়ের আসবার কথা বোঝে কেমন ক'রে
(ভারা) সজীব হ'য়ে সাজ্জল পল্লবে,
ফলে, ফলে ।"

কেউ বলে, "ম' এলে প' হ'বে চিহ্নচরণে,
ন'নব যেতে হবে এ দীনের ভবনে ;
নিধে গিয়ে মাগ, জবা দিব পায়,
দেখ' মায়ের চিত্ত গলে কি না গলে ।"

কৃষ্ণকারেব দণ্ড, ছুটে তারেব পাড়ান,
তরুণারেব মাক, চামির লাজল হাল
ছায়াবে চরণে, পনবজব গুণে
ব্যবসারে নাকি কেনল দোলা ফলে ।

ক' হ'বে বলে, সুদার চিত্র প্রসবণ
চরণের গুণ কবনে শ্রবণ ;
কবনে মনন, কবরে ক'ন্তন,
অনন্ত আনন্দ পাবে কর তলে ।

নগর-সংবাদ

স্বরট মজাব—একতারা

(বাণীর উক্তি)

নব রোগী উঠেছে, সব ব্যাধি টুটেছে,
এ গিরি-নগর রোগভুখ নাই ;
মা, তুই আস'বি শুনে, তোম মহিমার গুণে,
দূর হ'য়ে গেছে সমস্ত বালাই ।

আনন্দময়ী

ঘরে ঘরে শুধু আনন্দ-উৎসব,
সাম-গান আর চণ্ডী-পাঠের রব.
ভোম, বজ্র, তপ, পূজা, জব, জপ.
শুধু ক'ব যেথা যাই !

যত য'ভের ভুলি' পুরজন
প্রেমে কোল দিয়ে আনন্দে মগন ,
খুচেছে বিবাদ, বিদ্বেষ-বিবাদ,
বিশ্ব-প্রেমে যেন সনে 'ভাই, 'ভাই'

পথে পথে দধি-হৃদয়ের পরশ,
মৃগনাভি গুলে পথে দেয়, মা, চন্দা .
যত ধনবান্ করিছে তেছে দান
মণি, মুক্তা যত চাই

আমার মেয়ে তুমি, ওদের কে হ'ল, ও'ল ?
ওরা কেন তোমার নামে আত্মহত ?
কাস্ত বলে, গোবী বিজগজ্জনন',
তোমানই কেন মা, মনে ভ'ল ও'ল

মহাষ্টমীর উষা

ঝিঁঝিট - একতাল,

(রাণীর উক্তি)

এক দিন বৃষ্টি গেল, মা গোরি,
মন চ'তে প্রাণ কাপে ,
সপা দিন যায় ফুরাইয়ে, চায় !
কোন বিধাতার শাপে !

বছরের কথা, তিন দিনে তোরে
এক মুখে, উমা, বলিল কি করে ?
মন কথা মোর থাকে বুকভ'রে
(তুই) গেলে মরি পরিতাপে ।

কত কব, কত পাণ্ডুর পরাণ,
স্নেহ দিয়ে তোবে কঠিন জড়ান,
দেখিতে দেখিতে নবমীর রাতি
মোর বুক এসে চাপে

কবে কোথা গুপ্তী তনয়ার মাতা ?
তাব স্বপ্ন শুধু তুমি দিবে গাঁথা,
আমারি বিশেষ, — তিন দিনে বেশ,
কিনা নিদারুণ পাপে ।

কালু বলে, যান চরণ-স্বরণে
চন্দ্র কর ওলে, কৈলাস চরণে.
তিন দিন সেই বাধা থাকে, ওর
বুঝ রাণী কাদে, ভালে

কৈলাসের দুঃখ-বর্ণন

রাণীর উক্তি ।

মাতা—ঝাঁপতাল

অন্তে পাই, মা, হবেব ঘবে
অন্ন নাই, সে ভিক্ষা করে,
সারা বাত শশানে থাকে,
ভয় মাখে, অজিন পরে ।

ଯୋଗ କରେ, ଆସ ଟାଣେ ମିଳି,
ଚାନ୍ଦ ନା ଅଳ୍ପ ହୁଏ-ସନ୍ଧ୍ୟାକି,
ହାତେର ଯାଳା ବଢ଼େ ଦୋଳାୟ,
ସାପ ରାଧେ, ଯା, ଉଠା ଡ଼ାଏ

ଓଢ଼ା, ଉଠା, ତୋର କି ମାଜା !
ସିବ ନାକି ସବ ଡ଼ାକେ ରାଜା ?
ନିତା ନାକି ଯୋଗ ଲିଖାୟ, ଯା
ଯୋଗିନୀ ମାଜାରେ ଡ଼ାକେ ?

ଅଳ୍ପ-ଶୁଭ୍ର ଲେବର ଗେଡ଼,
କୃଷ୍ଣ ଲୁଗା ନୋନାବ ଡ଼ାକେ,
(ଡ଼ାକେ) ମ ଡ଼ାକେର ଯା, କଥା ଡ଼ାକେ
ମାଡ଼ା ବସେ ଅଳ୍ପ କରେ

କାନ୍ଦେ ବା, ଗିରି ଡ଼ାକେ ।
କେ ଗୋରୀ ଡ଼ାକେ, ଯା ।
କେ ଯେ ଡ଼ାକେ ଡ଼ାକେ,
କେ ଡ଼ାକେ ଡ଼ାକେ ବା

ରାଣୀର ଅନୁଶୋଚନା

ସିନ୍ଧୁ ଦିଗାମ—ଓଡ଼ିଆ

‘ଗିରି, ଗୋରୀ ଆମାର ଡ଼ାକେ’— ଯା
ଡ଼ାକେ ଡ଼ାକେ କାନ୍ଦେ ନାରଦ କାନ୍ଦେ,
ଡ଼ାକେ ଡ଼ାକେ ଡ଼ାକେ ବାଡ଼ିରେ ଦିଶେ, ବାଡ଼ି
“ଜାଆଇ ହେବେ ଯେନେର ଯତ ।”

ନାରଦ ବାଡ଼ି, “ଯେନେର କାନ୍ଦେ, ଡ଼ାକେ ଅତୁଳ,
କେନେ ଅତୁଳ ନାହିଁ, ଯେନେର ସବ ଡ଼ାକେ ।”

ওপন দি ব'লত, নাই তার জাতি-কুল,—

গিবিব পায়ে ধ'রে করিতাম বিয়ত ।

নাবদ ব'লে, “বাণী, মিছি তার জীবন,

অকপাধি-লগে লিখের দিনহন ;

ওষধপায় হব সদা পঞ্চানন,

দিবসি ও চিন্ত কবেন নিসৃত ”

এও বিনয় ন'লে দেখেও চাইল'ম বোষ্ট,

নাবদ হোসে ব'লে, “এ দিবেছেও দষ্ট —

চন্দ্রাবতী হব, অক্ষয়, অমর,

মেঘের বজ্র সিঁদুর চিব অনাহত ।”

ভাব ন'লে দিও মিলন এসে পাত,

নাবদ চটক হ'লেই খায়েল ভয়ালি,

হালদ ভেবে দিও হামারি কপাল,

ওঠে, আঁত কেও এখন উল্লস

২ . ১৫৩ ।

কাল ব'লে, নাবদ হ'লে ও ব'লে,

এও ব'লে গেছে, কৈলি ক'ল ফলেনি ?

হামারি ব'লে ও কুল, পালি কথাব মল

বুঝেও পালে, মা, হোলে দি আনক ৩ ৩ ।

গৌরীর প্রত্যুত্তর

১

বেড়াগ আ' ঠেক

কাব কাছে শুনেছ, মা গো,

কৈলাসের দুখেব কাহিনী ?

সব দেবতার মাথার মুকুট,

ও মা, তোমার জামাই যিনি ।

সে যে উচ্চ হ'তে উচ্চ,

ভৌতিক সম্পদ করি' তুচ্ছ,

ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে

বিভোর দিন-যামিনী ।

যোগ না ছেনে জীবরা ভোগে,

কির আনন্দ আছে যোগে,

তাই মহাযোগী সেজে নিজে,

আমারে সাক্ষান যোগিনী ।

নেজানলে ভস্ব কাম ;

বামদেব বিস্তে বাম,

(তাই) ভৌতিক ভূষা দেন না মোবে,

নিজে অজিন পরেন তিনি ।

ত্রিজগৎ পবিত্র করে,

এমনি সতিন ঘরে,

জটার মাঝে প্রাপেন ভোলা,

পুণ্য-তোয়া মন্দাকিনী ।

পাণ্ডার কষ্ট কে ব'লেছে ?

কোথার অমন ফল ফ'লেছে ?

কান্দ বলে, কৈলাসের বেল

দেখিস্ খেয়ে, যিষ্টি—চিনি !

২

স্বরট মঞ্জার—একতারা

এই বিশ্বের উৎসর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি,

চিন্তা ক'রে কিছু দোক, মা, এর ভাদ ?

গার উচ্চায় সৃষ্টি হয়, কটাক্ষে প্রলয়,

তিনি ভিক্ষা করেন, এতটাই তার অভাব ?

বিশ্ব-অধীশ্বরের ভিক্ষা করা মিছে,

লোক-লিঙ্গা-হেতু ভিক্ষা করেন নিজের।

নবের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার

এই 'ত' মহাজ পদ্মা, জীবনের পরম লাভ ।

তার জামাই বান ভিক্ষায়, যে মেধা যা পায়,

মাপায় ক'রে এনে পায় দিয়ে যায় :

এই 'ত' তাদের সব, পূজা, জপ, তপ ।

কত তুটু ভোলা এমনি তার স্বভাব ।

একমুঠো চাল দিয়ে, কৈলাসবাণী-জনে

তার জামাইয়েব বরে, পূর্ণ ধাহে-ধনে,

স্বামি দিয়ে পায় মণি, বেলে হীরার খনি,

বিশ্ব-পত্র দিয়ে পায়, ম', সোনার চাল ।

সময় বুঝিবা জিজ্ঞাসিলে, ভোলা

বলেন, “জানীর পক্ষে গানের পদ্মা খোলা :

মুষ্টি-ভিক্ষাদান সাধারণ বিধান !”

কাস্ত বলে, দেখ, মা, দানের কি প্রভাব ।



মিশ্র বিভাস—একতালা

‘গিরি, গৌরী আমার এনেছিল’—স্বর

সখা সর্বস্ব হা বিজ্ঞান ,

অভাব কেমন ক’বে থাকবে, মা, তার ঘরে ?

ভাবেন রাজ্যে ভাবের আনান, আর প্রাণ

নার বিকৃত্রিম কথা পেয়ে এ ন সান

এও প্রলব ল’লে কবে অহঙ্কার,

বৈষ্ণব নন্দনমাণ, সকল লোভ বর্জন

(হে হে) জোতা শুধু ল’কে নৌকায়ো নন্দন

তার ক্রমেন, মা গৌ, ল’লে জাতিকুল,

অজ্ঞানক, অলাদি, অনন্ত, অমূল,

যার আদ্যে দৃঢ় চলে অহঙ্কার,

তার জন্ম ক’টি কে করে নিশ্চয় ?

বন্ধা লাগলদি সদ যুক্ত কবে,

(মা হোব) ভক্তুল জামাতাব রূপা’ভক করে

এমন জামাত ভবে, কার মনেতে কবে ?

ল’লেতে যান সর্বোচ্চ সন্ধান

কান্ত বসে, তারা, রাণী আশ্রিতা,

তোমার পেদে কল্যাণানে মাতোরাগা,

সেবে কল্যাণোদে, গুর মুক্তি কে রোধে ?

(এই) অধমটাকে পায়ে দিবি কিনা যান ?

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজার উদ্যোগ

ভৈরবন কাম তাল

(বাণীর উক্তি)

পাকিতে, তা অষ্টমী

শ্রীচরণ পূজনারে,

দলে দলে পুনরান

নাচানত নিম্বান

গাভীর মেয়ে এল,

লগ্নে অষ্টমী শুভ

লগ্নে পূজিলে, তাগে

লগ্নে উদ্ভাণে

কল্লি মনে ছাড়া গাভীর,

লগ্নে লগ্নে লগ্নে,

গোষ্ঠে : অষ্টমী ছাড়া

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে,

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

অষ্টমী : কাল লগ্নে

অষ্টমী শুভ ছাড়া ছাড়া

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

লগ্নে লগ্নে লগ্নে

৬

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজা

ঠৈরবী - কাণ্ডহালী

লক্ষ কপে লক্ষ পূজা

গ্রহণ কবি' ঘরে ঘরে,

লক্ষ বাছা পূ- করেন

তারিণী, অমোদ হবে ।

‘যনি কাল-সীমস্থিনী,

আজ্ঞা না করিলে ত্রিনি,

নাধা কি অষ্টমী ত্রিনি

এক অণুপল নঃ ১

বস্ত্র্যার সন্তান হবে,

বাল্য ছেলে কণা হবে,

বে'গশোক নারি হবে

নবাপ্ত সন্তানসহ

অঙ্ক-নেত্র স্পর্শে মাতা

বুলে দেন তার আখির পাতা,

স্রবণ-শক্তি পেল বদীর

বজ্র: দিবে স্রবণ-বিবরে ।

কল্পলতা হ'লেন এসে,

ছোট-বড়-নির্বিশেষে,

তাই ভারে দেন মুক্ত করে,

যে যা চেয়ে পায়ের ধরে ।

চতুর্দিকে বাজে ঢাক,
কত কঁাসর, বণ্টা, শাঁখ,
“জয় শারদে, ব্রহ্মময়ি।”

কি উৎসব গিরি-নগরে ।

কত পায়স, পুলি, পিঠে,
কত মণ্ডা, মেঠাই মিঠে,
দধি, দুগ, মাখন, নবন*

ভোগ দিচ্ছে জগৎ, সরে

মাতের শুধু রূপা দৃষ্টি
ভক্তলে মণ্ডাবৃষ্টি
প্রসাদ পাচ্ছে ‘কি আনন্দে,

যদি ২ ও উদয়ে নন্দ

ফেরে ন প্রসাদ না পেয়ে
তুষ্ণ তব ন প্রসাদ বেয়ে,
.পথে বলে, ‘অবে পায়ে’,

.পথে ক হের .পদ . নন্দ

কি আনন্দ, কি উল্লাস
মাতের ভক্ত নন্দে, তানে ,
বলে, “এবার বাব এলে

বাব দ তোরে .জগৎ-অনন্দে ”

কাস্ত কয়, আনন্দময়
আমি কি জোর ছেলে নই ?

(বড়) ভাষে আছি, ঐ আনন্দের

এক কণিকা দে, মা, মোরে ।

রাণীর আনন্দ

ভৈরবী—ঝাঁপ ঝাণ

ও মা উমা, এ আনন্দ কোথা রাশি বল্ ।

নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল !

সবাই বলে, "ও রাণীমা । নাইক উমার গুণের সীমা,

(ও সে) পায়েব ধুলো দিবে, হেসে, নাশে 'অমঙ্গল' ।

ও নন্দ, মা, সামান্য মেয়ে, (তুই) ধলু ত'লি বরে পেয়ে,

(ও) যে ঘরে যায়, ধনে-জনে সেই ঘরই উজল ।

লক্ষ লক্ষ মূর্তি ধ'রে আবির্ভূতা লক্ষ ঘরে,

(ও সে) 'সকলিঙ্গা ব্রহ্মময়ী', ব'ল্ছে ভক্তদল ।

ভয় অন্ধ ছিল ক'জন, 'মা, মা', ব'লে ক'রে ভজ-

উমা তাও বলিয়ে নয়ন দিল ;—দেখ'ব য'র চল ।"

ও মা গৌবি । এ কি কাণ্ড, পাগল কলি এ ব্রহ্মাণ্ড,

আমাব শুধু চক্ষে ঠ'লি, এমনি কন্দ-ফল ।

না, না, উমা, দিসনে নয়ন, ভাঙ্গিসনে, মা, স্বপ্নের স্বপন,

তুই আগ্রাশক্তি, ভাব্তে আমার চক্ষে আসে জল ।

স্বপ্ন যদি চর, মা, তাবা, করিসনে, মা', স্বপ্ন-হাবা,

আমি কল্যাণাঙ্গা ত'তে নারি, (আমার) এক মেয়ে সখল ।

কান্দ কর, ঐ সোনার স্বপন পেলে, কে আর

চায় জাগরণ ;

যদি নয়ন মুদে পাই, মা, তোবে, তাকিয়ে কিবা ফল ?

নবমীর সন্ধ্যা

১

নির্ঝিট—একতারা

তুমি মোর কামনা, তুমি আরাধনা,
 হস্ত বাঙ্কা নাহি করি, মা ।
 তুমি পূজা-ধ্যান, তুমি চিন্তা-জ্ঞান,
 তুমি প্রাণের অসীমতী, মা ।

মীনের জীবন যেমন চগুড়ীর ভলে,
 শস্যজীবীর জীবন সমীর-মণ্ডলে,
 তেমনি তোমাব মাঝে, জীবন ডুবে আছে,
 তোমাতেই বাঁচি, মরি, মা ।

ফল শূন্য তরু যেমন শোভাহীন,
 পুষ্পহীন উদ্যান যেমন দিমলিন,
 তেমনি তোমা দিনা, রাজবাণী দীনা,
 শুধু । আসাব আলো প্রাণ ধরি, মা ।

বুক ফেটে যাবে, উমা, যখন যাবি,
 আর তোরে আনন্দ না, কহু মনে ভাবি,
 তোরে হ'য়ে তারা, এতই কষ্টে, তারা,
 তবু ঐ মায়ায় পড়ি, মা ।

না মিটিল ক্ষুধা, না মিটিল তৃষা,
 ঘনাইল কাল নবমীর নিশা,
 এই চুখ-পারাবার, কিমে হব পার ?
 চাতে কালু, পদতরী, মা ।

২

বেহাগ—একতালা

নৌগয়া পিয়ার না মিটিতে, উমা,
 বছরের যতন হও অদর্শন,
 'মা' ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিরা,
 নিশ্চয় হয়, মা, অভাগীর ভরন ।

কোলে নিয়ে আমার না জুড়াতে বৃক,
 কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিনুৎ,
 (আমার) বছরের আগুনে স্তূতাহতি দিয়ে,
 পাখান হ'য়ে, কর কৈলাসে গমন ।

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাক,
 স্বপ্নের সাথে শঙ্কা, কখন না হারাই !
 (এষ্ট) আকাশ হ'তে যদি, কখন কৈলাসে শয়ন
 কৈলাসের আকাশে সমুদ্র তৈরন ।

কান্ধার এসে আমার করবি শঙ্কাজ্ঞ ?
 এত ভাগ্য কোথায় ? কি ক'রেছি পুনা ?
 তোর আগমনানন্দে বিরহের আওক
 জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাউনে জাহানন ।

কত কি যাওয়ায়, সব ভুলে যাই,
 নদ ব্যাকুল হিরা, স্মৃতি ভাল নাই,
 গৌরি ! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
 আমার পক্ষে বিধান অস্ত্র-বরিসণ ।

ঐ অস্ত্র গেল অকরণ রবি,
 নবমীর শব্দী, পায়ালের ছবি
 ঐ দেখা যায়,—আর কোলে আর,
 কান্ত বলে, মা, আর করিলেন বেদন ।

নবমী-নিশীথ

১

শাপাঙ্ক—একতারা

নবমী-নিশায় নগর নীড়ব,
আনন্দ-সঙ্গীত খেমে গেছে সব,
একটা পটাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল-শঙ্খ ।

কস্যোন্ন-কর্ষণা-পালন-নিবৃত্ত
নবমী শরীর কি বিষাদ ব্রত ।
গ্রিষ্ট, মলিন, অবসন্ন কত !
সুগভীর কি কলঙ্ক !

বিষাদ চিমির মাথার কারছা,
মৌন ওরুগণ আছে দাড়াইয়া,
নাচে না ময়ূরী, মুক জামা, শুক,
নিশাকালে উড়ে কঙ্ক ।

শুক বিহগ গিয়েছে কুলায়,
শুক কুসুম লুটিছে ধুলায়,
উষা-পরকাশে মা যাবে কৈলাসে,
প্রাণে প্রাণে কি আতঙ্ক !

আনন্দময়ী মা নিরানন্দ ক'রে,
যাবেন ভারিতে গলি-শঙ্ক করে,
কাস্ত বলে, জাগে মায়ের প্রসঙ্গে,
নগবাসী—অসংখ্য ।

২

পিলু—৪৭

তুই তো মা আমারি মেয়ে,
জন্ম নিলি এই জঠরে,
(তবু) মনে হয়, কেউ গানের মত
সেখেছে তিন দিনের তরে ।

সে তিনটি দিন যেই ফুরাবে,
যার জিনিস সে নিয়ে যাবে,
(আমি) শাকের মত, কোকিল-শিশু
পালন করি নিজের গরে ।

তুই ছাড়া নাই উপলক্ষ,
(আর) কিছু নাই জুড়াতে বক্ষ,
তুই এসে ডাকবি 'মা' বলে,
এই আশে, মা, যাই না ম'রে ।

চির দিনের নিয়ম আছে,
মেয়ে যায়, মা, স্বামীর কাছে,
কেন্না মা মেয়ে বেঁধে রাখে ?
স্বামীর ঘর তো সবাই করে ।

(কিন্তু) মা পাবে তিনটে দিন খালি,
এইটে তুই নূতন দেখালি ;
(ও মা) এমন অটল, নিষ্ঠুর বিধান
নাইক কোথাও চরাচরে ।

আমার মনের হুখে আসে কথা,
পাসনে, উমা, প্রাণে ব্যথা ;
কাল বলে, রাণীর খেদে
জগন্মাতার অশ্রু করে ।

৩

ললিত—আড়াঠেকা

আজি নিশা অবসানে, উমা মোর কৈলাসে যাবে ;
নরনারী, পশুপাখী, তরুলতা মা হারাবে ।

কে খণ্ডায়ে বিধির বিধি,
কাল রাখিবে উমা-নিধি ?
কাল প্রাতঃকালে, কালের মত,
মহাকাল এসে পাড়াবে !

দে, সকল কথা শুনতে পারে,
উমায় রাখা শুনবে মা রে,
পাখাণ গলে, শিব টলে না—
এমনি কঠিন প্রাণ ।

‘আশুতোষ’ নাম কে রেখেছে ?
এমন নিষ্ঠুর কে দেখেছে ?
শুনতে পাই, দে সংহার-কর্তা,
তার কাছে কে দয়া পাবে ?

কত না ‘তপস্যা করি’,
পূজিছিলাম মহেশ্বরী ;
তারি ফলে, উমা কোলে
দিখেছেন বিধি ।

হায়রে, কেমন কপট দাতা,
দে ওয়া কেবল ছুতোনাতা ;
কাস্ত বলে, এত কষ্ট !—
যেহে ভবে কে আর চাবে ?

নবমী-নিশার শেষ ঘাম

১

বেলাগ—আড়াঠেকা

নীলব অবনী, রাণীর উমা ফোলে ;
একান্ত বিবশা, ভাসে নয়নজলে ।

কাল হবে যে গৌরীহারী,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে হ'ল সারা,
অভাগিনী বাণীর হুখে পাষণ যায় গ'লে ।

রাণী ক্ষণে চাহে পূর্বাকাশে,
ধর ধর কাঁপে এসে,
ক্ষণে চাহে মায়ানয়ীর মুখকমলে ।

ক্ষণে চেপে ধরে বুকে,
ক্ষণে চুম্ব ফুল মুখে,
“ভাগো রে হৃদিনীর বাছা, জাগো !” ব'লে ।

নয়নে পলক পড়ে,
ক্ষীণ দেহ-লতা নড়ে,
তাতে অশ্রু,—দৃষ্টিনাশা পলে পলে ।

“ভাল উড়ে যাবে প্রানের পার্বী,
ভাল ক'রে দেখে রাণি,”
ব'লে, রাণী কেন্দ্রে লুঠে ধরাভলে ।

প্রভাতে উদিলে রবি,
ধুয়ে মুছে যাবে সবই,
স্রব, শাস্তি যাদের সাথে যাবে চ'লে ।

বিবশা' লুটায়ে ধরা,
বলে, "জাগ, মা, তুখ-পাশরা !
'মা' ব'লে ডাক, সব ফুরাবে প্রভাত হ'লে ।

রাত পোহায়, মা, নন্দন মেল,
'মা, মা' বল, সময় গেল ,
তুনে রাখি, তুবো না তো, এ দুখে ম'লে ।"

কাস্ত বলে, সব শিখরে,
বে জাগ্রৎ চিরন্তরে,
সেই মা ঘুমায় মায়ের বুকে, কি লীলাব ছলে ।

২

বানেশা—ঠুংরি

আজি নিশা হযো না প্রভাত ,
পীড়িত মনমে আব দিও ন' আঘাত ।

একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিভাস্ত শোকাস্ত, বর রূপদৃষ্টি-পাত ।

পরিশ্রান্ত-কলেবর হে কাল ! বিশ্রাম কব,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত ;

আমি তো জানি হে সন, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মত, গতি মন্দ হয়, নাথ !

উজল নক্ষত্ররাজি মলিন হযো না আজি,
এব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প, নিবাত ;

তোমরা পশ্চিমাকাশে, চলিলে তো উষা আসে,
তোমরা মলিন হ'লে, শিরে বজ্রাঘাত ।

চিরনিষ্করের ছবি, দশমী-প্রভাত-রবি !
তুইও কি উদিত হবি ? বিধিব জন্মদ ।

কান্ত বলে, বাজমহিষি । পায় না যাবে যোগিঋষি,
তিন দিন সে তোমার বৃকে, 'তবু অক্ষপাত ?

৩

জাগ রে দামদামি ।
জাগ রে প্রতিদামি ।
দেখ রে কাছে আমি'
ফেটে যে গেল বৃক ।

আর রে আর কাছে,
আর কি রাত্রি আছে ।
বাজমহিষী হ'য়ে
দেখে যা কত স্তম্ভ !

যাহারে পান ব'লে
বছরে ঘুম নাই,
যাহারে বৃকে পেলে,
নিখিল ভুলে যাই,

যে চ'লে যাবে ভয়ে,
মরণ আগে চাই !
বিধাতা নেবে তারে,
চাবে না মার মুখ ।

সয়েছি কত বার,
নতন এই নয়,
আমার এ সঙ্গী-দুখ,
তথাপি নাহি সয় ;

প্রতি শরতে দেন,
কত নতন হয়,
মায়ের প্রাণ ল'য়ে,
বিধির এ কৌতুক ।

জাগ রে শুক, সারি,
হংসি, শিখি, ধেতু !
মাথায় নে রে গোরী,
মায়ের পদ-রেণু ;

বরষ প'ড়ে আছে,
কে মবে, কেবা বাচে,
বিদার নিরে রাখ্,
চেপে মনের দুখ ।

কাস্ত বলে, উমা
উজল রাঙ্গা-শশী,
হাসিছে হিমগিবি—
ভবনাকাশে বসি ;

চকিতে দশমীতে,
নয়ন পালটিতে,
পূর্ণগ্রাস করে
সে রাহু পঞ্চমুখ !

৪

কীৰ্ত্তনের স্বর—কাওয়ালী

(অগদম্বার আগরণ)

(রাগীর উক্তি)

যামিনী হইল ভোব,
বৃকের শোণিতে মোর
লোহিত হইবে উষাকাল গো ।

আমারি জীবন ল'য়ে,
কৈলাস সজ্জীব হ'য়ে,
তোমা পেবে, কবিবে উল্লাস গো ।

আমারি নন্দন-বারি
পূরিয়া কলসী, ঝারি,
সপজ্জব, যাহাব মঙ্গল গো,—

দুয়ারে রাখিবে সবে,
আজিনাতে তুমি হবে,
বাড়াইবে চরণকমল গো ।

সঙ্কল্প মরম মম
বরণের ডালা সম,
তাই দিবে তোমায়ে বরিবে গো ,

প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রাণ,
পঞ্চপ্রদীপ সমান,
যাত্রাকালে দন্ধিণে ধরিবে গো ।

আমারই রোমন্থন

শুনিবি, মা, দিনযনি !

যাযার মঞ্চল-বান্ধ রূপে গো ;

তুষিত নয়ন মোর,

পথের প্রহরী হোব,

সাথে সাথে যাবে চূপে চূপে গো ।

উমা, কুই মহামান,

অনাদি কালের জায়া,

বাথ্ আজ শিশুরে ধরিয়া গো ;

জননী'র অন্তরে,

কব্ কালচক্রেরাধ,

স্বপ্নে বাস্তব, চরণে পড়িয়া গো ।

দশমীর প্রভাত

কাঁঠন ভাঙা গুণ—জলদ একতালা

(কুসুম-দীপ উজ্জ্বল হইতে পায় ও গেম)

চির-অকল্যাণ, প্রকল ৬, ৭

দরশন দিল ধীরে ;

লোহিত, নব বাগ উন্মিল,

পূর্ব-গগন-তীরে ।

হিমগিরি-অধিরাজ-নগর

ভিত্তি উপল-কৃত্ত ;

গগনে সূর্য্য, ভবনে শত্ৰু,—

কল্পিত, অতি কৃত্ত ।

শক্তিহীন, দুর্বল হর,

শক্তি-মাত্র চাহে ;

গৌরী-গত-প্রাণ নগর

মথিছে রুদ্ধ দাহে ।

রক্তাচল, শনিশেখর,

শব্দ, শিখ, শাস্ত ;

কাল-মদুশ ভাবি, ভীত

গিরি-পুরজন, ভ্রান্ত ।

ক্ষণ-ভঙ্গুর-বিশ্ব-বিন্ধ,

পরম-পুরুষ, শিখ ;

বিজিতে প্রিয়, আশ্রয়ে হার,

চির-অকলুষ-নিক ;

জ্যোতির্ষয়, সেই অনঘ,

সর্বদেব পুত্র্য ;

(যেন) উদিল নগরে, চিরনিষ্কর,

‘অপর দশমী-সূর্য্য !’

নয়ন সলিলে চরণ দৌত

করিল অচল-রাণী ;

কান্ত বলিছে, হর-পার্বতী

‘স্মৃতিতে মিলাও আনি’ ।

শঙ্করের প্রতি মেনকা

রামকৈলী—কাণ্ডালী

ভূমি, 'আন্তোহান' নাম যদি রাখ'

শঙ্কর, ভিক্ষা মাগি চরণে,—

প্রাণরূপে, হিমগিরি-ভবনে

রেখে যাও তে, জীস্ম-ধনে ।

'স হার-কালী' নাম যদি,

হবে 'ত্ৰিপুৰাশ্বত, এ মিনতি,—

জল পানি' হবে, হার্মি' এ মরমে,

গৌরীরে ল'য়ে যাও নিজ ভবনে ।

'স্বপ্নানচাদী' যদি তে ভূমি,

হিমগিরিপুৰ, প'দি' শবের ভূমি,

ত্রিষ্ট গিরিপুৰে, গৌরীরে ল'বে স্থপে,

এ গিরি-মহিষী শব-আশনে ।

'মৃত্যুঞ্জয়' যদি নাম তব,

নিবার মরণভয়, শঙ্কু, ভব !

নাম যদি 'হর', কান্তের দুঃখ হর,

শিব, ককণা কর, আর্জনে

শঙ্করের প্রত্যুত্তর

১

শিল্প—গড়গেমটা ১

মা, তুমি ভাবছ মনে,

“এত কাদি, শিব টলে না,”

চেননি নিজের যেয়ে,

ওষ কে, তা কেউ বলে না।

তিন দিন বন্ধ ক'বে,

রাখ, মা, নিজের ঘরে,

জগতের কাজ ভেঙ্গে যদি,

আমার কাজের ফল ফলে না।

তোমারে ভালবেদে,

ও হেথা থাকে এমন,

একাকী শিব কিছু নহে,

আমার দ্বিগুণ কাজ চলে না।

ব'স্ব কি আমাব করে,

বাড়ীঘর সবই নষ্ট,—

শক্তিহীন ত'বে, আমাব

যবে মীনেব দীপ জলে না।

কাস্ত কয়, ভব-কথা।

ছড়ান্ শিব যথা ওথা ;

জননীর মেহের কাছে,

ওসব কথায় ভাল গলে না।

২

হাঙ্গীর—কাণ্ডিয়ালী

ঐ চঃখতরণ ব্রাহ্মচরণসুগল,
পাই যে মা,—কোটি-কল্প-তপস্কার ফল ।

তুমি ও যে কল্যা-জ্ঞানে,
মগন উঠারি ব্যানে ;—
আমি, তোমারি স্তম্ভ, নতি জামাতা কেবল ।

বিশ্ব-সংসারের কাজে,
বিশ্বের সমস্ত মাঝে,
বাঁচাইন বিশ্বচক্র অদল, বিকল ;

জননি, তোমার ঘরে
স্নেহে গেছে বঁধা প'ড়ে,
বাহুতে কি পাবে, এর বেগ এক পল ?

আমি উপলক্ষ মাত্র,
স্বপ্ন প্রদ অকুসার,
আমি করে নিলে দাই, কে বলে, মা, বল ।

অকুবোধ করা মিছে ;
না বুকে ঠাদ, মা, নিজে,
বাত্ম্যের সময় গেল, মোছ আঁখি-জল ।

কান্ত বলে, ও শব্দে
পূর্ণরূপ আসে মনে,
বিরহে তন্ময়ীধবা হেরে সিদ্ধ-দল !

রাগীর অভিমান

ভৈরবী—কাওয়ালী

(শব্দের প্রতি)

অন্ত বুঝিতে না চাই, বুঝে কাজ কি আমার ?
রাখিবে না—নিষে যাবে, বুঝিয়াছি সার ।

ধরেছ কি রুহ-পেশ !
পাব না যে রূপ-লেশ,
বুঝিয়া, বেঁধেছি বুক, দ্রুপ নাহি আশ ।

মার বুক ধাক্কা দিলে,
তারে দূরে ঝেঁলে ফেলে,
ছেলে নেবে, কাল ছাড়, সঁপা আছে ক'র ?

কালের সহজ মন,
ছিঁচিঁয়া পীড়িত মন,
নিষে দায়, পড়ে থাকে ব্যর্থ হাঙ্গার !

নিখ-প্রয়োজনে যাবে,
মা কেবল মিছে ভাবে ;
মাত্র স্নেহ লুপ্ত হবে, দৃষ্টান্তে উমার

কান্দ বলে, এঁকি কষ্ট,
হোক অস্ত কাজ নষ্ট ;
মায়ের স্নেহের জ্বর হোক না, এবার !

যুগল-রূপ

কৌন্তনের ঘর — কাণ্ডালী

মাণিকের চতুর্দোলে, যুগল-মাণিক দোলে,
 দুবনমেহন রূপ পরিয়া,
 শূণ্ডে দেব দেবীগণ কবে পুষ্প বরিষণ,
 “জয় হর-গৌরী !” ধ্বনি করিয়া ।

শি ত-মরোরুপ-পাশে, হেম-কমলিনী হাসে,
 (আছে) ভক ভক্তের পদে পড়িয়া ;
 রক্ত-কনকচল, বরিতেছে ঝলমল,
 মন্দাকিনী-সারা যাত্রা করিয়া ।

হেরি সে মোহন ছবি, স্থির দক্ষমীর রবি,
 শূণ্ডে পাখী যেও নারে পরিয়া ;
 নিখর হইল ভক্ত, তটিনীর নাহি শব্দ,
 স্রোত আর ঢেউ গেল মরিয়া ।

সমীর হইল ধীর, তরু না দেখায় শির,
 স্পন্দহীন পশু ভ্রমে পড়িয়া ;
 দিকপাল-বধূগণ, নাগকন্যা অগণন,
 আশ্রিয়াছে দিতে দোহে বরিয়া ।

চেয়ে আছে ত্রিভুবন, ভাব-সিদ্ধ-নিমগন
 কে নিয়েছে অহা পান করিয়া ;
 স্পন্দহীন দেহ-প্রাণ রূপস্থধা করে পান,
 তৃষিত নয়ন-মন ভরিয়া ।

বেশি দিন আর, নাই, মা, আমার,
তোমা ছাড়া হ'তে পারি ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আয় শেষ হ'ল,
আর না কাঁদিতে পারি ।

কৈলাসের সেই তানন্দ-রাজ্যে,
মাগে নে, মা, দুখিনীয়ে ;
ও মুখ দেখিলে, 'মা,' ডাক শুনিব,
আনিতে চাব না, ফিরে ।

কামনা সাগর-তীরে এসে শুধু
কাঁদে, আব'বেলা নাই ;—
অশ্রু-ধারা, মা, ও স্তম্ভ অধরে
সারো ক'বে নিভে যাই ।

যাত্রা

অগ্নেয় — ওকতাল

সবে সাজাইল অঙ্গিনাথ,
খানি নিকা চত যাত্রাব মঙ্গল,
শুভ্র ধাতু, আর নব হুকাদল,
দীপ সুষোভন, বজ্রত, কাঞ্চন,
পুষ্প, দদি, মধু তায় ।

গন্ধোদ্বকপূর্ণ হেম কুন্ত শত,
পল্লবে, চন্দনে, মাঝে আছে কত,
দিব্য স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, কেতু অগণন
উজ্জিছে দক্ষিণা বায়

ছাবের বাহিরে শত খেয়, বৎস,
 লিন্দুর-প্রলিপ্ত নানাজাতি মৎস্ত,
 বুধ, অশ্ব, করী, রাখে শ্রেণী করি,
 তারাও নিশ্চন্দ-প্রায়

বন্দী, চারপেয়া রাজার ইচ্ছাতে,
 কাঁদাইল সব, বিদায়-সঙ্গীতে,
 কি করণ বাস্তব ঘোষিল নগরে—
 “জননী কৈলাসে যায় !”

জগদ্ধাত্রী, যিনি পালেন অবনী,
 রাণী দেন তাঁর বদনে নবনী,
 নয়নে কঙ্কল, ললাটে সিন্দূর,
 যাবক, রাতুল পায়

“ভবের পথে হবে জীবের মঙ্গল,”
 ব’লে, যে মা দেন পথের সঞ্চল,
 তাঁর পথের সঞ্চল রাণী দিলেন বেধে,
 মায়ের লীলা বোঝা দায় ।

করেন আশীর্বাদ, নয়নের জলে,
 “চিরজীবী হোক মহাজন্য,” ব’লে,
 বাম-পদধূলি, দেন মাথে তুলি’,
 কান্দ সাথে বেতে চায়

যাত্রা

কৌন্তন ভাঙ্গা ঘর—কাওয়ালী

জগত-কুশল-রূপ, রজত-সচল-স্তূপ,
আগে যান অদ্বৈত শরর ;
পশ্চাতে নন্দীর কোলে, উমার গণেশ দোলে,
দেবশিশু পরম স্নন্দর ।

কেশরি-উপরে বসি', মাঝে যান উমাশলী,
রূপে ঝল ঝল পথ-ঘাট ;
ভেঙ্গে গিরিপুত্র হ'তে লাগি' লাগি' পথে পথে
কৈলাসে চলিল চাঁদের ছাট ।

হেরি' যেনে চন্দ্র হেন, মধ্যাহ্ন-মার্গগু হেন,
অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইল ;
দ্বিমালয়-জনপদ, শূক-উৎস-নদী-নদ,
আচম্বিতে তিমিরে ডুবিল ।

শারদ-পূর্ণিমা নিশা :— লক্ষ চকোরের তৃষা
মিটায়, হাসিতেছিল রাকা ;
জলদ ভীষণকার খাইল রাহুর প্রায়,
ফুল শলী প'ড়ে গেল ঢাকা ।

বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ, আলো করি' অস্তরীক্ষ,
লক্ষ লক্ষ সুরভিত ফুলে,—
যেন বে দীডায়ে ছিল, সে শোভা কে হ'রে নিল,
মুহূর্ত্তে সমস্ত ফুল তুলে' ।

স্বর্গের স্বর্ষমা-সদ্র, কোটি কোটি ফুল পদ্ম
 ফুটেছিল সরোবর জলে ;
 অকস্মাৎ প্রভঞ্জন ক'রে নিল উৎপাটন,
 ছিন্ন বৃক্ষ প'ড়ে র'ল তলে ।

হিমালয় শৃঙ্গপ্রাণ, উৎসব-আনন্দ-গান
 অকস্মাৎ কে লইল কেড়ে ?
 কাছ বলে, পুরী স্তম্ভ, নাহি স্পন্দ, নাহি শব্দ,
 রাজলক্ষ্মী গেল রাজ্য ছেড়ে ।

রাণীর খেদ

(দশমী)

বারোহাটী—ঠুংরি

উমা) ছেড়ে গেছে অভাগিনী মায় ;
 (আমার) রোদনের অতীত দুখ, কে বুঝিবে হায় !
 (কত) কেঁদেছি চরণে ধ'রে, নিল না তে' সঙ্গে ক'রে ;
 উমাইন ভবনে কি ফিরে আসা যায় ?

বুঝি গো স'বে না বুকে, মরিব উমার দুখে,
 অথবা তইয়া র'ব পাগলিনী-প্রায় !

নয়মী-নিশীথ হ'তে ভেসেছিল অশ্রুস্রোতে,
 (আজ) গলা ধ'রে কেঁদে, উমা লইল বিদায় ।

সজল-বিষল-মুখে, বলে, “মা গো, তোম দুখে
 বড় ব্যথা পাই মখে, বড় কান্না পায় ;

(তুই) বেঁধেছিলি কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পারি তোরে,
(তবু) না গেলে নয়, তাই যেতে হয়, প্রাণ কি বেতে চায় ?

(আমি) আবার আস্বে কাদিস্ নে মা, আশায় এ
বুক বাঁধিস্ রে মা !”

ব'লে, উমা নিজ আঁচলে, মোর নয়ন মুছায় ।

কি স্নিগ্ধ-কল্পনা-মালা মুখ নিঃসঙ্গ ব্রাক্ষা,
এখনো নয়ন-আগে ভাসিধা পেড়ায় ।

মানস চক্রে পাই দেপিতে, তাতে তৃপ্তি হয় না চিতে,
(আমি) নয়ন, স্রুতি, পরশ দিয়ে, পেতে চাই উমায় ।

আকুল হ'য়ে কাল্প ভাবে, কেমন ক'রে বরষ বাবে ?
বাণী আর কি শরৎ পাবে, উমার ভরসায় ?

বাণীর খেদ

(দশমী)

সিদ্ধু ধামাজ—মধ্যমান

যদি কেঁদে কেঁদে এমন হয়, তাবা,

আমি নয়ন-তারি-হারা হ'য়ে,

হারা হই যদি নয়ন-তারি ;—

(এ তিন) দিনের দেখাও ফুরিয়ে যাবে,

অঙ্ক মা তোরা, হাত বাঁধাবে,

তখন, যেথা থাকিস্ আসিস্ কোলে,

(নইলে) ছুটবে বুকে বন্ধধারা ।

(আমি) তোর বিরহের দুখ-পাথারে,
ম'লাম ডুবে দেখলি না রে !

কান্ত বলে, প্রবোধ মিছে,

কই পাথারের কুল-কিনারা ?

রাণীর খেদ

(একাদশীর প্রভাত)

মিশ্র পাঞ্চাজ—একতাল

কাল, এখনো আমিবি কোলে ছিল,
'মা' ব'লে, কেঁদে, কি ব'লেছিল

আমার, আকুল বোদন, গভীর বোদন
দেখে দয়াময়ী গ'লেছিল ।

উমা, কাঁদিয়া বিবশা 'মা' ব'লে গো,
অলস মিশিল কাজলে গো,

আমি, মুছেচি হৃকল-আঁচলে গো ।

স্বার, বৃথি বাঁচিব না, শরত পাব না,
ভেবে মা আমার ট'লেছিল ।

আমার, মায়ের গায়ের গন্ধ গো,

এই, আঁচলে রয়েছে বন্ধ গো,

বেন, মন্দার-মকরন্দ গো ;

ঐ, চলুদ-কাজল-লিপ্ত আঁচল

(উড়ে) মার সাথে চ'লেছিল ।

আমার, বরষের স্মৃতি, তৃণভরা,
 চীর-পণ্ড ওই প'ড়ে ধরা,
 হর-গৌরী-পদ-ত্রেণু-ভরা ;—
 কান্ত বলে, ঐ কনকের পীঠ
 যুগলের পদ-তলে ছিল !

রাণীর খেদ

(একাদশীর সন্ধ্যা)

মিশ্র পাশ্চাত্য—কাওয়ালী

- (ঐ) মা-হারী হরিণ-শিশু চেয়ে আছে পথপানে,
 অশ্রু করিছে শুধু, কাতর চ'নয়ানে
- (ঐ) হৃদ-সারস-কুল, মলিন যুগে,
 বুকাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
 কি সোহাগে খেতে দিত, অন্ন নয়, যে অমৃত,
 সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিবে ক'ণে ।
- (ঐ) শুক, জামা এ ক'দিন “মা,” “মা,” ব'লে,
 প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে ;
 চ'লে গেছে নয়ন-ভারা, আহার ছেড়েচে তারা,
- (যেন) ভিজ্জাসে নীরব ভাষে, “মা গিয়েছে কোন্ খানে ?”

নয়নের মণি, সে যে সকলেব প্রাণ,
 চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব অশ্রান ;—
 কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার !
 কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে ।

বিশ্রাম

একটি জিনিস এলনা ভাই দেখে গণ্ডগোল

পূজোএল, তারি সঙ্গে সবই এল আনাব,
পেঁচা, ময়ূর, সিংহ, ইঁহর, ঘাঁড়টা এল বাবার ।
হাতীমুখো গণেশ এল, টেড্ডিকাটা কুমার,
লক্ষী সরস্বতী এল ডাইনে বাসে উমার ।
দশহাতে দশ অস্ত্র এল, সাপ এল আর হস্তর,
(মালাকার আর কুমোর ভাখাব ওস্তাদিব নাট কতর),
পুষ্পবিষপত্র এল, কাসর, ঘন্টা, শাখ,
ঢোল এল আব শানাই এল, মস্ত বস্ত ঢাক ।
ধূপধুনো নৈবেদ্য এল, এল হলুধনি,
গরীব লোকের এল পাস, মোম আনলেন ধনী ।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল ।

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূৰ্খ পুজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, শিশুকাচের স্ফটক ।
ব্রহ্মী নামাবলী এল মিঠানত্নার সাক্ষী,
“ইদং ধূপ”, এবন্দ্রকাব এল শুদ্ধ বাক্যি ।
কলসী, বাটি, থালা এল, পুরোহিতেন প্রাপ্য,
যজ্ঞমানের বাপাস্ত্র এল, ছিল যেটা যাপ্য ।
খোলাই করা পৈতে এল, গঙ্গামাটির ফোটা,
'কারণ' ক'তে whisky এল, আব ক' বোতল টোডা ।
ব্রাহ্মণদের ফলার এল, বিধবাদের উপোস,
পকেট কাটার কাঁচি এল, বদমাইসের মুখোস ।
শাকের এল দীঘা তব্লা, বৈরাগীদের খোল,
কেবল একটি জিনিস এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল ।

কর্তার এল আকাশডাঙ্গা জলের মত খরচ,
(কতক প্রকার খরচা আদায়, কতক খতে করজ),
আর এল ডলনের ছতো, ল্যাভেণ্ডার আর আতর,
ঢাকাই ফরাডাঙ্গা ধুতি শাদ্বিপুরে চাদর।
Greenseal, lemonade, ginger এল ডজন কুড়ি,
Cake, biscuit, Burma cigar এল দু'দশ খুড়ি।
তারি সঙ্গে এল বাবুব বাবুর্জি 'বমজান',
আগে চ'লত **beef**টা বেশী, ইদানীং কম পান।
পাণেতে এয়ারকি এল, শাইরে এল চটক,
হোয়াঞ্চ কস্তে মদেল এয়ার, এল বিপুল কটক।
ভালের মুখে এল, 'মাইকি', 'ফাদু', 'আম'বে ঘাতি' শোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গুণগোল।

ছেলেদের সব পোশাক এল চকমকে তার বং,
কাঁকো গায়ে লাগল ভ'ল, কানে জব্দজব্দ।
বেলনা, কাশী, চিনের পুতুল, কলেব রেলেব গাড়ী,
মেয়েদের সব যে মিজ ডায়েট, এল পাণী সান্ডি।
সার্ট কোট, আর দু'তিন ডজন এল **silk**এর যে জাই,
টিলের বাটি, কাচের গেলান এল বাক্স বোঝাই।
চুড়ি এল, সাবান এল, এল কুস্তলীন,
কেশরজন, জবাকুস্তম, এল কেরোসিন।
বুদ্ধের এল চুলের কলপ, যুবার এল অটো,
ছুটিহীন কেরাণীর গিল্লির কাছে এল ফটো।
প্রাণের প্রেমটো থাক্ বা না থাক্ বাইরে এস 'কোল',
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গুণগোল।

'সাপ্তাহিকের' এল মজার স্তম্ভ উপহাস,
নিকি মূল্যের বিজ্ঞাপন এল দশ হাজার।

জিয়ার রেল বাতায়ানের এল অর্ধ ডাড়া,
 বরণ এল তাঁদের, গিরির গুহনা নেন্নি বাঁরা ।
 গুহনা, কাপড়, ঔষধ আদির এল heavy bill,
 সৎসরের নিকেশ এল, এল তহবিল মিল ।
 দোকানদারের নূতন চালান, এল বস্তা বস্তা ।
 (তার) অধিকাংশই বাইরে সোনা, ভিতরে নিরেট দস্তা ।
 বিরহ আর মিলন এল, এল হাসি কান্না,
 বার্ষিক নিতে গুরু এলেন, স্বপাক ভিন্ন খান না ।
 স্বাস্থ্য, খেমটা, চপ এল, আর এল কবির ঢোল,
 কেবল একটু জিনিষ এল না ডাই দেখে গুণগোল ।

স্বর্গের খবর

আমাদের, স্বর্গের সহযোগিনী, 'দেবলোক হিষ্ট্রিসিগী'র
 গত সন্তাহের ইন্ত প'ড়ে,
 জানা গেল খবর মন্দ, কাগজট' বৃষ্টি হ'ল বন্ধ,
 বড় বিপদ দেবের ঘবে ঘরে ।
 তাঁদের পুরাতন সংবাদদাতা, সুযোগ্য নারদ দ্বাতা,
 মারা গেছেন তিন দিনের জ্বরে,
 আর, সম্পাদক গনেশ ঠাকুর, হেঁটে যেতে কৈলাসপুর,
 পা ভেঙেছেন হোঁচট' খেয়ে প'ড়ে ।
 কাক্তিকের বড় ছেলেটি, শরুকাশে কাজ করেন যেটি,
 লাম্বক ছেলে বড় রোজগেরে,
 দুঃখের সংবাদ বটে, গিয়েছে তার মাথা কেটে,
 হোরাইজন্ট্যাল বার থেকে প'ড়ে ।
 আঙনে পুড়েছেন ব্রহ্মা, দালান চাপায় নিষ্করুণা,
 বরুণ সে দিন জলে ডুবে মরে,
 'আর, বম রাজা মহিষের সিন্ধে, অচিরে ফুটকৈছেন সিন্ধে,
 পবন ঠাকুর মারা গেছেন বড়ে ।

ইন্ড্রের বড় বিষম হানি, সব চোখে পড়েছে ছানি,
অধিনীকুমার দেখেন অস্ত্র করে,
আর, প'ড়ে প'ড়ে রাতি জাগি, মরুভূমি দেবীর নাকি,
বড়ই বেজায় মাথা ঘোরে ।
কেউ বোঝেনা নারীর ব্যথা, অহল্যা আর ইন্ড্রের কথা,
শচীর কাণে দিয়েছে কোন্ চরে !
শুনে বলেন, 'উহ উহ', দ্বিষ্টিকি কিছু মুহূর্ত্ত,
তুলেছেন সব মহাব্যস্ত ক'রে ।
ধনুসরী ডাক্তার, দেশে দেশে ডাক তাঁর,
হাত যশে ভুবন ছিল ভ'রে,
বহুদর্শী লোকটা যন্ত, হ'য়ে দুই তিন দাস্ত,
পটোল তুলেছেন চির তরে ।
ভার হয়েছে স্বর্গে টেকা, বিউবনিক মগ্ন দে'ছে দেখা,
আগে এসে মৃত্যুজ্ঞে ধরে,
হয়েছে কিছু কঠিন শোকটা, বহুকালের পুরাণো লোকটা,
মারা গেছেন চক্ষিণ ঘণ্টার পবে ।
পড়েছে কি চতুর্দশ দশা, সর্পাঘাতে মা মনসা,
ম'রে আছেন নিজেই শয়ন ঘরে,
হয়েছে কি সর্বনাশই, বসন্তে শীতলা মাসী,
মারা গেছেন বুধবারের ভোরে ।
এ দিকে বিপদ ভারি, ডাকাতি কুবেরের বাড়ী,
তমস্কের ভার কার্তিকের উপরে,
ডাকাতির কিনারা হয় না, দিকপালেরা মাইনে পাষ না,
কখন যেন তারাও চাকরী ছাড়ে ।
অন্নপূর্ণা রাধ'তে গিরে, কেলেছেন হাত পা পুড়িয়ে,
চাল নাকি বেড়েছে লক্ষীর ঘরে,
আর চিত্রগুপ্ত দিতে নিকেশ, হয়েছে তাঁর দক্ষা নিকেশ,
স্ববলগ টাকায় টেকেছেন এবারে ।

(২)

উল্লসে ছুটতে থাকুন কালীপ্রসাদ দত্ত,
এই ফাঁকে নেয়া থাক তাঁর একটুখানি তব ।
তিনি একজন বি, এল, ও আইনটা চাতের তেলো,
(যদিও তাতে আমাদের কি বেশী এল গেল),
কারণ নাই তাঁর পসার, আর বাজার যেমন কসার,
শেষ থাকতনা দত্তের পো'র সাফল্য চক্ষুশার,
যদি না পেতেন সাধার্য তাঁর মহাল খসুর মশা'র ।

(৩)

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালীপ্রসাদ দত্ত,
তিনি চলেছেন—যেন এক ঐশ্বর্যবত মত্ত,
পায়ে বিগিতি বিনামা, গ'রে বেডে একটি জামা,
নিজের উপাঙ্কনের ? না, না ! খসুরের প্রদত্ত ।
আর এই দ্রুত গ'তীল জীবন,—নিঃসন্দেহ,
যদি শুকতে পেতেন বদন, ধ্রুং পেতেন মদের গন্ধ ।

(৪)

Municipal election এর meeting হবে কল্যা,
এই আর কি দত্তের পোকে কি এক ভূতে ধরুলো
'ক্যান্ডিডেট'এ পটু, ভারী দত্তের বটু,
কাককে বলেন বাপু সোনা, কাককে বলেন কটু ।
আজ করিমবক্স হাজীর, বাড়ী গিয়ে হাজির,
তার বড় চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির,
আর সে নিজে হচ্ছে সঙ্গী হেমাভূষা কাজীর ।

(৫)

ক'রে শুকতর ভোজন, কেবল কচ্ছিলেন হাই মোচন,
নল একটা মুখে দিয়ে দীর্ঘ দু'তিন বোজন,
আর পাখা নিয়ে হুঁড়িতে হাজী কচ্ছিলেন ব্যজন ।

ধরা কাঁপাতে কাঁপাতে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে,
(হোঁচোট খেয়ে বজ্র ব্যথা লেগেছে বা পা'তে),
প্রবেশিলেন দস্তনন্দন যেন এক “হাবাতে” ।

(৬)

হঠাৎ গৃহমধ্যে বুঝে দস্তজীর দস্তা,
চমকে উঠে বলে হাজী, “একি বাবুজী, কত্না,
আদাব ! ব্যাপারটা কি ? খেপে উঠলেন নাকি ?
পায়ে মণ্ডেক ধুলো, আর এই চপ্পরে বোদ,
এমন সময় হাজির স্বয়ং হজরত খোদা ।”
দিয়ে প্রতিশ্রুতি লাম, দস্ত বলেন, “গেলাম,
(হার) মিউনিসিপালিটির বন্ধোবস্তে কতই হোঁচোট গেলাম ।
বাপ্পের কি রাজ্জা, একেবারে নাস্তা-
নাবুদ হ'য়ে পেছি এমনি পচা সডক,
কাঁ কাঁ ক'রে ঘুরছে মাথা, উঠেছি যেন চডক” ।

(৭)

ক্রমে হাঁপছেড়ে, আসল কথা পেড়ে,
(আগে) দেখেন, “হাজি সাহেব, আপনার দাড়িটি বেড়ে,”
আর যদিও পেরেছি খবর, হাজী বেজাই জবর
কালো, কিন্তু দস্ত তখন দেখেন চম্বা দিয়ে,
নিভাজ তদে আলতা, কালো রংটা কেটে দিয়ে ।

(৮)

(তারপর) বেশ ধীরে ধীরে, গুজামি ফিকিবে,
সাপন উদ্বেগ দিলেন বুঝিয়ে হাজীরে ।
অর্থাৎ এই ত কথা মোট, যে ক'রে সবাই জোট,
দস্তজীর কমিসনারীতে দিতে হচ্ছে ভোট ।
হাজী একটু বলেই, একটু চেষ্টা করেই,
হয়ে যাবে,—এই দশমুদ্রা হাজীর জল খেতে ;
(হাজী) হস্তমুখে চাক্তি ক'টি নিলেন হাত পেতে ।

(৯)

তখন হেসে বলেন হাজী, “বাবু, আমি ত খুব রাজি,
আপনার লাগি ডেটি সংগ্রহে বেরোবো আমি আজই,
করবেন নাক’ চিন্তে, আমায় পারেননি চিন্তে,
‘আরে খোদাতালা, আপনার সাথে কার পালা ?
দেখবেন কাল সভাতে কি কাণ্ড করেন ‘আলা,
আর হুপুর ঘোদে বাড়ী বাড়ী করবেন নাক ইলা ।”

(১০)

যদিও শুনে হাজীর কথা কতকটা কম্‌ল পারের ব্যথা,
দস্তনন্দন, হলেন না নিঃশব্দ সঙ্গীতা ।
ওখান থেকে উঠে পাড়ার সকল বাড়ী খুঁটে,
পায়ের ধুলো গায়ে লম্বা বেড়ান দ্রুত ছুটে ।

(১১)

তিলি পুত্র নফরা, আর শাড়ীর নন্দন গোবরা,
পুলিন ঘোষ, আর মিছা তাঁতী, নন্দরচাঁদ কুমোর,
জয়চন্দ্র দাশ, আর কনুপুত্র উমোর,
বন্দিশ চামার, আর ঝড়ুলাল কামার,
আরো কত অ’ছে ওত মনে নাইক আমার ।

(১২)

বাড়ী বাড়ী গিয়ে, দস্ত প্রবোধিয়ে,
আরো ভ্রাতাদের দেন আপন উদ্দেশ্য বুঝিয়ে,
পরে বলেন, “কালকে হবে মস্ত একটা সভা,
গিয়ে, ‘আমরা দস্তজিকে চাই’ এই কথাটি কবা ;
তোমাদের পাড়ায় যে সব পথ আছে নেহাৎ বদ,
নূতন ক’রে বাধিয়ে দেবো পুরা করে রদ ।
পুকুর কেটে দেবো আর দিয়ে দেবো কুয়ো,
আর পাইখানাতে থাকবে নাক একটুখানি—যো ।”

(১৩)

পরদিন হ'ল সভা, কি কব তার শোভা,
 পুঁথি বাড়ে, পাঠক ম'শার সঙ্গে করি বস।
 নানা রকম মাহুষ আর নানা রকম জাতি,
 নানা রকম কাপড় চোপড় নানা রকম ছাতি,
 নানা রকম মাথা আর নানা রকম কথা,
 নানা রকম গুণগোল, এই সকলের সমষ্টি,
 অর্থাৎ যোগফলে, হ'ল নে মহতী সভার সৃষ্টি ।

(১৭)

এক কোনে রাজী সাহেব ব'লে ভামাক খাচ্ছেন,
 আর উৎকর্ষিত দত্ত প্রভুর বদন পানে চাচ্ছেন ।
 এমনি একমুখে ম'গাই বলে, “রাজী সাহেবকে চাই,”
 দত্তপুত্রের নাম গন্ধ কারও মুখে নাই ।
 শুনেত দত্তজি, ভাবেন প্রাণে রাজি,
 “রাজ্যালেরে বাট' রাজি, বিজ্ঞানদাতক, নজ্জার ।
 হাব নব্ব—কি সঙ্গীনা ! পাল্লাই বীর্গ'গিব পথ ছাড় ।”

(১৪)

রাজী বলেন, “কোথা যান, আরে শুধন দত্ত মশাই,
 আপনার মত বুদ্ধিমানের এমনিতর দশাই ।”
 দত্ত বলেন, “রাজি, তুমি অতি পাতি,
 টাকা দশটা না দিলে প্রাণটা যাবে আজই ।”
 সুশোভুঘির আকার দেখে প'ড়ে মাঝামাঝি,
 সবাই দেখে থামিয়ে, দত্তকে দেব নামিয়ে,
 নির্ভি দিয়ে এই মাত্র পবর পেলাম আমি এ ।

কেরাণী-জীবন

টাকাটি ভাঙ্গলে হ'লে গুর তেলী
 পয়সা দাঙ্কে থাকে না ,
 মাসের দোন্‌রা, মুদি ও কাপড়ে
 হাথ্‌লাটি বাকি রাখে না ।
 সপ্তাহ গত ন' হ'লেই, যাত্র
 ম'ইনেটি সোজা উড়ি ,
 আর চিং হাত কেহ উপুড় করে না,
 মরি মনি মাথা খুঁড়িরা ।

আব ক'টা দিন মাসের যা থাকে
 চালান্‌তেও হ'ল লাকিতে ,
 তনি'র মণু কবুটি দেখি-
 জল খানে পে'ড়া আঁখিতে ।
 এ মাস গোদা'ল খান হ'ল নাকে,
 দিব এই মাস কাবারে,
 গোদা'ল বলিছে " + "ক'হে, লাবু?
 অত দেবী, ওরে বাবারে ।"

বলু বলে, "লাবু, তেলের নামটা
 চুকাইয়া দিলে হ'ল না ?"
 কাকরা বলিছে, "টাকা নাই, তবে
 কেন মাগ্‌ চায় গয়না ?"
 উর্ক সপ্তপুরুষের মুখে
 দিহ্মা ন বিধ খাজ,
 সেই ক'বে যায় পিতৃলোকের
 বিবিধ মাসিক শ্রাজ ।

জ্যেষ্ঠপুত্র বাকী ক'রে কার
 মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে ;
 ওঠে না সে তার সাড়ে তের আনা
 তখনি না দিলে চুকিয়ে ।
 আঙ্গুকে নেহাং নাচার ভায়া হে
 হস্ত নেহাং রিক্ত ,
 সে বলে, “মেঠাই খেতে বেশ লাগে
 দাম দে ওয়াটাই তিক্ত ।”

খোকাব জ্বর, সে বালি খায় না,
 এষু খায় না খুকীটে,
 মারিয়া ধারিয়া পাওয়াইতে হবে
 আমরি যাতে সে খুকীটে ।
 খেটে খুটে এসে মনে মনে ভাবি
 আঙ্গুকে বড্ড বাগ্‌বো ,
 রেতে ঢ'টো খেয়ে চক্ষু মুদেছি,
 পোকা বলে “বালা - বো” ।

এটা খুমাইলে ওটা জেগে বসে,
 অকারণে জোড়ে কাষা ,
 তবু তাহানের শাসনের হেতু
 গিরি খুঁজিয়া পান না ।
 বড ছেলটি ও প্রাচীন আসেন
 ইলুল থেকে পালিয়ে ,
 টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান
 বাপের হাডটি জালিয়ে ।

যদি শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
 কায়েমী মোরসী পাট্টা ;
 আমার শাসন, শিক্ষকের গালি,
 সকলই তাহার ঠাট্টা ।

নেহাং নাচার হইয়া, চড়টা
 দিলে, কি কানটা মলিলে ;
 “অতো কি নিষ্ঠুর” বলিয়া গিন্নি
 ভাসেন নয়ন সলিলে ।

মাতৃস্নেহের মাত্রা যেদিন
 দেখে উঠে অতিরিক্ত ;
 আখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
 উপাধান হয় সিক্ত ।
 হঠাৎ যে দিন অভিমান উঠে
 রোসের মুক্তি ধরিয়া ,
 ভীম উর্মিমালে উথলে
 নয়নমলিল দরিদ্র ।

বিদ্যাংবেগে মুখের সামনে
 নাড়িয়া ধোমল হস্ত ;
 বলেন “আ মরি বিদ্যায় তুমি
 নিজেকে পণ্ডিত মন্ত !
 তোনারি ত ছেলে, গাধার পুত্র
 ব্রহ্মপতি হবে না কি গো।
 তোমার বাপকে ফাঁকি দিয়েছিলে
 ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো ।”

বাসাব ভাড়াটি চুমাসের বাকি,
 জমিদার অসহিষ্ণু ;
 তাগাদা করিছে হুবেলা, বলিনে
 গঙ্গা, রাম কি বিষ্ণু ।
 সন্ধ্যায় ফিরি কাছারী শইতে
 খুঁজি কাছারীর পোষাক ;
 বাইরে আসিয়ে দেখি বসে আছে
 চুনি লাল দেব বসাক ।

তামাকটি সেজে ফুড়ুং ফুড়ুং
 টানি আর জুড়ি গল্প,
 দিবসের সেই শুভ মুহূর্ত
 বেচে থাক কোটি বঙ্গ।
 কাছারীতে খাই সাহেবের গাংলি
 বাডীতে গিন্নি খান্না,
 (এই) ডাঙর সঙ্কট মাঝে আছে এক
 পরম বন্ধু ডাক্তার।

অন্ধর হ'তে মেয়ে এনে দেয়
 তবু মূ'ড় লক্ষ্য,
 বলি "দেব ভায়া, কলেয়ার দিনে
 লুচি বেতে হয় শব্দ।
 নইলে আমার ঘরে করা বুচি
 রোজ হয় জলখানার,
 হিরেবী গিন্নি খাইয়ে খাইয়ে
 করে নিলে সব কানার

খাবার কষ্ট বুকুলে ভায়া হে,
 সছ হয় না মোটেই,
 (আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ হ'তো টাকা
 উপরি,— বুকুলে ? ভোটেই।"
 "দেব্ দাবুদের পান এনে দাও
 যাও ও লক্ষ্মী ভেতনে,"
 বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নি
 বলেন, "পাঠালে কে ভোয়ে ?
 সাত দিন হ'ল এনে নিয়েছিল
 এক পয়সার তুপুরি,
 বাইরে বলিয়া নবানী হচ্ছে
 রোজ দু'টো টাকা উপুরি।

বল্গে মায়ের হাত জোড়া আছে
 পান 'ত দেবার যো নেই ;"
 স্নুতে পেয়েও কিছু স্নিনি
 চেপে রাখি মনে মনেই ।

দূর দেশাগত লাল্যনকু
 যদি কেহ আমে বাসাতে ;
 কিছু না স্নিনি সে অমৃতবাণী
 পাবে না সে কহু পাশাতে ।

উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নি
 “মরণ আর কি আমার ;
 ধানের গোলা যে দিবেছে বাড়ীতে
 প্রচুর জোত ও খামার ।

যত বাজোব ভবঘুরে এসে
 জোটে গো তোমার বাগার ;
 অন্নসত্ত্ব খুলে বসে আছি
 স্বর্গে যাবার আশায় ।”

স্ননে ত দক্ষ এক বেলা থেকে
 এ বেশ থাকিতে চান্‌ ;
 “দাঁড়ের মতন চৌচিওনা” যেই
 বলেছি, অমনি কান্‌ ।

“মা গো বাবা গো দেখে যাও” বলে
 সটান মেজতে লম্বা ;
 সে বেতের মত হযে গেল ঐ
 আহাব অষ্টবস্ত্র ।

মেজাজ বিগড়ে না গেলে অবশ্য
 তিনিই দু'বেলা রীধেন ;
 (আর) ‘বীধতে বীধতে হাড় জলে গেল’
 বলে মাঝে মাঝে কাদেন ।

‘তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে
 পরবে পববে ছুটিটে ,
 আমার কামাই এক বেলা নাই
 কারো ভাত কারো কুটিটে ।’

যদি বা অনেক সাধ্য সাধনে
 ঘুমায় সখের সেনানী ,
 হুক হয় সেই কঙ্কণ কঠোর,
 গিন্নীর ভ্যান্‌ভ্যাননি ।

যদিও সংসার থেকে নিতে হয়
 হুপ ও দুঃখের বগ্‌রা ,
 তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
 জবাব দিলেই ঝগ্‌ড়া ।
 জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
 এত কলরবে জাগিনি ;
 এখনো বাজিছে জলতরঙ্গ
 নাসিকায়,—খটু রাগিনী ।

“কতদিন হ’ল দিতে চেয়েছিলে
 একটা উহুদী মাক্‌ড়ী ,
 কতই বা দাম, তাওতো হ’ল না,
 হায় রে সখের চাকরী !”
 ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য
 “মুগ্‌কে রঘুর বাচ্চা,
 ভাল ভাত লুচি কুটি তরকারি
 যত দাও তাই, “আচ্ছা ।”

দিনে বেতে হয় ভোজন তাঁদের
 গড়ে অন্ততঃ চারবার ;
 এই কারবারে জের বার ক’রে
 কিবির ক’রেছে মারবার ।

হাতে পায়ে কিছু ছোট বড়, কিছু
উদর-গহ্বরে সমতা ;
গরীব নাচার বাবা ব'লে, নাই
ভোজনের বেলা মমতা

পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবনচরিতে,
যদিও একটু কেমন দেখায়,
লিখিতে কিম্বা পড়িতে ।
কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
(যে) এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগ্‌লা ফাটক ?

খন্তর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেচ নাই মোর আপিসে ;
নিজের কিম্বা পিতার স্থালক,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে ।
স্বতরাং আর motion দিবে কে ?
inertia'র law জানো ?
(আর) নিজেরা একটু tact থাকা চাই
কল্প নিচয় ভজানো ।

নতুবা যেখানে আছ, ব'য়ে গেলে,—
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ ।
এই গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
“কেরাণীগিরি”টে রাখিবে ?
হে বিধি, তোমার শক্তির স্রবশে,
কলঙ্কের কালী রাখিবে ?

আমাদের দেশ

বৃকের পাশে বাহুগুটিয়ে ঝাঁকড়া চুলটি নেড়ে,
কড়মড়িয়ে দন্তপাতি আর মালকোচ্ছা মেরে ;
কিষণ সিং তো মাঝে তিনটে ডের গজি লক্ষ,
বাণার শত্রু দেখে হ'ল সবাবি হুংকম্প ।
কিষণ বলে, “কাহাইদ্বারে, কুস্তি লড়ি আশ্র” ;
কানাই বলে, “হেরে যান”, সবাই বলে, “খাও” ।
তারপর কানাই যখন সিংহের চুসেব মুঠো ধ'রে,
ধপাস ক'রে ফেলে, বস্‌লো বৃকের উপর চ'ড়ে,
সিংহ বলে, “বাত তুন্দে, জল্দি ছোন্দে ডাই ;
আগাডি হাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই” ।
কানাই বলে, “সিপাই দাদা জগ ইষ্ট নাম,”
সিংহ বলে, “কতি সেকোগে নেই— ছু'দে বাম” ।

“গবাদি ও কুকুটমাংস-বর্জন-স্পর্শন-ব্রাহ্ম-
পাচন-ভোজন-নিবারণী” সভায়, নিম্নাবানু
যত অর্কফলা ছুটে একদিন তুলেন বেজায় তর্ক,
কি কি সোসে শাস্ত্রদৃষ্ট বলা কুকুটবর্জ ।
আর তারি সঙ্গে স্তম্ভাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠিলো মেলো,
পোডাবে কি পুতে রাগ'বে পাঁচবছরের ছেলে ।
শ্রুতি কিরীটোজ্জ্বল মার্গিকোপাদিক জটিল স্মার্ত্ত,
সিকাস্তরূপ সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী পার্শ্ব,
বীরদর্পে সভা কাপিলে হঠাৎলেন সভাস্ত,
কিন্তু ঘনরাম শর্ম্মার শিষ্টের কাছে বিচারে পরাস্ত ।
হাসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন যোগ,
“আমার সঙ্গে শিশুর বিচার—হা হা কর্ণভোগ ।”

নিবারণ চক্ষু মাইতি Public Speech এ ধুবধর,
মর্ত্য-অর্গে মানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর,

“এম্ এ, বি এম্, এ ডবল এম্’ উপাধি মণ্ডিত,
 ভাল আইনের সিভিলনের দ্বারাতে দণ্ডিত ।
 একদা এক রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে
 পাড়ালেন, বক্তৃতার বিষয় “গৌরব কামে বলে।”
 “Gentelman and Friends” ব’লে অমনি গেল আটকে,
 বক্তাকে কেউ দিলে যেন হঠাৎ ধাক্কা কাঠে লটকে ।
 ‘Hear Hear’ cheers, clapping উঠলো হাসির বোল,
 চতুর্দিকে প’ড়ে গেল সে বক্তৃতার ঢোল ।
 বাতী গিয়ে গিল্লির কাছে বলেন মাইতি হেসে,
 আজকেব যেমন brilliant success এমন হয়নি এদেশে ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়

কোনও কথা ভাষা, মুখের উপর সংহত হয় না বলিতে,
 সঙ্গম রেখে চলা ভারি দায়, এই হতভাগ্য কলিতে ।
 সহিতে না পেরে ত’একটা কথা, কদাচিৎ লিখি কাগজে,
 নলিন নয়ন বুলায়ে তাড়াতাড়ি পড়না, শুনেই রাগে যে ।
 যে কথাটা ভাষা, আমরা বলিলে মুখলি’চে বল, ‘তবু’,
 সে কথাটি যদি এদেশেব কোনও হোমরা চোখা লিপ্ত,
 মিষ্টতা তার বেড়ে যেত কত, আশ্বাস হ’ত মধুর,
 কখন হোমরা হিতকথা শোন বাম, শ্রাম, হরি, যদু ৭
 কি কি পড়া আছে ব্রাহ্মবাগীশেব পবর নিলে না এটে,
 ছেঁড়া চটি পায়, নামাবলী গায়, টিকি দেখে গেলে চ’টে ।

সে যে তোমা হ’তে কত মিতা, ব্রী, সংঘমী সে যে কতটা,
 সে যে তোমা হ’তে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা ;
 বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্ত অভাব,
 একটি পরস্য দাও না তাহারে, তুমিতো মন্ত নবাব !

কথাটি বলিলে খেঁকী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর,
 “দোসরা যায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবেনা ঠাকুর।”
 সে যে বলে গেল কি সব হেতুতে হিঁদুর ধর্ম শ্রেষ্ঠ,
 কোনত অপরাধ করেনি তো তারা হিঁদুর পুরাণে ‘কেট’।
 ভাল বলিলেই কিছু দিতে হয়, অতএব সব প্রলাপ,
 ই মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জ্বালাপ,
 ধত-মত খেয়ে কাপিতে কাপিতে পলাইয়া বাচে ব্রাহ্মণ;
 পথে গিয়ে ডাবে, “এতবড় নাম, রায় বাহাদুর রায়-মো’ন”!

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্তা

সম্পাদক ভায়া !

সব ‘ভূত’গুলো যদি নিজের মতন ঠিকদেশি,
 তবে হয় শাস্ত্রমেনে চলা,
 আমি অহিংসেন্দ্রের, ‘তিনিয় সন নেশাপোর’,
 বলিলেও টিপে ধরে গলা।
 অহিংসেন্দ্রভাবে যদি আমায় স্বভাব নষ্ট হয়,
 লই তব গোচর্য পাতকা,
 তবে আমি চোর, আর তোমাকেও যদি তাই বলি,
 তুমি পুটে এসাইবে ছ’রা।

সর্বভূতে স্বাধীনতা স্বতরাং হয় না প্রবিণে,
 নিজের বিপদ তাতে যাতে,
 আমি চোর, তুমি চোর, রায়, জাম, ষড়, হরি চোর,
 বলিলে কি তারা মোদের ছাড়ে ?
 ভেবে দেখ, সম্পাদক, (তোমরা তো বহুদর্শী খুব)
 নিজে ঘোবী, নাহি কোনও জালা,
 “সেই দোষ অপরেও বর্তমান” বলা যাত্র, দাদা,
 প্রত্যুত্তরে কি পাইব ?—“—” !

ভক্তরাং চক্ষু মুদে বা খুসীতে অহিফেন খাই,
 দুনিয়ায় বা হইতেছে হোক ,
 গ্রাহ্যের পবন দিয়ে তোমরাই শাস্তি ভর কর,
 তোমরাই অনিষ্টকারী লোক ।
 ভারতের বর্ধমান, গোলমেলের রকম ঠেয়ালী,
 জটিল ও দুর্বোধ্য, স্বীকার্য ;
 একথাও ঠিক বটে, ছ'চানটে চোরামা'ব শুধু,
 বাধা দেয় ভবিষ্যের কার্য ।

৮ পথটা ভাল নয়, এত ভাল সকলেই জানে,
 এটা নষ্টবুদ্ধির লক্ষণ,
 যে টুকু লাভের শুদ, ক্ষেপাদল এটা থেকে চায়,
 দিল্লী'ডায় কবে তা' ভক্ষণ ।
 স্থির ধীর চিন্তে যাবা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ছা করে,
 উষ্ণ নয়, মাথা খুব ঠাণ্ডা,
 তার' বলিতেছে 'ওই চোব মাব করিবে প্রসব,
 তুবঙ্গের বড় বড় আ'ল' ।

এটা বেশ স্পষ্টকথা, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ,
 খামুশা করিছে জীবনকর,
 নীতল মস্তক ভেদি' দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ,
 সকলেই এক কথা কয় ।
 কিন্তু ভায়া পথ কোথা, একথা ব. 'না পণ্ডিতেরা,
 কোন্ পথে গেলে ভাল হবে,
 প্রবন্ধ জগ্নার পূর্বে সমস্তা যেমন শক্ত ছিল,
 তেমনি রহিয়া গেছে ভবে ।

আক্ৰিম প্রমাদে আমি, সদৃশক কমলাকান্ত দেবে
 হুদে আমি' কনিয়া ধরণ,
 এ পথের পাইয়াছি সম্যক ও সম্পট সন্ধান,
 ঘুচে গেছে অন্ধ আবরণ ।
 তবে কিনা, সে পথটা তোমরা ভাবিছ খুব সোজা,
 সরল রেখান মত প্রায়,
 পরিষ্কার, সমতল, প্রশস্ত, নিবাপন খুব,
 চোগ বুজে চ'লে যাবেনা যায় ।

এই খানে এতটুকু মতদ্বৈত হবে মোব মনে,
 পথ ঠিক ও বকম নহে,
 পুরাতন জটিলত্ব-পূর্ণ এই ভারতবর্ষ,
 পথ সোজা, কোন দুর্ঘ কহে ?
 দণ্ডক-খাগু-বাগি মহারণা পরিপূর্ণ স্থান,
 তেপাকার সমস্তা কি সোজা ?
 সে অরণ্যে ন'হে ন'হে মুনিরা যা' লিখে গেছে, গ্রাণী,
 চট্ট ক'রে যায় কৃষ্ণ নোয়া ?

এ দেশের পথঘাট চিরদিন জটিল ভগম,
 বিদেশীরা সহ পথচালা,
 এসে এ গহন মাঝে, একেবারে পথ ভ'লে যায়,
 দেশে আর নাহি ফিরে তারা ।
 গুরুত্ব দণ্ডের খুলে পডিলাম পুরাণ, সংহিতা,
 যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু,
 দাদার্শ, অমরকোষ, কালীখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল,
 'হতোম' ও 'লয়লা মজলু' ।

খুঁজে খুঁজে ধরান, ভারতের পথ-বিবরণ,
 বলে নাই কোনও গ্রন্থকার,
 তীর্থজানালোকপূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে,
 দেখিতে লাগিল অন্ধকার ।
 এমন সময়ে গুরু আবির্ভূত, অহিফেন ধূমে,
 আব'বদা বিগ্রহ উজল,
 শিশুশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের স্ব'ফলাতে,
 ভাষা হার সম্পদে, সরল ।

“পাঠ্য পুঁদি পায় কব, জাড়া দোস দূর কর,” ভাষা
 “আত্ম শোক তথৈ ধাক্কে” আর,
 এই তো আল পদ—নব্যশিক্ষিতের মাথা হ'তে,
 মদনের মাথা পরিষ্কার ।
 ভারত মঙ্গল হেতু পথবাঁস্তা দিলাম কহিয়া,
 হোক সর্বজীবের মঙ্গল,
 অহিফেন ফুটায়ছে পাঠ্যটিও, প্রিয় সম্পাদক,
 কালিকাব নাহিক মঙ্গল ।

সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ

(অগৃহ্ণত্ব চন্দ্রঃ)

একদা সাক্ষ্য বাতাস সেবনাথৈ নদীতটে,
 চিন্তাকুল মনে পাদচাবণা করিতেছিল ।
 সহসা উকিল শ্রেণী মধ্যে এক ধূরন্ধর,
 ত্রস্তভাবে অবা আসি করিলা উপবেশন ।
 সিগারেট মুখে তার, চলমা লোচনদ্বয়ে,
 বদনে যদিরা গন্ধ, মস্তকে টেডি স্কন্দর ।
 কহিলা, “রাখহে ভাষা স্থানীয় বারতা কিছু ?
 অথবা মারিয়া আড্ডা বৃথা বাপিছ জীবন ?”

“আমিতো জানিনে দাদা, সমান কিছু মৃত্যু”,
 কহিলাম মহা লাজে, মাথাটা চুলকাইয়া ।
 “তাইতো” বলিলা বন্ধু, “ভারি যে গোল বাধিল,
 দেবেজ্ঞ বাবুর* স্থানে, বহাল হইবে ক’টা ?
 দরখাস্ত দিয়াছেন জগৎ বাবু, নিরঞ্জন,
 বিনোদ চৌধুরী, আর ভট্টাচার্য কুলোত্তর
 মুকুন্দ প্রেরিলা আর্জি, ক্রীগোপাল চূপে চূপে ।
 রাঘোপাধিক সম্রাজ্ঞ নামে পুরস্কৃত স্বত,
 হরিশাভয় মৈত্রেয়, ইত্যাদি কত বা কব !
 সবাবি ভরসা হচ্ছে, কেলা করিব হে ফতে,
 অরাতি বদনে ভায়া, চূণ কালী দিখা হুপে ।
 সকলেই মনে ক’চ্ছে কে কাকে ছাড়িয়া উঠে,
 অদৃষ্ট গগনে কার সাক্ষ্য-প্রতি ভাতিবে ।
 সন্দেহ নাহি কাহারো, সমুদ্রে হোপযোগিতা,
 প্রকাশ করিতে তাহা, চেষ্টার নাহিক ক্ষতি ।
 প্রতিদ্বন্দ্বীর কুংসাতে, নাহি লজ্জা কিংবা শূণ্য,
 যে কোনো রকমে হোক না, কার্য-সিদ্ধি হ’লে হল ।
 কৃষ্ণ বাবু জরা বৃদ্ধ, যাটি বর্ষ বয়ঃক্রম,
 ‘বানপ্রস্থ’ করা হচ্ছে, ব্যবস্থা তাঁর একগুণে ।
 পক্ষান্তরে বৃহদাবী করিতে আমি সক্ষম,
 করিয়াছি ঐ স্থানে স্বাত্রিংশবার একটিনি ।
 বিশেষত কথা হ’চ্ছে, এনেছি আমি যে চিঠি
 সম্প্রতি করিতেছেন হাইকোর্টে জজীয়তি,
 স্বনামপুরুষোদয়, শশিমাধব ঘোষক,
 তাঁহারি জালক শ্রেষ্ঠ নামে যুগেন্দ্রমোহন,
 যুগেন্দ্র পিস্তুত জাতা কুলীনবাস্ত্র যাদব,
 তাঁহার জালিকা পুত্র, বেচারাম স্থপতিত,

কেনারাম স্তম্ভাস্ত, বেচারামের ভায়রা,
 কটকে করি:ওছেন কেনাগীগিরি চাকুরী,
 তাঁর পত্নী মহাফ্লাদে, চম্পকাসুলি চালনে,
 'সোপারোস' দিয়াছেন, বলতো আর চাহি কি ?
 এবশ্বিধ প্রকারেতে,—প্রকাশ্যে করি' বক্তৃতা,
 বহু অর্থব্যয়ে ভায়র, করিতেছে ছুটাছুটি ।
 কেহনা ঘুরিছে নিত্য, সন্ধ্যা প্রভাত-যামিনী,
 মাজিষ্ট্রেট কুঠী, আর জজসাহেব কামরা ।
 গোবেচারী মহাখেদে ভূতলে জ্ঞান পাতিয়া,
 জিজ্ঞাসে প্রথমে, “হ্যাঃ হ্যাঃ আচ্ছা তাহ, তবিরং হুজুর ?”
 আপন স্বার্থটা হচ্ছে, এবশ্বিধ মনোহর,
 সেটার সিদ্ধি উদ্দেশ্যে অকাষ্য নাহি ভূতলে ।
 শাস্ত্রসিদ্ধ মতে দাদা, বিশ্বাস-স্থাপনা নূপে,
 তোমাঞ্জে কুণিসে ভারা, পোষ মানেন কি কক্ষণো ?
 যুখে শিষ্ট, মনে ভাবি বেজার বাবু দেখিলে,
 হাড়ে হাড়ে চ'টে থাকে, বলে গাধা মনে মনে ।
 বিনামা পড়িলে পূর্মে, স্পর্শ বোধ বিবজ্জিত,
 কসিয়া মারিছে লাথি, যাচ্ছে পূর্মে জুড়াইয়া ।
 হিতোপদেশ শাস্ত্রের ক'জন মানিয়া চলে ?
 অথবা বুঝিয়া কেবা, নিবৃত্ত হইছে কবে ?
 “গুপ্তজ্ঞান* নিকটে যাবে দীন ভূতা বশব্দ,
 একখানি পত্র দাসে, দিতে হচ্ছে দয়া ক'রে ।”
 বলিয়া চরণে ধরা দিলেন আষা গৌরব,
 এনেছেন বৃহৎ ডালা, পকরস্তা সমন্বিত ।
 সাহেব করিছে, “আরে এ যে ভারি লিপদ হ'ল,
 ক'জনাকে দিবো পত্র ? ক'জনো কার্য্য পাইবে ?”
 তথাপি ছাডেনা বাবু চরণে পড়িয়া রহে,

'ধর্মাবতার, এ দীনে করুণা করিতে হবে।'
 স্বইচ্ছার বিরুদ্ধে, লেখনী ধরিয়া গ্রন্থ,
 মনেতে করিলা, "বাচি এ আপচ্ছুরিয়া গেলে।
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বাধিয়া অচলা মতি,
 রিকমেণ্ডেমনে সার্টিফিকেটে পূর্ব-দপ্তর,
 চলিলেন পদপ্রার্থী, কাব্যোক্তার মহাব্রতে,
 স্নায়ু কবিতা বাহা দেখিয়া নব পঙ্ক্তিকা।
 গিলিকে করিলা ভাসি, "আর কি ভাবনা শ্রমে!
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলধোত-বিমণ্ডিত।
 'গারজাটার' সাতের 'ভী' এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
 ধরিয়া, তৎপরায়েতে চাকুরী পাইব প্রব।
 টি, চৌধুরী'র সাক্ষ্যে সাক্ষ্যটি লইতে হবে,
 হরেন্দ্রনাথ সেনের কণ্ঠে পানলেন "।
 গগনে রচিয়া পুষ্প, স্বপনে হইল, মূল,
 সংসে চলিল বাবু বাজ ন কারো পথে।
 কেহ বা পেরিল ভাড়া, গা ঢাকা রহিয়া 'নৈজ
 'তার যে কাণ্ডোড়তার, সেটা শুধু জনজ্ঞিত,'
 একথা বলিল, ভাবে, লোকের করিল প্রত্যয়,
 স্বার্থদাস হ'লে নিধান, বনে নীচের গন্ধ।
 জগৎ রায় করে শুধু, "নাবালক নিরঞ্জন,
 করাপি নাই ভাড়াব এ কারো বহন'প্রত্যয়।
 বিশেষতঃ কপা হইল, সাহেব ভালবাসেনা,
 মদ্যে মদ্যে মহা গঙ্গাগাল যে বাধিয়া উঠে।
 শ্রীগোপাল মসীক, ভারি ডার্লিং ও ক্রম,
 পাকা হস্ত নহে তার, বিগিনারশচ বালক।
 নিনোদ চৌধুরী বুক, বহুসৈব কুটিলকম,
 হট্টগোলে ডুবে আছে মরিতে অবকাশ নৈ?।
 বিশেষ টংরিজী ভাসা পারেনা বলিতে ক্রম,
 চ'কথা বলিতে 'ব্যা, ব্যা', করে সে দু'সহস্রটি।

মুকুন্দ সর্বদা 'ভার 'কাশিকা' লইয়া যবে,
 তাহার উপরে বিপ্র দ্বিতীয়পক্ষ বিব্রত ।
 হরিশের কথা বেশী বলাটা নিশ্চয়োজন,
 আছে সে মদ মাংসখ্যে, সর্বদার তরে ছুবি ।
 অভয়ের কথা হচ্ছে, আছে তো উপবোগিতা,
 মধ্যে মধ্যে প'ড়ে থাকে 'লাঞ্ছনো' কোমরে হ'য়ে ।
 'অধিকন্তু সদা আছে, প্রহৃত্তয়ের সাপনে,
 প্রবন্ধ লেগনে ভাষা, কাটিছে দিন যামিনী ।"
 কহে, নিরঞ্জন ভ্রাতা, দিগন্তর মহোদয়,
 ক্রোধে আঁক ফলা দোলে, আশিষের সুরক্ৰিম,
 হীন শূত্র জগৎ রায় কেমনে কার্য্য পাইবে,
 পারি: ও ব্রাহ্মণ প্রেয়ঃ সন্ধিপ্রাধান কেনরী ?
 বিশেষতঃ জগৎ বাবু চাক্ষু সন্ধে দিলানিধি,
 পণ্ডিত কফি উজ্জানে. থাকেন যাপি কক্ষয় ।"
 এপ্রকারে মহোদয় করিয়া গুণ্ড সন্ধিধি,
 লভিয়া লুক আসাম, হইলা পুনরাগত ।
 বলে কহে, "অহে ভায়া, কল্যা বিবাহ মানসে,
 সপক্ষ নির্ণয়োৎকর্শে, চট্টগ্রাম গিয়াছিহু ।"
 কেতনা কহিলা "জালী পৌততা, বারতা স্তনি.
 গিয়াছিহু দুখাগর, কদলীপুর সন্ধিধি ।"
 কিন্তু হাং, অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস এ.
 প্রদম্ব কটু আভার কবিয়া ফিরিলা বে ।
 পরাস্ত মানিয়া গেলা বৃদ্ধের* নিকটে ঘুবা,
 এত যে রিকসমৎসদন্, চুলাতে গেল সর্বথা ।
 ঘুচিয়া গিয়াছে দাদা স্বপনের নৃপজুট,
 অবশেষে বিছানাতে— বারি কেবল ।"
 হাসিয়া বলিলা বন্ধু, "দেখগে বাব মণ্ডপে,
 প্রত্যেকে করিয়া আছে, গগোল কি প্রকাণ্ড 'হা' ।"

* বৃদ্ধ কক্ষ বাবু অবাচিত ভাবে ঐ চাকরী পাইলেন ।

PHYSIOGNOMY

(১)

কুন্ডলহীন চাঁদ্রিয় উপরে,
 পড়িয়া solar rays,
 Convex mirror এর মত, যদি
 দেয় অপূর্ণ glaze,
 আর, কেন্দ্রস্থানে রহে যদি তার
 পুষ্ট টিকির গুচ্ছ,
 জানিবে, তাহার তরু শাস্ত্রে,
 আসন অত্রীব উচ্চ ।

(২)

নাতিলম্বিত কৌকড়ান কেশ,
 প্রচুর ও স্ববিগ্ৰহ,
 দিনে রেতে প্রায় ষাটশ ঘণ্টা
 চুলটি নিয়েই ব্যস্ত,
 ছোট কথা কয়, কম হাসে, আর
 নিবীড়ের মত থাকে,
 অল্প দেশে না হোক, বর-
 কবি ব'লে জেনো থাকে

(৩)

সেই কৌকড়া কেশভার, হ'লে
 তৈল বিহীন কটা,
 কাঠের চিকনি গৌড়া তায়, খায়
 ডাল কুটি ও পরটা,
 চুপ্টি করিয়া বসিয়া থাকে সে,
 দুয়ারে নাগরা-প্রিয়,
 'হুমায়ুন সিংহ'—চাতুর্য রাজার
 দুরোয়ান, জেনে নিষে।

(৪)

বাড়ীর ভিতরে দৃষ্টিটা কম,
বাইরে ফরাস থামা,
বাজারেতে ধাব, চিন্তা বিহীন,
চলে খুব তাস পাশা,
বোল চেলে পটু, মনে যাহা থাক,
হাসিটি দেখায় বাইরে,
পেটের কথাটি বলে না ; আইন-
ব্যবসায়ী, কেনো ভাইরে !

(৫)

অতি সংগোপনে, সন্ধ্যায় প্রভাতে
কলপ লাগায় চলে,
নিজ্জনে বসি' রোজ সাফ করে
লাগান দস্ত খুলে.
বিরল কুন্তল শির, তাতে টেড়ি,
বসিক, এয়ার অতি,
কোষ্ঠি না দেখে, ব'লে দে ওয়া যায়,
'ষি'তীয় পক্ষের পত্নি ।'

(৬)

তুলসীর মোটা মালাটি গলায়,
কামানো মাথায় টিকি,
'হদ্দিনাম' ছাপ সমস্ত শরীরে
করিতেছে ঝিকিঝিকি,
“অহিংসা পরম ধর্ম” মুখে কন,
বিশ্বের অহিত মনে,
মাছ-মাংস-ওখায়া পরম বৈষ্ণব,
ঠিক খলে দিচ্ছ, গণে ।

পরিণয় মঙ্গল

(১)

বৎসে !

এ নিখিল রচনার প্রথম প্রভাতে
 করুণ-নয়ন-কোণে হেরিলেন রাজ-
 অসিরাজ, মঙ্গল-চরণ চুখী, মুক্ত-
 অনাটন শক্তিব বিকাশ, সুবিমল-
 শাস্ত-জ্যোতির্বিভাসিত বিশ্ব সশোভন ,
 অনন্ত-শৃঙ্গার, শক্তি আর জেড
 অবিচ্ছিন্ন মিলনেব অভিযুক্তি ; সীমা
 শূন্য আকাশের কোণে, নিমেষে উঠিল
 মহামিলনের জয়ধ্বনি , প্রাণ ও অণু
 ছুটিল প্রবল বেগে অণুর সন্ধানে,
 বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমকণ বন্ধে বন্ধ,
 উন্নত নিয়মবদ্ধ ,—গ্রহ ত'তে গ্রহে
 ছাটিল অশেষ শূণ্য , পৃথিবী পাদল
 নীধা সূর্য্য সনে, অচ্ছিন্ন বন্ধনে , শল
 স্নিগ্ধ প্রেমালোক উপহার ল'য়ে হঠে
 ডালি দিল পৃথিবী'রে, বন্ধ প্রেমপাশে ।
 ছুটিল তটিনী সিক্তপানে তীব্রপ্রেম-
 ব্যাকুলতা ল'য়ে বন্ধে , অনল ঘনিলে
 হ'ল সমস্ত সৎক সাপিত ; চাঁদ
 হেরি উঠিল চকোর সুখা আশে, রঞ্-
 করে চামিল কোমল । করুণা রূপিনী
 মুষ্টিমতী, প্রসুতি, সন্তানে কি আবেষ্টন
 চামিল কোমল বন্ধে ; মর্মে মর্মে তাঁর
 অনিরোধ মেহ-উৎস হ'ল উৎসারিত ।

প্রেমের বিজয় মালা, প্রীতিভক্তিভরে
দিগ সতী পরাইয়া স্বামীদেবতার
কর্তৃদেহে ; নিকাইয়া প্রীচরণ তলে,
জানাইল স্বকৃতার গভীর ভাষায়,
অসংকোচে, অপিতর্কে আত্মবলিদান,
প্রেমদেবতান পূর্ণ্যাবলী চিত্রাণে ।

সে প্রেম দিতে হইল শিক্ষা নিখিল সংসার
জীবের মঙ্গল হেতু, যুগান্তর
হ'তে, ত্রুপ্তি ন'রন কণ্ঠে, শুন বৎসে,
তাই শিখে নিতে হবে ; সেই নিম্নপ্রেম-
গ্রন্থঅধ্যয়নক্রমে আজি কর মা ধারণ ;
স্বামী মহা গুরু, হেব বৎসে, কর তাঁর
নিম্নায় স্বীকার ; বয় ভাল ক'রে
গৃহ'র এ বন্ধচাষা ; দৃঢ় সাধনায়,
প্রবল বিশ্বাসে, স্বামীদেবতার, কর
নির্দেশ পালন, তাঁর জ্ঞানউপদেশ,
গুরুশিষ্যপ্রীতি-সম্মিলনফলে, ল'য়ে
যাণে সালোক্য মুক্তির দেশে ; শোক, দুঃখ,
তাপ, ধরণী'র ধূলা সনে পড়ে র'বে ।
তুমি যাবে মুক্ত, বৃদ্ধ, শূন্য, অনাবিল
চিও ল'য়ে, মহামিলনের যশোগানে
বিভোর, সে প্রেমময় চিত্তানন্দ পদে
করিবারে আত্মসমর্পণ ; হে কল্যাণি,
এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাসলালসাহসি, এ নহে কণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কতু স্বথ-
দুঃখময় দুদিনের হরষ জন্মন,
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয় ।

(২)

সখা !

তেরা, 'বুল আসি' মিশে ফুলে, অণু মিশে অণুতে
 রূপে রূপ মিশে তরু মিশে তরুতে ।
 কুমুদিনী চাহে চাঁদ, চাঁদ চাহে যামিনী,
 কমলিনী চাহে রবি, মেঘ চাহে দামিনী ,

মিলন-সজীত-ভরা মধুর এ ধবাহাম,
 জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, মহামিলনের নাম ।
 সেই মিলনের মূলে, মধুর মিলন জ্বল,
 এ মিলনে ল'বে যাবে সেই মিলনের মাঝ ।

তাই লইতেছি বরি', এ যামিনী মনুনে,
 মহামিলনের দায়ী, নব-বর-বধুরে ।
 দরার বন্ধুরপথে কপিগুরু চবণে,
 সন্নিধ্য ভাঙ্কিবে যবে শাস্তিদুগ্ধরূপে,

নিরাশা আসিবে ধীরে বলহীন রূপে,
 অভিশাপ দিবে, সখা, ততলিখি নিদয়ে
 লিঙ্গশক্তি মাধে থাকি', দিবে বল, 'ভরসী',
 কঠিন-ধরলী, সখা, ক'রে দিবে সরসী ।

জীবনের নব পাখি । মাধে নিয়ে উড়ারে,
 ওই নিয়ে যাবে তোমা, স্বপ্নের ছায়ায় ।
 সখীরে ক'র না হেলা, করিও না অযতন ;
 ওর ডখে তুমি হ'য়ো, বলিওনা কুবচন ।

হইবে দক্ষিণ হস্ত, এ জীবন আহবে,
 দেবানীয়ে এ জীবনে অমঙ্গল না হবে ।
 কুশল-বাসনা-মাধা, ধর, দীন-উপকার,
 জীবনের শেষ বেলা হ'তে পারে উপকার ।

(৩)

বৎসে !

নিখিল মধুর নিলীথিনী,
 আজ তব শুভ পরিণয় ;
 শশধর এনেছে কৌমুদী,
 ফুলমধু এনেছে মলয় ;
 তামি মুখে এনেছে কুস্তম,
 সুপরিদ্র স্বসমাসৌবভ ;
 কোটি, দীপ, স্তম্ভজল গ্রন্থ,
 আনিয়াছে আলোক-দৌরব ;
 যার আছে যেটুকু সম্পদ,
 তাই সে এনেছে তোর তরে ;
 মুক্তিমতী প্রকৃতি জননী,
 দাড়াইল উৎসব-বাসবে ;
 আমি আজ কি দিব তোমাবে,
 সূচরিতে ! নয়নের মণি ;
 তুটি কথা কবিতায় গাঁথা,
 শুভদিনে শুভানীষ ধরনি ।
 মুক্তিমতী সবলা বালিকা,
 পাবিজাত-পরিমল-রাশি,
 'আলো ক'রে ছিল গৃহাঙ্গন,
 তোর ঐ শান্ত শুভ হাসি ।
 কোন শুভ-লগনে দশায়,
 ফুটেছিল স্বরগের ফুল ;
 ছড়াইয়া প্রীতি-পরিমল,
 করেছিলি স্বয়ং আকুল ;

আজ তোরে জন্ম-বৃক্ষ হ'তে,
 তুলে নিয়ে যাবে মা কোথায় ;
 মনে হয় বৃক্ষ-চ্যুত ফুল,
 রেহবারি পেলেও শুকায় ।

পুষ্পহারী বৃক্ষের মতন,
 সে নিকুঞ্জ রহিবে পড়িয়া ;
 বিফল আগ্রহ ল'য়ে রেহ,
 নিরাশার পড়িবে করিয়া ;

তবু এ যে নিয়তির লেপা,
 ছেড়ে যেতে হবে পিতৃবাদ ;
 আমাদের কথা ভেবে যেন,
 কেলোনা, মা, দুপের নিঃশ্বাস !

রমণীয় পতিই দেবতা,
 পতিগৃহ অনন্ত আশ্রয় ;
 প্রেমময় বিধাতার হবে,
 শুভ হোক নব পরিচয় ।

সলানন্দময়ী মা আমার,
 প্রবশান্তি নিয়ে যাও মাগে
 সোণা ত'য়ে ওঠে যেন মদ,
 ও সোণার ছাত দিলে যাতে ।

ভক্তি প্রীতি স্বলতা দিয়া,
 আপনার ক'রে নিও সবে ;
 তেধাকার নাম খুঁচে যেন,
 “লক্ষ্মী বউ” নাম রটে ভবে ।

অবিতর্কে করিব সর্কান,
 গুরুজন নির্দেশ পালন ;
 মিষ্টভাসে তুমিবে সকলে,
 করিবেন মধুর আলোপন ,

গৃহকার্য জান, মা, সকলি,
 তবু না কনি ও অহঙ্কার ,
 বয়সী ব সগরী নচন,
 জ্যোতিঃ যাত্রা জানেন অহঙ্কার ,

খ্রীষ্ট নাম নব্বেনব কোণে,
 জদায় যতন নাম লাজ ,
 স্বর্গ হুস তুচ্ছ তান কাছে
 চান্দ্র হাব সন্যাসে সাজ ।

লক্ষ্য কনি স্বর্গের চরণ,
 চান্দ্রাইনে জীবন ত্রণী ,
 এই ক্রম তাবা পানে চাহি,
 লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না বয়সী ।

তথ্যে তথ্যে, হবাহে রোমনে,
 চিরসার্থী, সম্পদে, বিপদে ,
 উহ পরকালের সহায়,
 মতি বেথ, ঠাহার ঔপদে ;

কথান্তলি গৌণে ব * প্রাণে,
 কোন মতে নাহি হয় তুল ।
 উখলিয়া উঠিবে সম্পদ,
 কখনো হবেনা অগ্রতুল ।

শিরে ধর রেহ আলীকাদ,
 দিনায়ের অশ্রু জল মাথা,
 সিন্দুর অক্ষয় হোক মাথে,
 আজীবন হাতে রোক পাখা ।

(৪)

মা !

শৈশবেব মোহ অন্ধকাব
 ঘুচে তোব হোক হুপ্রভাত ,
 পরাইয়া পরিণয়-হাব
 ক'রে যাব শুভ আলীকাদ ।

অগ্নিরাচ্ছ যে পবিত্র ভূমে
 সে ভারতে শত দেবদাবী,
 রেখে গেছে পুত পদ-বেধা
 সতীত্বের বিকৃতি বিস্তারি ।

রমণীব অসৌম আশ্রয়
 একমাত্র পতিব চরণ,
 অপবিত্র সর্কি তীর সার,
 ঐ পদে জীবন মরণ ।

পপক্লেশ ক'রনা গণনা,
 চ'লে যাব লক্ষ্য করি' স্থির ;
 ঐ স্থানে পাইবে কুড়ায়ে,
 চতুর্ভুজ ফল রমণীর ।

হনিগুণা নষ্টকী যেমন
 হ'য়ে শীত-তাপ-লব-বশ,
 বুড়া করি' হেলিয়া গুলিয়া,
 স্থির রাখে মাথার কলস ;

ধনজয় অথ পরীক্ষায়,
 দেগে নাই পাগীর শরীর ;
 নেয়ে মায় নেত্র ছিল তার,
 আজো মায় নির্ধেছিল তীর ।

সে সাধন, সেই একাগ্রতা,
 সেই নিষ্ঠা, সেই দৃঢ় পণ ;
 জ'গাইয়া হোল মা জীবনে
 দগ্ধ হোক ভারতভূমন ।

কর্ষনোর বন্ধুর পন্থায়,
 শ্রম পথে চলিতে চলিতে,
 স্বামী বলে বসিয়া পড়িবে,
 নিরুণম অসম্ম চিতে,

শকিরূপা, সদানন্দময়ি !
 তার পাশে এস, মা আমায় ;
 বল দিও, আশা দিও প্রাণে'
 দিও সজীবনী স্রবধার !

তাই দেহ, তুইটি জীবন,
 একত্র করিয়া দিও আজ ;
 তুই শক্তি মিলনের ফলে,
 সিন্ধু হোক জগতের কাজ ।

এ মিলন ঐচ্ছিকের বহে,
 নহে কক্ক দৈহিক ব্যাপার,
 নহে তুমি ক্রিড়ার পুতলী,
 স্বামী কর্তে বিলাসের হার

আজিকার এ আনন্দ মাগো

সচ্ছিদানন্দ লাভের সোপান,

আজিকার এ মিলন হৃদু,

মুক্তি দিয়ে দিবে পরিত্রাণ ।

ভারতের কঠোর তপস্বিনে,

দাও শক্তি, হৃদ তেজস্বিনী ;

লাভে যদি ম'বে থাক, মাগো,

পোহাবেনা এ তপ-যামিনী ।

(৫)

বাও মা, নতুন দেশে, মুক্তিযাত্রী লক্ষীবেনে,

দনধাক্ত পূ' করি তাতাদের গেষ্ট ;

অক্সনে চরণ দিয়া,

হোল ফুল টুটাউন,

প্রীতি দিতা কেড়ে লও তাতাদের গেষ্ট ।

আশীর্বাদ ধর মাগে,

বহিবে সে সাথে সাথে,

শৈশব সঙ্গীত ম'ত, চিত্তবিনোদন ।

আনন্দ লউড়া দাও,

আনন্দ বিলাসে দাও,

এ ভবনে ফেলে যাও, বিলাস, বোদন ।

যে দেশে জন্মেছ মাগো,

তার ভবে সন্নিহিত মাগো,

অটুট স্বদেশ-প্রীতি, যত্নে পরি বকে ;

রাখিতে আপন মান,

অনলে জীবন দান,

ভারতে করেছে কত দেবী হাসিমুখে ।

মহিম-মণ্ডিত শিরে,

স্বদেশের পানে ফিরে

চাও মাগো, পদাঘাতে চূর্ণ কর পাপ ;

দূর কর দেশ-দৈত্য,

বাচাও স্বদেশী লগ্না,

শোন মা ভারত-লক্ষী-কাতর-বিলাপ !

ধর জগদ্বীবেশ, আগিয়া আগাও দেশ ;
 কোমল লাগ্যমায়ে তীক্ষ্ণ তেজোরাসি
 যতনে লুকায় রাখ ; জলদগন্তীরে ডাক,
 চমকি'—উঠুক যত, নিম্নিত বিলাসী ।
 হের দুঃখ শত শত, ধর পর-চিত্ত-ব্রত,
 কুপার্ত্তেরে অর নাও হইয়া অন্নদ' ,
 কর পণ্ডিতের ত্রাণ, তরলেরে শক্তিদান ;
 আশ্রিত জনের হৃৎ স্নানপ্রদা ।

মাগো, 'শাস্তিময়ী', শুভ', পরিতুলে হৃৎ প্রণা ,
 শক্তি স্বরূপী হৃৎ যাহ 'নজ' হবে,
 মনঃ কোক্ অকলহ, অক্ষঃ ভাণ্ডের শঙ্খ,
 শিবুর উজ্জল হে ক' দিব্য তার বরে ।

(৬)

মা ! কষ্ট ক'বে মাতুল ক'বে
 পরের হাতে নিতে হয় ;
 মেয়ের কাজ কি শক্ত, পরকে
 আপন ক'বে নিতে হয় ।

অচেনা সংসারে গিয়ে,
 চেনার মত থাকতে হবে ,
 সবার কথাই বাধ্য হ'য়ে,
 সবার মন বাখতে হবে ।

তাতে, মা, তুই শিশু, সেখা
 গেলেই যে তোম কান্না পাবে ;
 চোপের জলটি না শুকাতেই
 তোম হাতে, মা, রাখা যাবে ।

মুখ দেখে, মা কত রকম
 ক'রবে সবাই আলোচনা ;
 মন্দ লোকে ব'লবে মন্দ,
 ভালো ব'লবে ভালো জন ।

ঘোম্টি একটি স'রে গেলে,
 ব'লবে 'ব'য়ের সরম নাই' ,
 গায়ের কাপড় স'রবে না, মা,
 নুতন ব'য়ের সরম নাই ।

বাথা পেলে 'উহ' নাই তার,
 জানলে সে হাস্তে নারে ,
 পাড়া পড়নী আর না পারুক,
 কথায় কথায় শাস্তে পাবে

'এ ভাল নয়,—তা' ভাল নয়,—
 কত রকম ক'রে যাবে ,
 আপন কাজে মন দিবে বো' ,
 শুনতে শুনতে স'রে যাবে,

সেই যে, মা তোর আপন বাড়ী,
 তারাই, মা, তোর আপন জন ,
 তাদের ভুট্ট ক'রতে হবে,
 ক'রতে হবে জীবন-পণ ।

নিজের কষ্ট চেপে রেখে,
 তাদের কষ্ট করিস্ দূর ,
 তাদের গর্ক মাথায় রেখে,
 নিজের দর্প করিস্ চূর ।

জ্ঞান সেবা ক'রো,
 তাঁদের বাধ্য হয়ে থেকো ;
 তাঁদের জ্ঞান কষ্ট সইতে
 তথ্য আছে, মা স'থে দেখো ।

সাবান ঘণা, এসেজ্ মাথা,
 কুস্তলীনে কেশটি ভরা ,
 জ্যাকচেট, সেমিজ, সেক্টি পিনে,
 দিবা রাত্রি বেশটি করা ,

'উল' নিয়ে বউ ন'সে থাকে,
 ঘুবে মেডাক, চামে, খাম ,
 স'সারের কাজ ভেসে গেলে,
 তার কি ভাবে আসে যায় ?"

এ সব কথা কেউ না বলে,
 নিজের মাত্র রাখিস্ নিজ ,
 সবকে বাখিস্ মাথায় ক'রে,
 সবম নিজে থাকিস নীচে ।

জামরা, মা, তোম জ্ঞানে কানি,
 তুই হেসে যা তাদের ঘরে ,
 মনের তুখ বেথে যা, মা,
 তুখ নিয়ে যা তাদের তরে ।

মিথ্যা গোরন ভুলে গিয়ে,
 ধর্মের তরে হ'স্ তুখিতা ;
 সতী লক্ষী হ'স মা, সব
 কয় যেন 'সাবিত্রী-সীতা' ।

(৭)

মা !

সিদ্ধ আলোকে ভরিয়া ফুল
এসেছিলি নব উষার মত ;
সেই আগরণে জেগেছিল প্রাণ !
ফুটেছিল প্রীতি কুহম কত !

আজ তুই যাবি কোন পরদেশে,
আমাদের নিজে আদার প্রতি ,
তাদের গগনে হইবে প্রভাত,
মোদের গগনে নিভিবে ভাতি ।

আহা, 'তাই হোক ; তোমার জ্যোতিতে
ছেড়ে দাও, মাগো, তাদের দেশ ;
ল'য়ে নবরবি—সিন্ধুরের ফোটা,
রেখোনা তাদের আদার লেখ ।

লক্ষী মা আমার, 'তাহাদের ঘরে
হইও অচলা লক্ষীর মত ;
এদেশের নারী সবিদ্রী ও সীতা,
স্বামী সেনা চিরজীবন ত্রাত !

সে গুঁচে সম্পদ উঠুক উচ্চলি—
অনন্দ উৎসব থাকুক জাগি ;
সবে যেন বলে “এ হল শক্তি,
মঙ্গলময়ী বহু লাগি ।”

পতিব্রতা হও, স্বামী-আদরিনী,
স্বগৃহিণী হও, সবার প্রিয় ;
চির মঙ্গল দিও তাহাদের,
স্বতিটুকু শুধু মোদের দিও ।

মঙ্গল আশীষ শিরে ধর মাগো,
‘আমি কিবা দিবে “গরীব কাকা”
চির স্তির হোক শৌখিন সিঁদূর,
অক্ষয় হোক ভাতের পাঁচা ।

(৮)

৯২মে !

কোমল শিরীষ কুণ্ডলের যত
ফটেছিলি গৃহকূলে ;
ভবনের শোভা হয়েছিল কত,
সরম-স্বয়মা-পূজে ।
পিতার আদর-উষারবি-করে,
ছিলি অচলদিন দীপ্ত ;
মাতার সোহাগ-শিশির-লীকরে,
স্বকুমার তহু লিপ্ত ।

দেবতার স্তম্ভ আরতি হইবে,
ছিল মা তোমার পুণ্য ;
তাই আজ তোরে তুলিয়া লইবে,
বৃদ্ধ করিমা শূন্য ।

কুসুম-জনম হোক মা সকল,
 হোক মা পূজার সিদ্ধি ;
 দেবান্ধব ধারা সম অবিরল,
 বরকক সুখ সবুজি ।

আমাদের কাছে প'ড়ে থাক, যোগো,
 অজ্ঞ, বিবাদ, শাস্তি ;
 তাদের ভবনে সাথে নিয়ে যোগো,
 সম্পদ, সুখ, শাস্তি ।
 মধুর চরিত্র তোম গুরুজনে,
 হইয়া তাদের বাধা ;
 অক্লান্ত জনে মধুর বচনে,
 তুমিহে মা যথাসাধা ।

ক্রমা হই পতি কুলে ;—অবিরল
 যশঃ হোক অকলক ;
 সিন্দূর হোক চির উজ্জল,
 অক্ষয় হোক শস্য ।

(৯)

যে মহাশক্তির বলে
 এ নিখিল বিশ্বের সৃজন,
 এ পৃথিবী কেন পানে
 প্রতি অণু করে আকর্ষণ ;

যে মহাশক্তির বলে
 জ্যোতির্বিদ্য—রবি, শশী, তারা,
 সাধিছে আপন কাজ
 নাহি হয় নিজ লক্ষ্যহারা ;

যে মহাশক্তির বলে

চুষক লৌহেরে সলা টানে,

পর্যন্ত শব্দর হ'তে

শ্রোতৃমণী ধায় সিদ্ধ পানে ;

সেই মহা আকর্ষণে

বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে,

অজানিত ভূটি প্রাণ

ছুটিছে একটি অস্ত্র পানে ।

যার প্রেমে চলিছে ওড়ে

শব্দমণ্ডলে এ বিশ্বের কান্ত,

যার প্রেমে ছয় ঋতু

ঘুরে ঘুরে পরে নন নাজ ,

যার প্রেম বিন্দু পেয়ে

ধেয়ে ননী বংশ পানে ধায়,

জাহ্নবী জগত তরে

শতধারে ধীরে বহি যায় ,

যাতার প্রেমের বিন্দু

কণামাত্র জননী লভিয়া,

পীযুষ ভাণ্ডার বহে

সমতনে একেতে পুরিয়া,

যার প্রেম স্পর্শ মাত্র

সতী ধায় পতির চরণে,

সে প্রেমের ছায়াস্পর্শে

এক প্রাণ দুটে অস্ত্র পানে ।

বৎস !

নূতন রাজ্যের প্রথম ছদ্মাবে
আঘাত করিছ আজি,
নব নব ভাব অন্তরে পুষ্টিয়ে
নূতন জ্বলনে সাজি ।

বাহ্যের প্রসাদে চলিছ আনন্দে
বন্ধুর সাধনা-পথে,
করমক্ষেত্রে সিঁড়িলাতার
পদধূলি লগ্ন মাথে ।

অমল্য অনিন্দ্য সুরলা বালিকা
স্বর্গের বিকাশ পনে
ভ্রমের পরীক্ষা সমুখে যাউন ত
স্বপ্নেতে জীবন নর ।

মোদের পুতলি বালিকা রঙন,—
স্বকোশলে গড় তা'ই ত,
আদর্শ একটি বঙ্গীরা রমণী—
স্বগৃহিণী হয় যা'ই ত ।

সম্পদে, নিপদে, স্বপ্নে দুখে তেন
ছুটি না পাউনো আর,
উহ পবকালে জীবনে মরণে
ভূমি মাত্র লক্ষ্য যার ।

অগ্নি, গুরু, পিতা, দেবতা, ব্রাহ্মণ,
সাক্ষী করি পেলো যারে—
স্বৈর, দয়া, শ্রীতি, ধর্ম, স্বনীতি
নিষাণে বহনে তারে ।

চেহে দেখ মাগো সমুখে তোমার
জীবন-প্রভাত রবি,
জীবনে জীবনে মরণে মরণে
তব প্রেম চাক ছবি ।

এত কাল যেথা যে ভাবেতে ছিলে
মুছে ফেল আঁখি জলে,
নারীর ধরম করিতে সাধন
ধীর মনে এস চ'লে ।

নারীর ধরম নহে ত কেবল
আপনা লইয়ে থাকা,
দিলাসের ডালি মাথায় লইয়ে
মলিনতা পাকে ঢাকা ।

নারীর ধরম আপনা বিকায়ে—
স্বার্থে দিবে বলিদান,
নারীর জীবন—সংসারে দুর্লভ—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান ।

(১০)

যাহার কটাক্ষে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি
যাহার ইচ্ছিত-মাত্র নিমেষে সংহার ;
যে না হ'লে, এক পল চলেনা সংসার, সখা,
তারে বাধ দিয়ে মোরা করি এ সংসার
যে দিল সকল সুখ, সকল সম্পদ, শাশ্বত,
পিপাসার দিল জল, নিশ্বাসের বায়ু,
মনে দিল প্রেম, ভক্তি, সখিবেক, স্নেহ, দয়া,
দেহে দিল অস্থি, চৰ্ম্ম, মাংস, মজ্জা, আয়ু ;

শারীর-মানস-শক্তি, সকলের মূলে সেই,
 সর্ব-শক্তিমান্ এক পরম পুরুষ ;
 সেই মূল্যধাবে 'তাজি', খেলি ধুলো মাটি নিয়ে,
 ডুগল তাজিয়া মোরা হবে লই ভূষ ।
 মুখে বলি "আছে সেই" ; মনে মনে সে কথাটি
 বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে করিয়া নিশ্চয়,
 প্রকৃত বিশ্বাসী হ'লে, ভাঙ্গান জীবন, সখা,
 হ'তে পারে কিণো এত দুঃখতাপময় ?
 সে ছেদ ডুইটি প্রাণ পবিত্র বন্ধনে বাধি,
 শক্তি যোগে হবে এ'লে ভগ্নভের কাজ ,
 সে মিলিতশক্তি ল'য়ে, আমবা বিলাসে মজি,
 সে শক্তির অপব্যয়ে না'ছি না'ছি লাজ ।
 ধর্ম-সাধনের পথে সহায় এ শিশু-শক্তি,
 বিলাস-পুতলী নহে, নহে ক্রীড়নক ,
 কখনো ত্যাগের বন্ধে ভিন্ন-মাতৃশ্রম-দায়া,
 সময়ে আঘাত দিলে, জলন্ত পানক ।
 বিশাল-প্রতাপ-শালী, যুত্ম-ভ্রম-বিরহিত ,
 প্রকাণ্ড জাতিবৈ শ্রবণ নিভ্রহাতে গড়ে ;
 দৃষ্টান্ত স্পার্টান মাতা, রাজপুত্রসীমস্বিনী,
 অকুলি ইন্দিতে ধারা প্রাণ দিত জড়ে
 প্রবল বিশ্বাস ল'য়ে, মাণায় করিয়া এ'বে
 উত্তর প্রেরিত যত শোক-দুঃখ-তাপ
 কাডানে চিমাখিতা, ভেজোগর্ভ-নির্মণিতা,
 গলাঘাতে চূর্ণ করি' ছেদ, তিনো, পাণ ।
 সেই শিক্ষা দিও, সখা ; ভারতের এ দুর্দিনে,
 ঘরে ঘরে দেখি যেন জনা, সরোজিনী ;
 অ্যাংকেট, সেমিক, মোজা পরিয়া পুতুল সেজে,
 না কাড়ান, স্বাস্থ্যদীনা, সীমা, বিলাসিনী

দৌহার জীবনে, সখা, ফলে যেন পূর্ণরূপে,
 এ আনন্দ-মিলনের স্মৃৎসল ফল,
 “আদর্শ সম্প্রতি” ব’লে, ঘটে যেন স্মৃৎসলে,
 দৌহার স্মৃৎসংশ্লীষীতিদ্বারা, অবিরল !

আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভীন, এ অভিনয়ন, সখা,
 উৎসবের দিনে শুধু চাপকোর নীতি,
 নাহি নৃত্য, নাহি গান, দাম্পত্য প্রেমের তান,
 গম্ভীর এ উপদেশ,—কেমন করীতি ?

হে পবিত্র-প্রীতি-যাত্রি ! সন্ধ্যামে বা অসন্ধ্যামে,
 লহ তুলি’ এ নীরস শুষ্ক উপহার ;
 পথে যবে প্রান্তপথে, ক্রান্ত দেহে, বসে ব’বে,
 তখন পড়িয়া দেখো, পাবে উপকার ।

(১১)

সখা !

আনন্দের দিনে আজ, নীতিকথা ভাল নাহি লাগে,
 উচ্চম উল্লাসে মুগ্ধ প্রাণ,
 সজ্জিত বিভোর যেই, কি সে করু তরু বৃক্ষি মাগে,
 সে কি বুঝে বাদ্য-ব-বিধান ?

স্বপ্নধ্বংস কাব্যামোদী, গণিত, বিজ্ঞান, নাহি চায়,
 ঘুলা করে শুষ্ক উপদেশ ;
 চাপকোর নীতি শ্লোক, অবশে কঠোর শোনা যায়,
 আজি তাহে নাহি রসলেশ ।

তথাপি, কুশলপ্রার্থী, হিত কথা কহিবে যাচিয়া,
 না দেখিবে তব প্রীতি, রোষ ;
 এ অভিনয়ন-মালা গাঁথিয়াছি—শুষ্ক ফুল দিয়া,
 গুণগ্রাহি ! না দেখিও মোষ,

আন্ত-ক্লেমকর বাক্য, তিত্ত-বাদ ভেষজের মত,
 হিত সাথে আপনার গুণে ;
 রোগীর বিরাগ দেখি, বৈজ্ঞ ককু না হয় বিরত,
 কণের আপত্তি নাহি তনে ।

ত্রিকালজ-জিতেন্দ্রিয়-স্বয়-প্রবর্তিত পরিণয়,
 দে যে, সখা, আদর্শ মিলন ;
 নাহি তাহে কাম গন্ধ, বিলাসেব সোপান সে নয়,
 তার মূলে ধর্মের সাধন ।
 সাবল্য-শিশির-সিক্ত সুপবিত্র কুন্তলের মত,
 করিতেছে স্বরভি বিস্তার ,
 এ কুন্তলে দেব পূজা সর্বশাস্ত্র-বিধান সম্বত,
 রচিওনা বিলাসেব শাব ।

পরিণয় 'যোগ' মাত্র, মানবের মুক্তি-সাধক,
 মুক্তি, মহামিলনের নাম,
 সাধন-সহায় ঐ শিশু-দ্বিধা, নহে ক্রীড়নক,
 কুলে বাও দৈহিকতা, কাম ।
 এ শুভ উৎসব অস্ত্রে, শিক্কাভার লগ করে তুলি,
 শক্তিরূপীবে শক্তি দাও ,
 জ্যাকেট, সেমিজ দিয়া গড়িওনা বিলাস পুতলী,
 অলঙ্কার-প্রিয়তা কুলাও ।

পতিব্রতা-পরসেবা-স্নেহ-দয়া-প্রীতি-উপাদানে,
 ক'রে তোলা কদম্ব বৃক্ষ ;
 শিখাও সত্তম রক্ষা, ভেজঃ পুঙ্ক ছোক অসম্মানে,
 সিক্ত জ্যোতিঃ হউক প্রথম

উজ্জল মতিমাসিতা, দাড়াইবে জগতের মাঝে,
 বিমিশ্রিত-কল্পনা-প্রতাপ ;
 ধর্ম্মের গৌরব ছুটা তেরি, 'কৃণ পালাবে লাজে,
 অবিচারে, একনা, সম্ভাপ ।

সৌবভ বিদ্বান, শুক নীরস, এ প্রীতি উপহার,
 নাহি এতে স্থানক-উচ্ছাস ;
 'তথাপি বন্ধুর দান,—ত'তে পারে পথে উপকার,
 তীর্থযাত্রি । রাখিও বিশ্বাস ।

(১২)

ক'র মা, ঘবেব লক্ষ্মি । আপন'র ঘবে,—
 শোভাস্বয়মায় ভরি,
 ভ্রম উজ্জল করি,—
 নরনে জন মা' শাস্তি, বরাভয় কবে
 চরিত্র করি দূর,
 ধন থাকে ভরপুর,
 নর মা, নৃত্য-মঞ্চ, এ শুভবাসরে ;
 মৃতিমর্তী পবিত্রতা,
 সত্য, সঙ্গী, পতিব্রতা,
 আনন্দের হাসি এন মঙ্গল ভিতরে,
 আম মা, ঘরের লক্ষ্মি । আপন'র ঘরে ।

মা ছেড়ে এসেছ ব'লে, মা দু'হি কৈলনা,
 মোহাগ-যত্ন দিরা,
 পূরে দিব পিতৃহিমা,
 মুছাব, মা, তো'র অশ্রু, মুছাব বেদনা ;

তোর বাড়ী তোর ঘর,
 কেহ না রহিলে পর,
 মায়ের অভাব কিছু বুঝিতে দেব না।
 আশীর্বাদ ধর শুভা,
 পতিকূলে হও প্রভা,
 ধর্মশীলা হ'য়ে প্রাণে ভাসাও চেতনা,—
 মা ছেড়ে এসেছে ব'লে মা তুমি কেমনা।
 জননীর আশীর্বাদ লহ পাতি শির,
 শত সিন্ধুর মাগো হোক চিরশির।

✓(১৩)

বৌদিদি,

বিয়ে ক'রে দাদা আনিবে তোমাতে,
 মোরা আছি পথ চেয়ে ;
 কত ভাবিতেছি, কেমন বা হয়,
 আর এক বাড়ীর মেয়ে ;

মুগ বা কেমন, রং কি রকম,
 চাহনি কেমন তার,—
 কান কত বড়, ঠোঁট লাল কি না,
 নীচ কি না কেশ-ভার ;

গাসি-খুসী, কিবা গম্ভীর প্রকৃতি,
 বচনে বিষ কি যথু ;
 দাদার মনের মত হয় কি না
 আসক্তক নববধু ;

তোরে যেপে, বউ, যুচেছে সন্দ,
আলো করেছিস্ গেহ,
বভাব, শবীর, সকলি সুন্দর,
শ্রলক্ষণ-ভরা দেহ :—

তোরে পেয়ে আজ আনন্দ ধরে না
তব ত্রাপ কিছু নাইরে,
ভুভদিনে লভ প্রীতি উপহার—
কি আছে, কি দিব ভাইরে !

(১৪)

আহ গো লক্ষী, আনন্দরূপিনি !
অচলা তইয়া থাক, মা,
এ গৃহের যত দুঃখ দৈনন্দ
সব দূর হ'রে যাক্ মা,
আগ ঘরে আয় নবন পুতলি,
এ গেহে সম্পদ উঠক উচলি,
কি শু রূপসের সরল হরষে
তুঃখ বিষাদ ঢাক, মা ;

সীথির সিন্দুর হাতে২ শঙ্খ,
—চির অলঙ্কৃত করুক অঙ্গ,
ঐ প্রীতি-অঙ্কণ উদয়ে
দুঃখ-তিমির-রাতি গোহাক, মা ।

(১৫)

সখা !

তোমার বিয়ে, সবাই বলে জানি,

ভেবে দেখলে সোজা ব্যাপার সেকি ?

তুমি ভাবছ ভারি মজা ? কিন্তু,

স্বামী হয় না স্বর্গে গেলেও ঢৌক ।

মনে হচ্ছে, এ এক নতুন জীবন,

এর আশ্বাসন ক'রে দেখা যাকত' ,

হয় তো তুমি পরম বৈষ্ণব নিজে,

টুনি তখন প্রথম থেকেই আক

প্রথম প্রথম যখন ঐক্য আসেন

কচি খুকী, ঘোষণা না ও কিছুই ,

কেবল ব'লে গুমরে গুমরে কাঁদেন,

সামুটা-ঢাকা মাথা ক'রে নীচুই ।

যুঁজি তলে এমনি রেবে বসেন,

এমনি নিজের সংসার বলে ডানটি,

বরাহুত কোনও বন্ধু এলে,

চারটি খিলি করেন, চিবে পানটি ।

নিজের জিনিষ থাকলে তোলেন বেঁবে,

এমনি ক'রে দস্ত-আট'নতে,

দেহকষ্মে সঙ্গে নেবেন সে সব—

এমনি গল্প করেন, পাই শুনিতে ।

সোনামানা, সাড়ী, জ্যাকেট, সমিজ,

প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু'খান,

বিশদ প'ড়লে পাছে চেয়ে বসি,

সেই ভরে, সব মোদের কাছে লুকান ।

ভায় পর যখন সন্তান-আদির চক্ষায়,

সংসারটি বেশ জঁকিরে ওঠে ভাই রে,

তখন আনতে চূপের পয়সা হয় না,

(তবু) নোকার মোজা, খুঁকীর গাউন চাইরে !

যদি ব'লে, "চুরি ক'ব্বা নাকি ?

না দেখালেই নয় কি মিথ্যে জোকটি ?"

অম্মি চক্রে মল্লিকিনী গায়ের,

চিকের উপর উঠলে সবল নাকটি !

দাঁড়াও—দোষায় যে কি হ'চ্ছে,

তোমার, কি এর জানবার চরেনা সময় ;

তোমার অঙ্গান, তুমি পাচ্ছ পানি,

ওল শুচিনাই, উনি থাকেন গোময় !

অতঃপরে মেয়েল দিয়েল নাগ ড,

মিটের না ভাই, ন'লে রাপুছি আগেই ;

'বিয়ে' তখন হানি বুঝি হ'ছে,

(ন'ক'ছে) ক'জাল-বাক্য বাসি * লে লাগেই ।

(আবার) একত্রে একত্রে দেহতবী যদি

পৌচায় তখন পাঙ্কিকোর বন্দরে,

মধুর বাণী কতই শুনেও পানে,

মনে প'ড়বে বিষের আনন্দ রে !

কত বকম বাপাব যে ছার আছে,

দেই যদি তার পুরো একটা লিষ্ট,

হয় তো তুমি যষ্টি নিয়ে ওড়বে,

উনি তুলবেন সংমাজনী মিষ্টি ।

কিন্তু একটা কথা যদি না কই,
 অসম্পূর্ণ হয় যে প্রবন্ধটা ;
 আমিও নই, চিরকুমার, তাইতে
 বেশ বুকেছি বিবাহের মন্ডটা ।
 প্রশ্ন হ'চ্ছে, 'এমন কেন হ'ল ?'
 আমি বলি, মূলে শিক্ষার অভাব ;
 বিয়ের আগে কি শেখে ঐ শিশু ?
 বিয়ের পরেও বাণীর চাকরী ভাবাব ।

ওদের একটু বয়স হ'লে থাকলে,
 আমরা স্বক করি সোহাগ, বড় ;
 জ্ঞানের চর্চা চুলোয় গিয়ে, শেখে.
 কোলে করেন পুত্রকন্যাবহু ।
 তা' এক খানা প্রেমের পত্র লেখেন,
 'কি' লিখতে, দেন 'ক'য়ে দীর্ঘ 'উ'কার ;
 হিসেব লেখেন,—টিক নামাবার বেলা—
 মিশ্র যোগটা জানি,—কণেন স্বীকার ।

ভাল ভাল বই যদি ভাই পডাই,
 উপদেশ দি', ভাল ভাবে চ'লতে,
 ওদের মন যে থাকেনা সংকীর্ণ,
 প্রশস্ত হয়,—সে কথা কি ব'লতে ?
 তাইতে ব'লছি বিয়ে ক'জ্জ, কর,
 কিন্তু ভাইরে, শিখিয়ে পড়িয়ে দি'য়ো ;
 ওদের মধ্যেও ভাল মাথা আছে,
 জ্ঞানের চর্চার স্বপটি ওদের দি'য়ো ।

তোমরা ভাবছি, বিষের দিনে দিচ্ছি,

কেমন দ্বারা বিষের উপকার !

আমি ভাবছি, এ এক প্রকম হ'ল,

ভেতন হলেও, হয়ে উপকার ।

কৌদিদি এই উপকারটি প'ড়ে,

খান্ডয়াবেল যে রেখে কদিনকালে,

তোমার বাড়ী পাত্ত্ব করু প'তা,

সে স্থান আর হবেনা কপালে ।

সকল মনের অধিকারী হবো,

মধুর আঁন, পান্ন, সখা, দাস্ত ;

নি'রম গন্ধ গুটিয়ে নিরে চমাম,

মনের গুণে তোমরা কর হাস্ত ।

অভয়া

প্রার্থনা

বেড়াগ—৫৩৭৮

“লাড়াও আমার আঁখির আগে”—হর ।

তুনাও তোমার অমৃতবাণী,
অদমে ডাকি’—চরণে ‘আনি’ ।

সতত নিখিল শত কোলাহলে,
কিষ্টে প্রতিযুগ কও হলাহলে,

তুনাও হে,

তুনাও সীতল মনো রসায়ন,

প্রেম-স্বপ্নের যন্ত্রণা’নি ।

এটুকু সে ধ্বনি দিক-প্রসারিত,

মিশ্র কলরব ছাপিয়ে’.

উটুক দরলী লিহরি’ পুসকে

কাপিয়া—সুখে কাপিয়া,

লিহরি’ এ ভবে শুভ বরাহ

কথে করি’, তরি, চির নিরাময়,

তুনাও হে,

তুনাও, তরল চিত্ত, তে তরি,

তোমারি স্রীপদ-নিকটে টানি’ ।

সৃষ্টির বিশালতা

ভজন—হৃদ-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গের ।

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত

নীল গগন-গর্ভে ,

তীক্ষ্ণ বেগ, ভীম মূর্তি,

অমিটে মত্ত গর্বে ।

কোটি কোটি সৌন্দ্র উগ্র

অনল পিণ্ড তারা

দুগুণাদে, কলকে কলকে,

উগরে অনল-ধারা ।

এ বিশাল দৃষ্টি, গার

প্রকটে স্তম্ভ-বিন্দু,

নামে সে সর্ব-প্রতিমান

চির-কার-সিদ্ধ !

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা

ভজন—হৃদ-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গের ।

সূক্ষ্মীকৃত, গগন রহিত

গুলি, সিদ্ধ-বলে ,

কোটি কীট কারছে বাস,

এক সূক্ষ্ম ধূলে ।

কীট-দেহ জনম-মৃত্যু,

নির্মিথে কোটি—লক্ষ ,

কুণ্ডে দুঃখ, হরষ, যৌব,

প্রীতি, ভীতি, সখা ।

এই স্বপ্ন-কোশল, রটে
 ধীর জ্ঞান-বিন্দু,
 নহি সে চির-গম্যাদ শূন্য
 চিত্ত-প্রকণ-সিদ্ধ !

পাপ রাত্রি

টোড়ি ডেরবী- কাওয়ালী ।

(রূপক)

বুঝি পোহাল' না পাওক ব্রজনে
 এই ভাবনা, বুঝি পান না
 সেই মোহ-তিমির-তর, জ্ঞান নিমগ্নি ।
 আর মারা-নিদ্রাহরা দেবিব না শিকি-উষা,
 বৈরাগ্য-শিশির-ভরা, আনন্দ কুহুম-চূষ',—
 নিরমল-ওজার-দরশ ।
 আমার চলচিত্ত-চক্রবাক, আর ভ্রমি চক্রবাকী,
 কখনদীর দুই পারে, করিতেছে ডাকাডাকি,
 চিত্ত-তিমির-মজ্জিত, সচিছে চিত্ত-বিবহ,
 করুণ-বিলাপ-মাত্র বহিতেছে একবহ,
 পরতপে বধিরা ধরণী ।
 আমার সাধন-বিহঙ্গ করে বিলাস-আলস্ত-নোড়ে,
 সন্দেশ-পেচক শুধু অঙ্ককারে ঘূষে ফিরে,
 প্রবেশি' তত্ত্ব-সিদ্ধ শাস্ত্রিময় মর্থ গেহে,
 লুটে মরকত-প্রেম, অমূল্য হীরক-স্নেহে,
 (লুটে) দয়া-মুক্তা, সধিবেক্ষ-মনি !
 আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, বেন মাথিরা কলকয়লী,
 তরুণক দ্বিতীয়ার কীদ-রেখা স্নানশয়ী ;

সেও অস্ত গেছে হরি ; কোটি সাধু-ইচ্ছা-তারা

মোহ-মেঘ-অস্তরালে চরেছে বিলুপ্ত-হারা ;

(শুধু) খেলিতেছে আতঙ্ক-অশনি ।

(এই) বিভীষিকাময়ী নিশা, আমি নিরাশ্রয়—একা,

কোথা হে বিপন্নবদ্ধ ! দয়াময় ! দাও দেখা ;

ওই ভীম-বৈতরণী-উত্তপ্ত-তরঙ্গ-বারি !

সমস্ত তিত্তৈর্ষ্য ডাকে, কোথা পারের কাণ্ডারী

কই নাথ, শ্রীপদতরণী !

অনন্ত মূর্তি

ললিত-বিভাষ—একতালা ;

আমি চাহি না ও-রূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,

আমার ম'য়ের করু ও-মুরতি নয় ;

কোন্ কুস্তকায়ে গ'ড়ে দিবে তারে ?

ইন্দ্রিত-মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ।

কোটি কোটি নিফলক শরদিন্দু,

যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে এক বিন্দু,

নয়ন-কোণে যার কোটি সবিতার

পূর্ণ আবির্ভাব নিরন্তর রয় ;

শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—

সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয় ;

প্রতি রোম-কূপে কোটি জগৎরূপে,

মাঘের অসীম স্রষ্টা প্রতিভাত হয় !

নিখিল জগতের সমগ্র চপলা,

সিদ্ধ-সমুজ্জল-প্রশান্ত-অচলা,

মোহম্বাঙ্ক-নাশী, মায়েব মধুর হাসি,
অলৌকিক-বরা, কমায়ুতমব ;

সংখ্যাতীত পদে কেবলেন ছায়-ছায়,
সংখ্যাতীত করে বিভবের উদ্ধার,
জীবের হৃৎখে কাঁদি', যত্নে দেন মা বাঁধি'
আলৌক্যদেব রক্ষা-কবচ—বরাভয় ।

মিলনানন্দ

ঠেঁৱবী—কাণ্ডাঙ্গী ।

কেড়ে লও নবনের আলো, পাশ-নয়ন কর মিল,
চির-বনিকা প'ড়ে থাক হে, নিবে থাক ব'বে, ভাৱা, চক্রে ।
হ'রে লও প্রবণের শক্তি, দেখে থাক অলদের মন,
সৌভাগ্য চাতি না, বিধাতা, কক কর হে নানী-রক্ষ ।
আল হর হে, কপাসিক্ত, চাঁদি না ধরাব মকরন্দ,
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত ক'রে দাও অমাদ, মিলন ।
(তুমি) মুক্তিমান হ'রে এম প্রাণে, মন-স্পর্শ রূপ রস-গন্ধ,
এনে দাও অভিনব চিত্ত, 'হৃদয়ে'তে সে মিলনানন্দ !

মুক্তি-ভিক্ষা

“উঠ গো ভার ওলন্দী”—তব ।

আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, দিব চরণ অভিবেশে,
পাপ-তাপ সব নাশি', কর প্রাবিত চির-মকরেন্দ্রে ।
বাহিত সাধন-মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল-
শরণ, হৃৎ-সিদ্ধ !

দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি-নিবাস, লহ তুলি বক্ষে,
 মাগিছে কোটি তপন-শশী, মঙ্কন চির-স্বপ্ন-নীরে গো !
 “বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার’ এ চির-পথ-শ্রান্তি,”
 কাতরে কহে গংতারী, “প্রভু, দেহ চরণ-তলে শান্তি,”
 শক্তিত শতচিত শুল্লে, হতপুণ্যে, প্রভু,

দিবে না কি যাচিত মোক্ষ ?

দেবতা গো…………… !

মগ্ন হঃসহ শক্তি, প্রভু, রোধ এ ঘৃণিত চক্রে,
 কর হে নিমেষ শূন্য, যত সঙ্কট-পথ অজু বন্ধ
 স্তম্ভিত কর হে মুহূর্তে, তলে, উদ্ধে,
 (যত) অগণিত শলি, রবি, ক্রেদ্রে,

দেবতা গো…………… !

ব্যাকুলতা

বেহাগ.—আড়া ।

নিকটে গোবৎস যখন বাধা ধঃপে মায়ের কাছে,
 কি পিপাসা ল’য়ে বৃকে, পলে পলে মুক্তি বাচে !
 কিনা অব্যবহিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধু-পানে,
 তারে নিবারিতে পারে, কোথা হেন শক্তি আছে ?
 প্রভাতে যখন পাখী নৌড়ে নিজ শিশু রাখি’,
 আহা-সংগ্রহে ছোটে স্বদূর নগর-মাঝে,
 দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে,
 কি তীব্র উৎকর্ষা ল’য়ে, আশার আশ্বাসে বাচে !
 সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব ? তেমনি ক’রে মাকে চাব ?
 স্বপ্ন দ্বঃধ কুলে যাব ? হার রে. সে দিন কোথা আছে ?
 হ’রে অক্ষ, হ’রে বধির, “মা”, “মা” ব’লে হব অধীর,
 দু’নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাকালের সাজে ।

হঃহ

লয়ী—কাওরাণী ।

আমার অভাবে রেখেছে নদা, হরি হে,
 পাছে অলস-অবশ হ'য়ে যাই,
 আমার দাওনি প্রচুর ধনরত্ন,
 পাছে পাপে ডুবিয়া ব'য়ে যাই ।
 আমি না বুকে ঘোষ-ভরে, তোমাগে,
 হরি, কত কি মন্দ ক'য়ে বাউ,
 আর, তোমাগ প্রেমের দান হারায়ে
 যবে, দবর্গীর মূলো, ল'য়ে বাউ ।
 প্রভু, তোমাগ প্রেরিত শোকহঃহ,
 আমি নিকপায় ব'লে স'য়ে বাউ,
 আমি অবিরত দু'নয়ন মুদিয়া,
 (প্রভু) স্বেচ্ছায় আপায়ে ব'য়ে বাউ

মানস-দর্শন

মিশ্র ভৈরবী—কাওরাণী ।

(কবে) চির-মধু-মাদুরী মাগিও মুখ তব
 রাজিবে মলিন-মরম-তলে ;
 পাতকী, পুলকে লিহরি', হেরিবে,
 মৃগমানসে, নেত্রজলে !
 সঙ্কিত কত শত দ্রুতি-বেদনা
 সহিবে নীরবে তোমাগি দমন ;
 সকল হরষ, আশা—সকল ভাবনা, ভাষা
 সকল হইবে, হরি, কক্ষণ-বলে !

পতিত

নসন্ত—স্বাপাতাল ।

শমন-ভয়-হয়, পরম শরণ-ভবধব !

(তব) চরণ-তল-পরশ-ফল অশ্রু-বর লব ।

সবল কর অবশ মন, হয় সকল ধন-জন,

অঘ-অনল-দহন ভয়-হরণ-পদ তব ।

সকল থল দলন কব ! অধম তব ভজন-পর,

জনক, তব তনয়-ভ্র, মরণ-কলরব ।

ভকত যত সদন-গত, মরল মম গমন-পথ,

(মন) গহন-বন-চরণ রত, সদয়, কত সব ?

অনবরত নয়নজল, সকল মম করম-ফল,

হত ধরম-চরম-দল, সদয় কত কব ?

কর্মফল

কিন্দিট—অ'ড়াঠকা ।

এত আলো বিশ্ব-মাঝে মুকু করে দিলে ঢালি',

তবে কেন্ অপবাধে, হরি, ঘোচে না মনের কালী ?

হেথা, চির-আনন্দ-জলধি উখলিছে নিরবধি,

তবে, আমি কেন তাঁ'রে বহি' বহি নিরানন্দ ভালি ?

বিমল-বিনেক-ভরা, আনন্দময়ী তব ধরা,

তবে, আমি কেন মোহগর্ভে নিপতিত চিরকালই ?

হেথা, প্রেম-পিপাসুর তরে চির-প্রেম-উৎস সার,

তবে, প্রেম চাহি' পাই কেন বিজ্রপের করতালি ?

হেথা, কল্যাণ-প্রবাহ ছুটে, স্বপ্ন আসে—দুখ টুটে,

তবে, কেন পাই শুধু স্বাধ,—নিশ্চয়, নিষ্ঠুর গালি ?

কান্ত বলে, কর্ম-ফলে, স্বধা ভোবে হলাহলে,

তাই, প্রমোদ-উজ্জান, মন, সঙ্কটক তপ্তবালি ।

প্রেম-ভিক্ষা

কীৰ্ত্তনের স্তব—জলর একতারা ।

ব'রে থাক, হরি, প্রেমেরি বজা, (এই) শুক-জলর-মাঝে ;
ডুবাও রমণী, পুত্র, কজা, অভিমান, ধন' লাজে ।

(ওরা ডুবে থাক)

(তোমার প্রেমের প্রবল বজার, ওরা ডুবে থাক)

(ওরা স'রে থাক হে)

(আমার পথ হ'তে ওরা স'বে থাক হে ।

(আমার প্রেম স'ধনার পথ হ'তে ওরা স'রে থাক হে)

(আমার ভজন-বৈরী, সাধন-বাহা স'রে থাক হে ।

(আমি ভেসে যাব নাথ ।

(তোমার প্রেমের একটানা স্রোতে, ভেসে যাব নাথ ।

(আমি সফল হব ।

(তোমার পায়ে আপনা হারায়ে সফল হব)

(ওহে প্রেমসিদ্ধ, আপনা হারায়ে সফল হব ।)

যে প্রেমের স্রোতে আপনা হারায়ে গোরু বলে 'হরি বোল' হে,
সংসার তেহাগি, ত'তাত বাঢ়াবে, পাতকীবে দিল কোল হে ।

(বলে, হরি বল ভাই)

(গোরু বলে হরি বল ভাই)

(ধন জন মান কিছু নয়, শুধু হরি বল ভাই)

(কে টেনেছিল ?) (তারে কে টেনেছিল ?)

(ঘরে যুবতীর প্রেম ভূলায়ে দিয়ে, কে টেনেছিল ?)

(ঘরে শ্বেত-পাগলিনী মা ভূলায়ে, কেবা টেনেছিল ?)

(আর রইল না হে) (আর ঘরে রইল না হে)

(গোরু আর ঘরে রইল না হে)

(কি যশু পেয়ে সে পাগল হ'ল, ঘরে রইল না হে)

(আর থাকবে কেন ?)

(আর ঘরে থাকবে কেন ?)

(সকল মধুর সার মধু পে'লে থা'ক্বে কেন ?)

যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাঁচে বিহপানে, শিলাসহ ভাসে জলে হে,
পোড়ে না অনলে, মরে না পাথানে, বাঁচে করি-পদতলে হে ।

(সে কেবল তোমার ডাকে)

(অবোধ শিশু তোমার ডাকে)

('কোথা বিপদ-ভজন মধুসূদন' ব'লে, তোমার ডাকে)

(তারে কে মারতে পারে ?)

(তুমি কোলে ক'রে তারে ব'সেছিলে, কেবা মারতে পারে ?)

(তুমি প্রেমরূপা দিয়ে অমর ক'রে, কে মারতে পারে ?)

হে নাথ ! মাগুদর

কীৰ্ত্তন—ভজন একতারা

ওহে কলুষ-হরণ, নিখিল-শরণ,

দীন-দয়াল, হরি হে !

কাতর চিত্ত, দুৰ্দ্ধল, ভীত,

চাহ করুণা করি হে !

(আর দুখ দিও না)

(হরি হে, পাপীয়ে ক্ষমা কর, আর দুখ দিও না)

(আমি অশ্রুতাপ-বিষে জর জর, আর দুখ দিও না)

(নইলে, কালী যে হবে)

(অশ্রুতাপী পাপী দুখ পেলে, নামে কালী যে হবে)

(নিহলক হরি নামে, কালী যে হবে)

(এই পতিত অধমে না তারিলে, নাম ডুবে যে বাবে ।)

ওহে প্রেমসিদ্ধ, অগম্য,

আমি কি অগৎ ছাড়া হে ?

এই গভীর আধারে, অকুল পাথারে,

এক বার যেহ সাড়া হে ।

(মাড়া কেন হবে না ?)

(কাতরে পানী ভাকে বন্দি, মাড়া কেন দেবে না ?)

(কেন ডুলে নেবে না ?)

(সরল প্রাণের ডাক শুনে, কেন তুলে নেবে না ?)

(এর মাঝে তো আছি)

(এই ভগবতের মাঝে তো আছি)

(ওহে অগতাতা, এই অগতের মাঝে তো আছি)

(তবে ফেলবে কিসে ?)

(এই অঙ্গভের দাপ যা হ'য়ে ফেলবে কিসে ?)

(নিନ୍ଦେ ହବେ) (ନାୟବର ନିନ୍ଦେ ହବେ)

(অগ্নি থেকে যেনে লাগে, নষ্ট হলে নিন্দে হবে)

। निष्कण्ठ दद्यात् नान्यथा, निष्कण्ठ इत्येव । ।

७८६ श्रीन-प्रदायक, कि देवु निमय,

‘দুখমিক্ত’-এ ‘ফেলি’ হে .

ହେଁ ତୁ କର୍ମଧାରୀ, ମୋ ଏକ ବାସ,

ককণা নয়ন যেনি' হে ।

(বড় নাম শুনেছি)

(ଘାଟେ ଏମେ, ସହାୟ, ମାଡ଼ିୟେ ଆହି, ନାମ ଉନେହି)

(পায়েৰ কড়ি লাগে না)

(ତୋଷାର ଘାଟେ ମାର ହ'ଇଲେ ନାହିଁ କହି ଲାଗିଲେ ନା)

('पञ्चानन' द'एल त्रिन डाक निमेल कछि लागेन न।)

('দীনে পার কর' ব'লে জাক মিলে আর কড়ি লাগে না)

(কাতর হ'য়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাগে না)

(চোখের জলে ডাকলে নাকি কড়ি লাগে না)

(ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে নাকি কড়ি লাগে না)

(नव कि मिदथ कथा ?)

(তবু আছে ঘাটে পাট্টনী নাই, কি মিথ্যে কথা ?)

(তবে পার করে কে ?)

(আধারে পাথারে শ্রান্ত পথিকে পার করে কে ?)

(তা'তো হ'তে পারে না)

(তরী আছে, তার মাঝি নাই, তা'তো হতে পারে না !)

বন্দী

দিক্ পাখা—কা হোলা ।

ধীরে ধীরে মোরে টেনে লুহ তোমা পানে ,

(আমি) আপনা হারয়ে আছি, মোহ-মদিরা-পানে ।

প্রতি মাতা পরমাণু আমারে ক'রেছে স্থাপু,

টার্নিয়া ধ'রেছে মোরে, নিষ্ঠুর কঠিন টানে ।

ওহে মায়-মোহহারি ! নিগড় ভাজিতে নারি,

নিরুপায় বন্দী ডাকে অদৌর, আকুল প্রাণে ।

মনের কথা

মিশ্র পূর্ববৎ—এক ভালা ।

তোমারি ভবনে অামারি বাস,

তোমারি পবনে অামারি বাস,

তোমারি চরণে অামারি নাশ,

জীবনে মরণে করিল দাস ।

পাপ-বাধিতে ব'সিছে গ্রাস,

ফুরাইছে দিন লাগিছে আস,

তোমারি করুণা-অমৃত-প্রাশ,

দিও অন্নিমে এ অভিলাষ ।

চরণে অঙ্কিত কঠিন পাশ,
 বাধিয়া রাখিছে বারটি মাস,
 ভুলাইল মোহ, ভোগ-বিলাস,
 তোমারি চরণ দীনের আশ !

হরি বল

রাগিণী কাম্বি সিন্ধু—কাওয়ালী ।

পাপ রসনা রে, হরি বল ,
 ওরে, বিপদভঞ্জন হরি, ওকত বংশল ,
 নাম, কররে সফল,
 সার, কর পদতল ।

হরিপদ ছাড়া-তলে যে জন শরণ লয়,
 তার কি বিপদভক্তি রাখে দয়াময় ?
 তাহে, বিতরি অভয়,
 দেয়, শরণ অচল ।

চেতনা দিয়েছে যেই, চেতনা থাকিতে তোম,
 ডাক সে চেতনাধারে ত্যজি' ধুমধোর,
 যেন ভ'নয়নে লোর
 নামে বহে অবিরল,

মেহ

'পাশী এই বে গাহিলি গাছে'—স্বর ।
 (ও মা) এই বে নিয়েছ কোলে ;
 আগে খুব্ ক'রে মোরে মেরে ধ'রে,
 শেষে, 'আর বাড়-বাছা' ব'লে ।

তুমি, তোমারি ধরারি মাঝে,
 মোরে, পাঠালে আপন কাছে ;—
 আমি, খেলা করি পথে, ফিরি পথ হ'তে,
 আধার জীবন-সীমারে ;
 আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তাই ,
 ভীত, নীরব অপরাধি-সম,
 সুধা'লে জবাব নাই ,
 মা, তোমার স্নেহের শাসনে, কন্মার আদরে,
 জন্ম গিয়েছে গ'লে ।

জাগাও

কেদারা—মধ্যমান ।

জাগাও পথিকে, ও সে চম্বে অচেতন ।
 বেলা যায়, বড় দূরে পাছ-নিকে-তন ।

ধাকিতে দিনের আলো,
 মিলে সে বসতি, ভাল,
 নতুবা করিবে কোথা যামিনী-যাপন ?

কঠিন বন্ধুর পথ,
 বিভীষিকা শত্রু শত্রু .
 (তবু) দিবাভাগে নিদ্রাগত, এ কি আচরণ ?

ব্যর্থ ব্যবসায়

স্মিট—একতারা ।

তব মূলধনে করি ব্যবসায়,
 তোমায়ে দেই না লাভের ভাগ ।

হিসেব করিয়ে সিন্দুকে তুলি,
 সাবধানে প্রতি ক্রান্তি, কাগ।
 তোমারি ধান্ত করিরা দানন,
 দেউ—ছনো করি লভ্য-সাধন,
 তোমা দিবে ফাঁকি, গোলা ভ'রে রাখি,
 চ'লে যায় বছরের খোঁরাক।
 তোমারি পাছেই কল বেচে বাই,
 বান্ধে তুলি' সে তোমারি টাকাই,
 তুমিই শিখালে ষত ব্যবসায়,
 কড়া, গুণ্ডা, পাই—যতেক ঝাক।
 তুমি দয়ার সাগর, রাজ-রাজেশ্বর,
 তলব কর না হিসেব-পত্বর,
 আমি বিশ্বাসঘাতক, চোর, প্রবন্ধক,
 তবু এ অধমে নাহি বিরাগ।

অবোধ

'তুমি গতি তুমি দার'—হয়।
 বেলা যে ফুরায়ে যায়, বেলা কি ভাসে না, হয়,
 অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি।
 কে কুলায়ে বসাইল কপট পাশায় ?
 সকলি চারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
 অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি।
 পথের সঞ্চল, গৃহের দান,
 বিবেক উজ্জল, স্তম্ভের প্রাণ,—
 তা' কি পণে রাখা যায়, খেলার তা' কে হারায় ?
 অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি।

আসিছে রাত্রি, কত র'বি মাতি ?
সাথীরা বে চ'লে যায়, খেলা ফেলে চ'লে আর,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি !

মা ও ছেলে

প্রসাদী স্বর (দ্বিতীয়)—জলদ একতালা ।
মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমার ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ-মা হ'লে ।
ব'লতো “শান্তি পে'তাম, হাড় জুড়ুতো,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে ;”
ব'লতো, “এটাকে সে নেয় না কেন ?
এত লোককে যমে নিলে ।”
তোর একি দয়া, কি মমতা !
ভাব'তে ভাসি নয়ন-জলে ।
এই বাপ-তাতান', মা-খেদান',
অধমটা তুই দিস্নে ফেলে ।
আমার এখনও বে শাস বহে গো,
শারীর বস্ত্র দিব্য চলে :
ও মা, এখনও বে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোণার শস্ত ফলে ।
আমার পাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানা ফুলে ;
আমার চাঁদ সুখা দেয়, মৌল্য রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে ।

তুই তো বন্ধ ক'লে ক'লে পারিস,—

তোর অসাধা কি কুমণে ?

কান্ন বলে, ছেলে কেমন, আর

মা কেমন, তাই দেখে সকলে !

তোমার স্বরূপ

মিশ্র ক্বিকিট—একতারা ।

এই চরাচরে এমনি ক'রে স্পষ্ট তোমার স্বরূপ লেখা,
(দেখে) মনে হয় গো যেন, দেখা দিতে দিতে দাও নি দেখা ।

ভোরে যখন বেলাই মাঠে,

সূর্য্যোদয় বসেন পাটে,

যেন গো তাঁর মুকুটখানি কে মহিমার ছটায় মাথা ।

(দেখি) চাঁদনি রেতে নদীর তীরে,

জোছনা ভাসে অধীর নীরে,

কসকে গঠে যেন তোমার অনন্ত আলোকের রেখা ।

(যখন) জননী সম্মানের তবে

প্রাণ দিতে যান অকাতরে,

তখন দেখতে পাই সে মায়ের মুখে,

তোমার প্রেমের চির আঁকা ।

আঁখি মেলেই দেখতে পারে, সেই আঁখি কেউ মেলে না রে,

কোলাহলে থাকে, পাছে দেখতে পায় গো থাকলে একা ।

পাগল ছেলে

মিশ্র বাবাজ—প্রসাদী স্বর ; জলদ একতারা ।

আমায় পাগল করবি কবে ?

‘মা, মা’ বলতে অবিরত ধারে ছ’নয়নে ধারা ব’বে !

আমি হাম্ব-কাঁদব আপন মনে, নির্জনে, নীরবে ;
 আমার পাগল মনের বত কথা, মা, তোমারি সঙ্গে হবে ।
 'ওকে বেঁধে রাখ' ব'লে সবাই ছুটেবে কলরবে ;
 তাদের প্রলোভনের চাটুবাণী, আমার পায়ে প'ড়ে যবে ।
 তোর কাছে মা, স্মৃতি, 'চক্ষু', শীতাতপ সব সবে ;
 আমার প্রাণ র'বে তোর চরণ তলে, দেহ র'বে ভবে ।
 'মা, মা' ব'লেতে এ অজপা কুরায়ে যাবে যবে,
 সে দিন পাগল ছেলে ব'লে, জাপটে ধ'রে,
 আমার কোলে তুলে লবে ।

নিশ্চিন্ত

লগ্নী, কাওরাণী—ব্রহ্ম-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গের ।

ঐ ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভয়াবহ-

গজ্জনে মরণ-বিষাণ !

হা, হা, কি বধির নিহিত রে চিত্ত !

মুদ্রিত অলস নয়ান !

ঐ ভীম-উন্মি বহি' যায়,—

কাল-পরোনিধি তাওব নর্ভনে,

প্রতিপলে গ্রাসিবারে ধায় ;

হা, হা, বেলা-সৈকতে, রে মন,

কি স্থখ-শয়নে শয়ান !

ঐ বিষধরী ভীম-জরা,—

করাল-কুণ্ডল দেহ রক্তগণ •

জীবিত-শক্তিহরা ;

হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা-

শূন্য রে স্থগ্ত পরাণ !

মুখের ডাক

বাউলের স্বর- তাল কাহারবা ।

তারে যে 'প্রভু' বলিস, 'দাস' হ'লি তুই কবে ?

তুই মেটে গরুে ফেটে মরিস, তোর বিভনের গৌরবে !

কোন মুখে তায় বলিস 'রাজা'

মন রে, তুই যে তার বিহোহী প্রজা .

তুই পাঁচ ভুতে দিস্ মাল-খাজানা,—

সে কি বেকী দিন তা ম'বে ?

কোন প্রাণে 'ভায়' বলিস 'ঈশ্ব' ?

তারে কবে দিলি প্রেম-মধু ?

এই যে ফাকা বৃজকগি তোর,

আর কত দিন র'বে ?

এই পালের পাঠশালাতে প'ড়ে,

তারে 'গুরু' বলিস কেমন ক'বে ?

কান্ত কয়, শুধু মুখের ডাকে,

তোর কোন কালে কি হ'বে ?

মিথ্যা মতভেদ

বেচাপ—জলদ এক'তালি ।

কেউ নমন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার ।

কেউ বলে, ভাই, এক টাটু জল, কেউ বলে গীতার ।

কেউ বলে, হাই এলাম দেখে,

কেউ বলে, ভাই, ম'লাম' ডেকে ;

কোন শাস্ত্রে কি বাক্য লেখে, তবু পাগলা ভার ।

কেউ বলে, সে পরম দয়াল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল,
 কেউ বলে, সে ডাক্তরে আসে, কেউ কয় নিষিকার ;
 কেউ বলে, সে গুণাভীত, কেউ বলে সে গুণাশিত,
 কেউ বলে আধেয়, (আবার) কেউ বলে আধার ।
 কেউ দেখে তার করালকাণী, কেউ বা দেখে বনমালী,
 কেউ বা তারে স্থল দেখে, কেউ ভাবে নিরাকার ;
 কাস্ত বলে, দেখরে বুঝে, রাখ বিতরু ট্যাঁকে শুঁজে :
 'এটা নয়, সে গুটা',—এ সিদ্ধান্ত চমৎকার !

সে

বাউলের গুর ।

(৫ তুই) ভবিস কি সে তোরি মতন পাতলারে ?
 দব কি তার কাপাকড়ি, বড় জোর আধলারে ?
 অমনি যেমন-তেমন ক'রে, "আর" ব'লে ডাক দিলে পরে,
 তখনে তাজির হবে, মানবে না ঝড়-বাদলারে ?
 পাণের রাস্তা পেয়ে সোজা, পাপ ক'রেছিলে বে'খা বোঝা,
 তোম একাদশী, রোজা, চুলোয় যাবে, পাগলাপে !
 তব ভাল অগৎ বেড়া, ফাঁক নাই তার সবই ঘেরা,
 কৈ, পুঁটি আদি ক'রে, পড়ে কুই, কাতলারে !

রিপু

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে"—হুর ।
 দু'টো একটা নয় রে, ও ভাং, গাছ ছ' ছ'টা,
 (তাদের) ফল তিত্ত, আর গায়ে কাঁটা ;
 আমার বড় সাধেব বাগান ব'সেছে রে জুড়ে,
 মস্ত শিকড়, আর গোড়া মোটা ।

(আমার) ফল-ফুলের গাছ বড়, অপরাধীর মত,
 (বেন) কড়মড়—খেয়ে লাখি-কাঁটা ;
 তাদের, ফলের গৌরব গেছে, ফুলের সৌরভ গেছে
 অকালে ঝ'রে, রয় শুকনো বোটা ;
 আমার গন্ধরাজ, চামেলী, গোলাপ, টালা, বেলি,
 আম, জাম, লিচু, কলম-কাটা ;
 আহা, কেমন দন্তেজ ছিল, মলিন ক'রে দিল ,
 হ'রে নিল হরিৎ রূপের ছটা ।
 আমি নিনেক-অস্ত্র দিয়ে, গোড়াটি কাটিয়ে,
 কতবার ভাবি, ঘুচলো লেঠা ,
 (ম'রে) থাকে ছ'দিন মোটে, আমার বেড়ে উঠে,
 “ব্রহ্ম বীজের” ঝাড় ৬-ক'টা ।

অক্লান্তকাৰ্য্য

মিশ্র ধাৰাজ—জলদ একতারা ।

দেখে শুনে আনলি রে কড়ি,
 মন কড়িগুলো হ'ল রে কাণা ,
 ভাল ব'লে কিনলি রে তদ,
 উননে তুলতে হ'ল রে ছানা !
 বুনেছিলি ভাল ভাল ফুল,
 বেলি, যুথি, গোলাপ, বকুল,
 ম'রে গেল জল না পেয়ে,
 আগাছা ঘিরলে বাগানখানা ।

কেমন তোমার হিসেব পাকা—

যত বারই দিলি রে টাকা,

তত্‌ বারই কিরে পেলি, মন,
 যোল আলা নয়, পনের আনা ।
 কত বারই মজুর ডেকে,
 খিড়্‌ কি পুকুর তুল্লি চৌকে,
 তবু কেন বছর বছর
 রাশি রাশি ভেসে ওঠে রে পানা ।
 কবে হবে মাঝার ছেদন ?
 কারে বল্‌বি প্রাণের বেদন ?
 ইহ-পরকালের গতি সে
 দয়াল হরির চরণে জানা ।

অকৃতজ্ঞ

বাউলের ছর—গড খেম্‌টা ।
 তুই কি খুঁজে দেখেছিস্‌ তাকে,
 যে প্রত্যহ তোমার পোরা-ক-পোষাক
 পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে ?
 ব'সে কোন্‌ বিজ্ঞান দেশে,
 তোমার ভাবনা ভাব্‌ছে রে সে,
 আছিস্‌, কি গেছিস্‌ ভেসে,
 সেখান থেকে খবর রাখে ।

তুই ব'সে নিজের বাসায়,
 থাকিস্‌ সেই ডাকে আশায়,
 টাকাটি পেলেই পাশায়
 পড়িস্‌ নেশার পাকে ;

খাস্ বেষ ভুখে, যাচ্ছে,
 সুখামনে আর কা'রো কাছে,
 সে যে কোন্ দেশে আছে,

হেসে বেড়াস কাকে কাকে ।

তার টাকায় জুড়িগাড়ী,
 বো বোটের গমনা শাড়ী,
 ঘড়ি, চেন, পাকা বাড়ী,

আচ্ছিন ভারি ভাঁকে ।

করে মন, নিমকহারাম ।

সুখ শয়নে ক'চ্ছ আরাম ?

তার টাকায় মন কিনে বাঙ,

তার কাছে কি গাল্পন থাকে ?

তার আবার এম্নি চি'ও,

দেখেও জলে না পি'ও,

তার ভুখে কাদে নিভা,

(আর) আডাল থেকে ডাকে ,

তুই . ও , মন, বদির, অঙ্ক,

'ওনু, করে - ; ও টাকা বন্ধ ,

কাস্ত কয়, মকরন্দ ফেলে

খেলি মাকালটাকে ।

দিন যায়

বেচান—ঝাপতাল ।

ঐ রবি ছবু ছবু, গেল যে দিন ফুরায়ে ;

এখনো কে তোরে মিছে নিয়ে বেড়ায় ফুরায়ে ?

ওরে মন কুবেরের ছেলে
 কার সনে তুই পাশা খেলে,
 হাতে পাওয়া বাপের বিষয়
 সবই দিলি উড়ারে ?
 কার কাছে শুনেছিস কবে,
 যে, যেমন ছিল, তেমনি হবে,
 যত্নে ঘরে নিয়ে গেলে
 পাখর-কুচি কুদায়ে ,

আর কেন মন মিছে ঘুরিস্,
 হিমে মরিস, রেমে পুড়িস্,
 প্রেমের পাচের তলায় ব'স, মন,
 যাবে হৃদয় জুড়ায় ।

ভজন-বাধা

মিশ্র লগ্নী—ভজন একতারা ।

(আমি) ধুয়ে-মুছে প্রাণটা যে দিন ক'বে তুলি সাদা,
 (ওরা) মাদা-মোহের কাল সে দিন টেলে দেয় ভেয়াদা ।
 সে দিন ওদের বেডে যায় গো, (আমার) পায়ে ধ'রে সাধা ।
 কেউ আদর ক'রে বলে, “বাবা,” কেউ বা বলে “দাদা” ।
 যে দিন ককির হব ব'লে (আমি) এড়াই সকল বাধা,
 (সে দিন) আঁকড়ে ধ'রে বলে, “তুমি মালিক, বাদসাহাদা ।”
 (আর) আমি অম্নি ফিরে বসি, (আমি) এম্নি মন্ত হাঁস ;
 (ওগো) আমি এম্নি ক'রে, ধীরে ধীরে, ব'নে গেলায় পাধা ।
 কাস্ত বলে, তোমার সনে আমার প্রাণ ত' ছিল বাধা,
 ওরা চোখে ধুলো দিয়ে আমায় লাগায় শুধু ধাঁধা ।

হতাশ

গৌরী—জগদ একতালা ।

আমার হ'ল না রে সাধন,
 আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া,
 গিঁঠে গিঁঠে বাধন ।
 (আমি) বাদেব জন্তে দিন হারালেম,
 তারাই করে নিখাতন
 আমার নিজের দশা দেখতে, আসে
 পরাণ কেটে বাদন ।
 (ওরা) অবিরত কাণের কাছে
 ক'ছে ঢকা-বাদন,
 (ডাই রে) এত গোলে, কেমন ক'রে
 হবে তার আরাধন ?
 (ওরা) সবাই রাখে চোখে চোখে
 আমি যেন হারাধন ,
 (আমি) মূলের কড়ি সব খোয়ায়ে,
 কল্লেন মিছে দাদন ।

অরণ্যে রোদন

বাউলের স্বর ।

তোমার ব'দলে গেল দেহের আকার ব'দলে গেল মন,
 তবু নয়ন মুখে অচেতন ।
 বাদেব খুসী ক'রবি ন'লে ক'রবি জীবনগণ,
 তারাই বলে, “বুড়ো, আর খুসি কতক্ষণ ?”
 বার কথা তুই নিস্মি কাণে, সারাটি জীবন,
 সেই, নিলাজ বিবেক আবার বলে, “শিররে শমন ।”

যে মাকে তুই হেলা ক'রে ব'লতিস কুবচন,
সেই কুমার ছবি ব'ল্ছে কাণে, “জাগরে বাত্ধন !”
তোর একই কাত্তে রাত পোহালো ভাসলো না স্বপন,
তোর জীবন-রাজি পোহার, এখন উবার আগমন ।
তোর বাল্য গেল ধূলো-খেলার, দিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'রলো জরা, এর পরে মরণ ।
কান্ত বলে, চায় রে ! আমার অরণ্যে ব্রোদন ;
ভেকে ডুকে, মেরে ধ'রে, দেখলাম বিলক্ষণ ।

বৈরাগ্য

কীর্তনের স্বর ।

আর ধরিসনে, মানা করিসনে ;
আর কাঁদিসনে, আমায় বাঁধিসনে ।
(আমার) গেল বেলা, নিয়ে ধূলো-খেলা,
(আমি) আর কত কাল ক'রবো হেলা ?
(আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে) ।
যদি হ'তে পারি প্রেমের অধিকারী,
আমার সঙ্গে তোদের কিসের আঁড় ?
(আমায় ছেড়ে দে,.....) ।
আর পারিনে গো, কিছু ধারিনে গো,
(এই) রইল এ ঘরবাড়ী নে গো ।
(আমায় ছেড়ে দে,.....) ।
আর কিসের দাবি ? এই নে গো চাবি ;
তোরা কি আমার সঙ্গে যাব ?
(আমায় ছেড়ে দে,.....) ।
সাধ পূরাইব, ফল কুড়াইব,
খেয়ে তাপিত পরাণ জুড়াইব ।
(আমায় ছেড়ে দে,.....)

সন্ধি

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা হৃদ—জলধ একতারা ।

আজি, জীবন-মরণ-সন্ধি রে !

প্রভু কোথা ছিলে ? আহা দেখা দিলে,

এই জীবন-কলয়-মন্দিরে !

(ওগো বড় মসিন) (ওগো বড় আধার) ।

এই বে স্বত-জায়া, ওদের বড় মায়া,

(ওরা) সাধন-পথের স্বর্গীরে !

(ওরা ভজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের)

ওরা কাত হলে, স্থখ দেবে ব'লে,

(আমার) রেবেছিল ক'রে বন্দী রে ।

(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশ'লে

আর নাই বাকি, এখন মুক্তি আশি,

(রাখ) বৃকে অভয়-চরণ ধীরে !

(আমার সময় গেল) (আধার হ'য়ে এল)

সমুদ্র-মহন

ইমন কল্যাণ—একতারা ।

(হৃদ-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গের)

ওরা মহন করি' জলয়-সিন্ধু

তুলিয়া নিয়েছে প্রেম-ইন্দু,

জান-অমৃত, প্রীতি-লক্ষী,

সদৃশ-পারিজাত ;

“আজ্ঞে ক’ত ধন রয়েছে নিহিত”,—
চির-মহন ভাবি’ বিহিত,
বন্ধে করেছি শত্রুমিত্র,
কঠিন দণ্ডাঘাত !

অতি মহনে উঠিছে গরল,
বিশ্বনাথ, ত’র, তরল ;
ত্রস্ত মণনকাটীসকল,
হেঁরি’ গরলপাত ;

ভয় বন্ধে দক্ষর কর,
কপ্পে বন্ধে ; শকর ! হর !
দগ্বর অতি দারুণ বিষ,
টল ! বিশ্বনাথ !

খেয়া

“সোপার কমল ভাসালে”—স্বত ।

যদি পার হ’তে তোমার মন থাকে, যা রে,
খেয়া ঘাটের পাটনি এসেছে ।
কা’রও কাছে নেয় না কড়ি, এমনি গুণের মাঝি,
কাধা, গোঁড়া, অন্ধ, আতুর,—সবার উপর রাভি গো ।
নাম শুনেছি “দয়াল মাঝি”, কেউ জানে না বাড়ী ;
ঝড়-বাতাসে ভর করে না, জমায় সোজা পাড়ি গো ।
সার কাঠের সেই অক্ষয় বজরা, চলে আপন বলে,
যে দিক্ থেকে বাতাস ঠেক, সোজা যাবে চ’লে গো ।
যদি বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হালকা হ’য়ে চলবি ;
খুলে ফেল তোমার পায়ের বেড়ি, ফেলে দে
তোমার ত’লপি গো ।

“—হবে, হ’লে কায়-বদল”

বাউল—গ’ড খেঁমটা ।

যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে অশানখাটে
 দিয়ে ‘হরিবোল’ !
 সেই পথে, আসছ নিয়ে, বিরে দিয়ে, ছেলে আর বউ,
 বাজিয়ে রে ঢোল !
 যে পথে, হরি-প্রেমে নেচে গেয়ে, যাচ্ছে ডক্ত,
 বাজিয়ে রে খোল ;
 সেই পথে, ন’ডির বাড়ী, তাতাতাড়ি, যাচ্ছ রে, মন,
 আছো পাগল !
 যে পথে, বিষয়ত্যাগী, প্রেমবিরাগী আসছে, কাখে
 ফেলে কবল ,
 সেই পথে, টেডি কেটে, চেন কুলিয়ে, যাচ্ছে, হাতে
 মেরে বোতল ।
 ওরে, পীতাপাঠের সভার কার কি ক’রবে চুরি,
 ভা’বছ কেবল ;
 কান্দ কর, আর ব’লো না, আর হ’লো না,—হবে,
 হ’লে কায়-বদল ।

দ্বন্দ্ব-রাহিত্য *

সংকীৰ্ত্তন

ভেদ বুঝি ছাড়,—‘ভূগা’ ‘হরি’, তই তো নয়,
 একেরি দুই পরিচয় ।

১০১২ সালের কবির তাঁহার জন্মপরীর নাতি-দুর্ভু কোন গ্রামে
 গিয়া দেখেন যে, শাক্ত ও বৈষ্ণবদ্বিগের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্ত উপস্থিত
 হইয়াছে ; এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্ত দেবতার কুৎসা করিতেছে ।
 তখন কবির এই সঙ্গীত রচনা করিয়া সংকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ।

কালী, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ,

একই ব্রহ্ম,—শাস্ত্রে কয়

শাস্ত্র হ'লে হরি-দেবী,

তার যে ভজন বিফল হয়

আবার, হরি-ভক্ত, শাস্ত্রে হিংসা

ক'রলে অনন্ত নিরয় ।

শক্তি, দে ভাই, 'হরি-ধ্বনি',

বৈষ্ণব, বল 'কালীর জয়' ।

ষেমন, জলকে বলে কেউ বা 'পানি',

কেউ বা 'বারি', কেউ বা 'পদ্ম',—

তেমনি, নামের মাত্র ভেদ বটে ভাই,—

সবাই নিত্য-ব্রহ্মময় ।

ষেমন, আধার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন

নাম ধরে এক জলাশয় !

বিজ, নদী, খাল, কুণ্ড, দামস,—

জল সবি এক জলই বয় ।

যে জন 'দুর্গা' ত্যাগে হরি ভজে,

'হরি' ফেলে 'কালী' লয়,

তারে দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, হরি,

সব দেবতাই নাবাজ হয় ।

এক হ'রে বাও মনে-মুখে,

এক প্রেমে বাধা হৃদয় ,

কালী-প্রীতে বল 'হরি',

থাকবে না আর শমন-ভয় ।

(আবার) কৃষ্ণ-প্রীতে ব'লে 'কালী'

'কালী-কালী' হন সদয় ।

কগড়া-কাঁটি বাকরে মিটে,

বল 'কৃষ্ণ-কালীর' জয় ।

প্রলয়

বাউলের স্বর—গড় ধেমটা ।

এ বিশ্ব, একের বিকার, সব একাকার
 হবে, দেখ বিচার ক'রে ।
 রবে না, উষ্ণ শীতল, শত্রু তরল,
 বক্র সরল চরাচরে ,
 থাকবে না, উপর নীচ, আগা পিছু
 ব'লে কিছু, জ্ঞান-গোচরে ।
 রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড প্ৰহর,
 ব্যস্ত কি বাসর, আগে পরে ,
 দুবনে রে, সন্ধ্যা সকাল, কাল কি অকাল,
 আজ কিবা কাল কাল-মাগরে ।
 উঠবে না, চক্রে, তপন, সোপার বরণ,
 ঐ গ্রহ-গণ, গগন ভ'রে ;
 ঐ সাধের উদর অন্ত, দব নিরন্ত,
 নিখিল বাস্তব, একের তরে ।
 ওরে ভাই, নীল, কি লোহিত, পাটল, কি পীত,
 আর না মোহিত ক'রবে নরে ,
 রবে না, কোনও শব্দ, নিখিল শব্দ,
 রইবে সব তো মৌন-ভরে ।
 থাকবে না, ভাল মন্দ, তরু মন্দ,
 হিংসা হৃদয় ঘরে ঘরে ;
 রইবে না, কঠা কন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
 মৃত্যু জন্ম, জীব ও জড়ে ।
 কান্ত কয়, প'ড়েছে যেই, ভাঙবে নিজেই ;
 সৃষ্টি-বীজেই মৃত্যু ধরে ।
 চির দিন, এমনি তাকে, হাটটি লাগে,
 সেই তা' ভাদ্রে, আবার গড়ে ।

অবাক কাণ্ড

বাউলের স্বর—তান কাঠাব্বা ।

ভাব দেখি মন, কেমন ওস্তাদ সে,—

যে, 'ই দিনছনিয়া গ'ড়েছে ।

বলিহারি, কি বন্দোবস্ত !

অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে, পণ্ডিত সব মস্ত

তারো ঠা ক'রে ঐ দেখেছে ব'সে বে,—

কি কাণ্ড হ'চ্ছে আকাশে !

চান করে, ভাই, মোদের প্রদক্ষিণ,

সুখি,ঠাকুর বেড়ে ঘুরি আমরা বাহিদিন .

(আবাব) সুখি ঘোবেন কার চাবুদিকে রে,—

জিজ্ঞেস করু বৈজ্ঞানিকে !

সেই বা কেমন মজার ঘুরণ পাক,

পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমনি হাতের তাক ,

(আবাব) পাকে পাকে রাস্তা এগোয় .এ,—

তারো সময় বেঁধে দিচ্ছে ।

বল দেখি এই সৌর পরিবাব.

এদের খেলার প্রাঙ্গণ ঠেথার-সিকু কয় যোজন বিস্তার ?

তবু, ওটা অসীম শূন্যেব ক্ষুদ্র অণু রে,

বল, কার খবর বা কে বাখে ?

আলো এক নিমেষে এক যোজন ধায় ;

আবার, আট মিনিটে সুখি হ'তে ধরায় পৌছে যায় ;

এমন তারো আছে কত কোটি রে,

যাদের আলো আসে তিন মাসে ।

আবার এমন তারা কতই আছে, ভাই,
 যাদের আলো হাজার বছর রাত্তির আছে,
 আলো পৌঁছে নাই !
 এখন, বলুন দেখি পণ্ডিতের গোষ্ঠী,
 তারা আছে যে কত দূরে !

কান্ত বলে, বুঝি আর কিসে,—
 ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে, হারিয়ে যায় বিশেষ ;
 প্রতি অণু হ'তে সূর্য-মণ্ডল রে,—
 কি সত্যের সে গাঁথিছে !

আশায় ছাই

মিশ্র বাঘোর'—গড় খেমটা ।

আমি ভেবেছিলাম তোমার ডাকন পত্রে,
 আগে প'ড়ে শুনে নিরে বুঝি পাকাই ,
 আমি প'ড়লাম কত এই বয়সে,
 আহা, খরচ ক'রে বাবার কত টাকাই !

আমি খেতাব পেলাম মস্ত লম্বা,
 জান তো হ'লো অষ্টরশা,
 আমি গিললাম কত ধূতস্ব,
 এ পেট ভ'রল না রে, মার হ'লো শুধু চাখাই ।

আমি নিজের মনকে দিয়ে ফাঁকি,
 ভাবলাম এবার তোমার ডাকি,
 (ভগো) অমনি বাবা দিলেন বিয়ে,
 তখন, জ্বলন্ত দেখি যখন যে দিকে ডাকাই ।

তখন, বধু ব'সলেন হৃদয়-জুড়ে,
তোমার কেল্লাম কোথায় ছুড়ে,
তোমার আসন ব'সে দিবে,
তার গাতুল পদে কতই যে তেল মাখাই ।
তখন নরক হ'লো জীবের জন্ম,
এঁটে গেল সংসার-ধর্ম,
আর, পরচ চ'ল্লো বেজায় বেড়ে,
তবু মিথ্যে ক'রে যে কতটী আসর জাঁকাই !

তখন ছেলের পড়া মেয়ের বিয়ে,
ব'য়ে চ'ল্লো কল্কলিড়ে,
ওঠিতে ভেসে গেল ধর্মের কোঠা,
সে তো পুঁজল না র, র'য়ে গেল সেটা ফাঁকাই ।

ভাবি, এই মেয়েটার বিয়ে হ'লে,
গরু-কাশী বাব চ'লে,
ও-বাবা ! আবার একটি দিলেন দেখা !
কর্মের ফের্টা বোঝো, ঘুঘুছে এমনি ঢাকাই ।

আর কত সয় তাড়াতাড়ো,
এখন তো অর্থকর বুড়ো,
কেবল খুল্ল না, হরি, তোমার দিক্টে,
তুমি দেখছ তো সব, বয়ে গেল সেটা ঢাকাই ।

বিবিধ সঙ্গীত

সান্ত্বনা-গীতি *

মিশ্র গৌরী—কাঁপতাল ।

উদাস পরাণে কেন বিজনে বসিয়া আর ?
ছিল, আছে, হবে, বল কোন্‌ তবো অধিকার ?
বিশাল জগতী তলে, প্রতি পলে অণুপলে,
কীট হ'তে গ্রহরাজি—জন্মে, মরে, শতবার ।
কোন্‌ বিধানে জনমে, মরে বা সে কি নিয়মে,
জানে বা কে, বোঝে বা কে,
রোধে বা কে, সাক্ষ্য কার ?

তধু ভ্রান্তি এ মমত্ব—কোথায় নিক্যূট স্বত্ব ?
দু'দিনের তরে তধু—ভ্রাসমাত্র বিধাতার ।
মোহ-মুক্ত কর দৃষ্টি, তুমি তো করনি সৃষ্টি,
যার ধন সেই লয়, তবে কেন হাহাকার ।
আজ্ঞা কর সমীরণে স্থির হ'তে,—সে কি শোনে ?
(চাহ) চাহে রোদ্র, সৃষ্যে স্বধা, কিংবদন্তে সৌরভভার !

একা আসে যায় একা, পথে দু'দিনের দেখা,
ছায়াতে বসন্ত জ্ঞান, এ নহে পুরুষকার ।
মুছিয়া সজল-নেত্র, হের তব কর্ণ-কোজর,
কেন হবে লক্ষ্যহারা, মহারাজ ! কে জ্যোমায় ?

* মহাবাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জামাত-বিরোধ উপলক্ষে রচিত ।

বিদায়-সঙ্গীত *

মিশ্র খাখাজ—কাওয়ালী ।

প্রভাতে বাহারে হৃদয়-মাঝারে
আদরে বরিয়া আনি,
আঁধার নিশায় কোথা সে মিশায়
ভাঙিয়া হৃদয়খানি !
আশা-নিরাশায় ব্যথিত পরাণ ;
কঙ্কণে বিদায়ের গান
অশ্রুসিক্ত, বেদনালিপ্ত ;—
দুখে নাহি সরে বাণী ।
তোমার প্রতিভা, তব গুণপনা'
এ জীবনে, প্রভু, কতু ভুলিব না,
জানিনে আমরা তোমার আদর,
কেবল ঈদিতে জানি ।
লহ এ মুগ্ধ হৃদয়-অর্থ্য,
কলো না তোমার সেবকবর্গ,
শুধু এ অভিনন্দন-মালা
ছিন্ন ক'রো না টানি' ।

নবীন উদ্ভাস *

পূর্ববী—একতালা ।

দীন নিব্বার, ক্ষীণ জলধারা
গরে বরষা' গিরি-অরণ্যে ;
কে করে সন্ধান, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,

* রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত ।

অতিশয় তুচ্ছ, অতি নগণ্য !
 অতিক্রমি' যবে পাষাণের ঘূর্ণে,
 মেঘে আসে ভীম-স্রোতস্বতী-রূপে,
 প্রাবি' ছুই কুল :—এ বিশ্ব ব্যাকুল
 ছুটে আসে, ল'য়ে নিপাসা-দৈগ্ধে
 ক্ষুদ্র বীজ যবে হয় অঙ্কুরিত,
 ডগ্ধ, পেলব, ক্ষুদ্র, সঙ্কচিত
 ক্রমে মহাবৃক্ষে হ'য়ে পরিণত,
 ফল, পুষ্প, ছায়া বিস্তরে অন্বে ।
 বসিও এ বাহু নহে কক্ষ-কিপ্ৰ,
 তথাপি উন্মত্ত অবিচল, তীব্র ,
 বাধা পদে দলি, ধীরে যাও চলি',
 বিপদে, সম্পদে 'দ্রুতি' শরণ্যে ।

উৎসাহ *

"নিপট কপট তুচ্ছ প্রাম"—স্বর ।
 সাক্ষে, একি এ দরব-কোলাহল !
 নীল-গগন-তলে, তরল জ্যোতিঃ জলে,
 ঢালি' এ হৃদয়ে, সুধা-লহরী বিমল ।
 তন্ময় ত্যজিয়া, উঠ অলসতা পরিহরি',
 তোরা না জাগিলে আর পোছাবে না বিভাবরী,
 চাহি 'খনা', 'লীলাবতী', তাই তোরা হ'য়ে, সতি,
 স্তম্ভ-বিবেক পান করা অধিরল ।
 লক্ষী-রূপিণী তোরা, দেবতা তোরাই বা গো !
 সে দিন ভাবিবে দুঃ, যে দিন বলিবি 'জাগো' ;

* পুষ্টিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের পুষ্কার-বিতরণ উপলক্ষে রচিত ।

তোদের প্রফুল্ল মুখ, দেখে ভ'রে শুঠে বুক,
 মনে হয়, নভো বুদ্ধি হ'লো নিরমল ।
 তোদের যতন-শ্রম, শুধু আমাদেরি তরে,
 শৈশবে হৃদয় দিয়ে, লইতে যাত্ন ক'রে ।
 আহা, যেন তাই হয় ! হোক, যা, তোদের জয়,
 তোদের কুশলে হবে মোদের কুশল ।

প্রীতি-অভিনন্দন *

বেহাগ—একতাল। ।

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়)

শারদ-শশি-কচিত্র-বরণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ,
 হৃদয়, মনো-নন্দন, জন-বন্দন, অধিরাজ !
 বিকশিত-সুখ-কুম্ম-পুষ্প-রাজিত-নব-প্রেম কুণ্ড,
 যুগল-প্রণয়-অমৃত ভুজ, মুকুট বিফল লাজ !
 আজি, জ্ঞান-ভকতি মিলিল রঙ্গে,
 সিদ্ধি মিলিল ভজন-সঙ্গে,
 মিশিল তটিনী সুখ-তরঙ্গে,
 শাস্ত-সিদ্ধ-মাঝ,—
 প্রণয়-যুগল-কুশল-দাজী প্রেম-গীতি-মুখর-বাজি !
 নব-জীবন-জলধি-যাত্রি, হরষে কর বিরাজ !

* পুষ্টিয়ার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ স্বায় বাহাদুরের শুভ-
 পরিণয় উপলক্ষে রচিত ।

বিদ্যাপুলীর অভ্যর্থনা *

মিশ্র রামকেলি—কাওয়ালী ।

যতি ? বাগত ! হুমি অভাগত জাম-পরব্রত,
 গুণ্য-বিলোকন ,
 বিজ্ঞা-দেবী-পদ-বুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন,
 মোহ-বিমোচন ।
 লহ সবশাস্ত্র-বিশারদবগ,
 শীন-কুটীরে প্রীতির অধ ,
 দেব-প্রভাময়-অভিধি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
 আজি কি শোভন ।
 হে শুভ-দয়শন, ভারত-অংশা !
 মৃগধপ্রাণে নাটক ভাষা ,
 ধজ, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দমন জদয় লহ,
 জদয় বিরোচন !

বাণী-বন্দনা *

“নিপট কপট তুঁত শ্রাম”—স্বর ।

তিমিরনানিনি, মা আমার ।
 জন্ম-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি',
 চিদ্রয়ীমুরতি অখিল-আধার !

নিন্দা' তুষার-কুমুদ-শিশি-শম্ভু,
 শুভ্র-বিনেক-বরণ অকলঙ্ক,
 মুক্ত-শূভ্র-ময়, বেত রশ্মি-চয়,
 দূর করে তমঃ-ভঙ্ক-বিচার'।

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশন উপলক্ষে রচিত ।

ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ী দৃষ্টি ;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত কনিছে নিখিল সংসার ।

কালিদাস-ভ্রমর-ভূতি, মঠাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারনি,
ও পদ-ধ্বনি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষ-কীর্তি, পরম সংসার ।

জ্যোতিষ গণি ও-কাব্য-ভুজ হস্তে !
ভগবতি ! ভাবতি ! দেবি ! নমস্তে ।
দেহি বলপ্রদে । স্থানমভয় পদে,
দ্বরিতে দূর কব মোত আপন্ন ।

জ্ঞান *

“কুণ্ডে কুণ্ডে পুণ্ডে পুণ্ডে”—স্বর

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেরা, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সাব ,
জ্ঞান দর্শ, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার ;
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধ তার ।
ঐ যন্ত্র বিপুল নীর, চকল, স্তম্ভভীর,
উন্মি চির-অধীর, কোথায় ভরসা-তীর ?
মুহু জড়দী, মোহ-জলপি, কেমনে হইবে পাব ?
সাক্ষনা কোথা আব ? শরণ লইবে কার,
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার ?

* ১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশনে
উপলক্ষে রচিত ।

ଐ ସୁକୁ-ସୋମସର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପିରା ରର,
 ମୁକ୍ତ-ଗ୍ରହନିଚୟ, ସୋଷେ ଜ୍ଞାନ-ଭର !
 ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ନିରେ, ଜ୍ଞାନ ନିଷିଳାଧାର,
 ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି-ଭାଗ୍ୟର,
 ଜ୍ଞାନେ ଲବ୍ଧ-ସଂହାର ।
 ହେର, ବିଷ-କୁହସବନ, କରି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ବିଚରଣ,
 ଓହେ ଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବଳଗଣ, କର, ଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବ ଆହରଣ ;
 କରହ ଖାନ, କରହ ଦାନ, ସୁଖେ ଯୁଗେ ଅନିବାର ;
 ଜ୍ଞାନ-ଚରଣେ ତାର ରେହ ଜ୍ଞାନ ଉପହାର,
 ଲଭ, ମୁକ୍ତି-ପୁରସ୍କାର ।

ବିଦାର-ସଂଗୀତ *

ପ୍ରମୋଦିନୀ

ଅଧର ହାଟ କି ଭେଲେ ନିଲେ !
 ଯୋଦେର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଗଢ଼ିଲ ମାଧା,
 (ଏହି) ଭାବୀ ବୀକାର କି କର ନିଲେ !
 ଶୁଖି-ଦେଇ କୁଲେ ଛିଲାଇ,
 ଭୁବେ ଆନନ୍ଦ-ମିଳିଲେ ;
 (ଶ୍ରୋତା) ହୁ'ଲିନ ଏସେ ଦୌନେର ବାସେ,
 ଆଧାର କ'ରେ ଆଜ ଚଳିଲେ !
 (ଯୋଦେର) କାକାଳ ଦେଖେ ଗହା କ'ରେ
 ନୟନଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧାହିଲେ ;
 (ଆସବା) ଜ୍ଞାନ-ନରିତ୍ର ଦେଖେ ବୁଦ୍ଧି,
 ଜୁ'ହାନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବିଳାହିଲେ !

* ୧୯୧୫ ମସିହା ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟାକାଶର ଗାନ୍ଧୀ-ଅଧିବେଶନ
 ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ।

(এই) খেঁচ দানের বিনিময়ে,
 কি পাইবে ভেবেছিলে ?
 (গুণো) আমরা ভাবি দেবতা ভুট,
 প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে !
 পাওনি যত পাওনি সেবা,
 কষ্ট পেতে এসেছিলে !
 (মোদের) প্রণেয় ব্যাকুলতা বুঝে,
 কমা করো সবাই মিলে ।
 'ক' দিয়ে আর রাগ'দো বেঁধে,
 রইবে না হাজার কাদিলে ;
 (শুধু) এই প্রবোধ বে, হৃদবিষাদ
 চিরপ্রথা এই নিখিলে !

সমাজ

বাউলের স্তর—গড় খেমটা

তোরা ঘরের পানে ঢাকা,—
 এটা কফ'ডরা কমালের মত,
 বাইরে একটু আতর মাখা ।
 বহুশাস্ত্র-বারিধি, কালাচাঁদ বিচ্ছেদনিধি,
 'নিবারণ মাইতির সঙ্গে ক'চ্ছেন তর্ক ফাঁকা ;
 মাইতি বলে, 'মুরগী ভাল', শাস্ত্রী বলে, 'ধন্য মেল',
 (আবার) আদার হ'লে হু'জন মিলে,
 হোটেলে হ'লেন গা ঢাকা ।

অধর্ম বুড়োর সনে সাত বছরের ক'নে,
 বিষে দেয় নির্ভর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা ;

(আবার) এমনি কিছু মোহ উদ্ধার,
যে হু'ল শাস্ত্রী, বিজ্ঞানদার
সেই বিবেক মন পড়ায়,
উল্লিখে টিকি জর-পতাকা !

না যেতে বাসি বিয়ে, মেয়ের যায সব কুরিয়ে,
মোছে কপালেব সিঁদূর, ভাঙে হাতেও শাখা,
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রিবর্গ, হেসে করান ব্রহ্মোৎসব,
মেয়েটির একাদশীর প্রব্যবস্থা কবেন পাকা ।

সে একাদশীর রেও, মরে জল পিপাসেতে,
বোকা বাপ্‌ দাঁড়িয়ে নেবে, মাথায় টাকার পাখা,
(আবার) ব'সে সেই মেয়ের পাশে, অন্ন গেলে গ্রাসে গাসে,—
সমাজের নাই চেষ্টন',—অন্ধ, ব'দব, মিথ্যে ডাক ।

পাভাগায় দলদলি, শুধু কান্‌ মল'মল,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, 'শালা' বলেন কাকা,
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ,
অর্মান ধাপা-নাপিত বন্ধ,
এরাই আবার সভায় বলেন,
'উচিত—মিলেমিলে থাক ।'

পুরোহিত পুজোর ব'সে মন আশ্রয়ছে ক'মে,
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির বাঁকা ;
(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু, গুরু ক'ছেন ঈশাসিকু,
যথেষ্ট বিশ্বাস নাই একবিন্দু,
শুধু কৌলিক বজায় রাখা ।

কান্দ কয়, কটব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা দে গাড়ীর মত, কাদায় ডুবলো চাকা ;
এরা ঘুমিয়ে ছিল উঠলো জেগে,
চাকা টানতে গেল লেগে,
মরণের অন্তে যেমন কৃষ্ণকর্ণের চঠাং জাগা !

পতিত ব্রাহ্মণ

মিশ্র ইমুনকল্যাণ—একতাল্লা

আমরা ব্রাহ্মণ বলে

নোয়ায় না মাথা, কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরই কেনিও পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিঁদু ।
গিরি গোবর্দ্ধন ধরে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাগি মারে, সে যে ভয়েছিল এ বংশে !
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন দোলাই পৈত্রে ;
তোমরা মে'দের সন্মান করিবে, সে কথা আবার কইতে ?

আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন,
(কিন্তু) কথার দাপটে এ ডনিয়া মারি.

সাহস থাকে তো লাগুন !

যদিও এখন অধিশাপ দিয়ে ক'ন্তে পারিনে ভয়,
(কিন্তু) হাওচাই তকে গিরি উড়ে যায়,

তোমরা আবার কন্ত ?

বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাদি ।

পৌরোহিত্য ক'রে থাকি আর করি মোরা গুরুগিবি দে,
(আর) নরক হইতে হু'হাত তুলিয়ে দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে ;

অহুসার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এমনি আখুডাই !
 (যে) বজমান আর শিফনগে, যেমালুম্ভাবে পাকুডাই ।
 বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাদি ।

যদিও ক'রেছি চটির দোকান, তেলুছি বেডি ও হাতাটা,
 (কিন্তু) টিকিটি শুদ্ধ বজায় রেখেছি মহাশি বাসের মাখাটা ;
 মক্কা আস্টা খাই, মাঝে মাঝে পডেও থাকি গো খানাতে,
 (আর) ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে

ধ'রেও নে' যায় খানাতে !

কিন্তু এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাদি ।

যদিও তুলেছি স্ফা ও গায়ত্রী, জপ, তপ, দান, ধারণা,
 (কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে ?—

সোজা কথাটা বুঝিতে পার না ?

টুক ক'রে ঢুকে চাচাপ হোটেলে পাই নি'হদ্ধ পক্ষী,

(আর) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে গমি,

বাবা বলে 'ছেলে লক্ষী ।

বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে, ইত্যাদি ।

চুবি কি ভাকতি, খুন কি জখম,

যা' বুসী ত'হাতে ক'রে যাই ,

পক্ষী তো ভাল, রাস্তায় যদি আসে “—”টা দ'রে খাই ,

আমরা ত'চ্ছি জেতের কর্তা, আমাদের ভাত নেবে কে ?

(এই) স্বার্থের পাকা-বেদীর উপরে

গলা টিপে মারি বিটবেকে !

বাবা, এখনো ঝুলছে ব্রহ্মণ্য ভেজের

Leyden Jarএ পৈতে !

তোমরা মোদের সম্মান করিবে—সে কথা আবার কইতে ?

নব্যা নারী

বেহাগ—একতাল।

জেনে রাখ, ভায়া, নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে ,
ওরা জনা বেঁধে নেয় সংসার-জমি,

চবে নাক' কড় আধিতে ।

সজিতে নয়ন-সলিল-বন্তা,

প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,

(আর) শত বন্ধনে পুরুষ-গরুকে

মায়ার খুঁটোয় বাধিতে ।

পরিতে পার্মি-সাদী, সিমলাই,

বোম্বাই, বায়াণসী গো.

পরিতে সোণা ও হীরের গহনা,

গাঁধা যাহে তারা-শশী পো ,

মোদের থরচে এ সব কাধা

সাধিতে হইবে, তা অনিবাধ্য ,

'জবাকুহুম' ও 'কুস্তলানে'

চিকুর-কলাপ বাধিতে ।

বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণা,

সজিতে, পিক-পাণিদ' .

সজি-সমরে, খেতে ছোলাভাজা,

মোদের স্বস্তে চাপিয়া ।

না হয় আমরা ভাল বাসিব না,

করিতে আসেনি, ছি, ছি, দাসীপনা !

খাইতে আসেনি মোদের বকুনি,

কিবা হেঁসেলে বাধিতে ।

কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে,
 কি হেতু শিথিলে বিজ্ঞা ?
 নিতা মুখরা বাক্যবাদিনী
 ওদের সহজ-সিদ্ধা .
 যামিনী-শয়নে হ'লে বিলম্ব,
 শয্যাপার্শ্বে বিধম লম্ব !
 হসে নিরুপায় ও হতভম্ব,
 পায়ে ধ'রে হয় সাধিতে ।

না করিতে এক পয়সা উপায়,
 জনটন হোক রাজারি ;
 না ধরিতে নিজ পুত্র-কন্যা,
 মেয়ে যেন কোনও রাজারি ।
 হান্দিয়া করিতে মোদের দম্ব,
 রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
 (আর) ছতোনাতা নিয়ে, অভিমান ক'রে,
 মোদের মঞ্চে 'দা' দিতে ।

মোক্তার

“আমরা বিলেত ফেরত ক' ডাই”—কব
 আমরা মোক্তারি কবি ক'জন,
 এই, দশ কি এগার ভজন,
 কিঙ্ক সংখ্যার অনুরূপে আমাদের
 বজ্জই কম গজন ।
 পরি চাপ্‌কান তলে ধুতি,
 যেন যাত্রার বৃন্দেদুতী ;
 আমরা দৌত্য কক্ষে পটু তারি মত,
 জানি রসিকতা-স্তুতি ।

যত ভাইসাহেব মকেল,
তাদের কত যে মাখাই তেল,
আর, হু' আনা, চার আনা, ছ' আনায় করি
সব্বে কুড়িয়ে বেল ।

যত নিরঙ্কর চাষাগুলো
প্রায় দিয়ে যায় কলা-মুগো,
দেখ, ক'রে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচাব চরণ-ধুলো ।

কত মিষ্টি কথাই মাতিয়ে,
আর ধন্য-কুটুম পাতিয়ে,
ঐ লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা পাকে নেই ভাতিয়ে ।

করি আমিনের ফিস আদায়,
কতু আসামীটে গোল বাধায়,
ঐ বিচারের দিনে হাজির না হ'য়ে
হাসির দ্বিগুণ কঁাদায় ।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভাল অকপটে
যে, বছরের শেষে পূজোর সময়,
মাইনে চলেই চটে ।

হু'টো ইংরেজী কথাও জানি,
তধু ভুলেছি Grammarখানি,
(এই) 'I goes', 'he come', 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি ।

ব'লি, Your Honour record see.
 What প্রমাণ against me ?
 এই doubt's benefit all Court give,
 হক্কর not give কি ?

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
 বড় নগদ রয় না তাতে,
 আমরা জমা-খরচেই সব সেরে দেই,
 পণ্ডিত ধারাপাতে ।

বলি, মাতে দেখিনি কি রে ?
 বেটা, কান ত'টো নেনো ছিঁড়ে,
 বল, 'নিজের চক্ষে মা'ন্তে দেখেছি
 দশ বাব জমা 'বিরে' ।

(রাধি), জমা-পরচটা মন্ত,
 তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
 বাজেবাস্তিতে জলকেটে নেয়,
 তুচ্ছ পড়ে না হস্ত ।

এখন ভার হইয়াছে বসন্ত,
 প্রায় বন্দ হ'য়েছে বসন্ত,
 মক্কেল, হাকিম, গিন্নী, চাকর,—
 সব মনে করে অসন্ত ।

গোপনে দিবেছি-খেয়েছি কত,
 সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
 (এ হাতে) দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
 জেল ত'য়ে পেল কত !

সদর স্বাক্ষান না দিয়ে,
(৩ সে) টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
মালিককে কত কাঁদিয়ে ।

আর বেশী দিন কই থাকি ?
তুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি ;
আমরা শিপিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি ?

ডাক্তার

মিশ্র ইম্ননকল্যাণ—একতালঃ

দেখ, আমরা ত'ছি পাশকরা

ডাক্তার মস্ত মস্ত ;

ঐ **Anatomy, Physiology** ত

একদম সিদ্ধান্ত ।

আমরা ছিলাম যখন **students**,

ঐ **Medical Jurisprudence**,

এই **Poetry**র মতন আউড়ে যেতাম,
ভেবো না **impudence** ;

And that hellish cramming system
was but all for good ends

আমরা **M. B.** কিবা **M. D.** কিবা **L. M. S.** ,
V. L. R. S

And as a rule, we take as medicine
'ভাইনাম্ গ্যালিসিয়া', more or less.

আমরা ব'লে দিতে পারি তোমার
 দেহে ক'খানা হাড়,
 করি spinal cord আর wiadom toothএর
 সম্বন্ধ-বিচার ।
 আর ঐ পচা, পোকাপড়া,
 (হাতে) ঘেঁটেছি কত মড়া ;
 যখন দ'মে খেতাম, দেখে, সেটা
 কি সব ভ্রব্যে গড়া',
 তখন এক peg Whisky টেনে নিয়ে,
 মেজাজ কর্তাম চড়া ,
 আমরা M. B কিম্বা M. D., ইত্যাদি ।

ঘেরাফেরা নাই আর আমাদেব',
 হ'য়েছি মু'চ নাকা,
 তোমার মূত্র-বিষ্ঠা ঘাঁটতে পারি, দাদা.
 পেলে নতুন টাকা ,
 বোগটা বুঝি না না বুঝি,
 আগে দর্শন ট্যাংকে গুঁজি ,
 দেখ, stethoscope আর thermometer,
 আমাদেব প্রধান পুঁজি ,
 বোগের description শুনে, prescription করি,
 অম্নি সোজাসুজি ,
 আমরা M. B. কিম্বা M. D., ইত্যাদি ।

তোমার ছেলে অককা পেলে,
 আমার কি আর তাতে ?
 কিন্তু গুণ্ধের billটে আসবেই আসবে
 প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাতে,

তুমি হাজার মাথা চোকো,
 আর দেবো না ব'লে রাখো,
 Billটা ভিক্রম-মাসিক তেড়ে ধ'রবে,
 জলে বা গর্ভে ঢোকো ;
 তা হ'ও না তুমি কিসমৎ মণ্ডল,
 হ'ও না Admiral Togo
 আমবা M. B কিম্বা M. D., ইত্যাদি ।

Medical certificateএর জলে
 এলে ধনী কেহ,
 ঐ জনপানী তিক্ত হাতিয়ে, ব'লে দেই,
 “অতি রুগ্ন দেহ,
 আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
 জ্ঞানি নে, মবেন কিম্বা বাচেন,
 এঁর বাপাম ভাষি শক্ত, ইনি
 হাই তোলেন আর হাচেন ,
 আর গট হ'লেই কাচেন, আর
 আহ্লাদ হ'লেই নাচেন ,”
 আমবা M B কিম্বা M D., ইত্যাদি ।

দেখলে compound fracture simple
 fracture, tumour কিম্বা sore,
 বাঃ ফুর্জিহে লেগে যাই তখন,
 দেখে নিও ছবির জোব ;
 এই সিদ্ধ হস্তে কেটে,
 দি' আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে,

আমরা পরের গায়ে ছুরি ঢালাই
 অতি ভয়ঙ্কর rateএ ;
 আর ঐ operation ব্যাপার আমবা
 ক'রেছি একচেটে ;
 আমরা M. B, কিম্বা M. D., ইত্যাদি ।

পরিণয়াভিনন্দন

“ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ”—স্বর

(মধু) মঙ্গল-গোধূলি-পরিণয়-উৎসব
 —দরশনে আকুল প্রাণ,
 আইল ঋতুপাতি কুণ্ডলমাল্য ল'য়ে
 স্নিগ্ধ মলয়, পিকতান ।

এ শুভ মধুর প্রদোষ,
 (তব) ভাগ্যগগনে, আজি, উদিল শুভগ্রহ
 পূর্ণবিমলপরিতোষ ;
 আলীকাদ কবিছে মুক্তঃ বরিশণ,
 শিরে তুলি লহ দেবদান ।

তঃখদৈন্ত্য সব দূর ;
 লক্ষ্মীস্বরূপিণী আন গৃহে, ধন-
 ধাক্কে হইবে ভরপুর ;
 বিশ্বনাথপদে প্রণম' ভক্তিভরে,
 বল “জয় করুণানিধান ।”

বিদায় অভিনন্দন *

“কেন বঞ্চিত হব চরণে”—স্বর

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?

পুত্রকলম প্রিয় শিশুদলে

যেতেছ আজি কি বলিয়া ?

মোরা ভাগিতেছি আশিনীরে,

তোমার গুহ্ন স্বীতিটুকু ল'য়ে

যাব কি হে গৃহে ফিরে ?

তব উপদেশ স্রমাবাগী,

তব সৌম্য মূর্তিখানি,

আজি বিদায়ের দিনে, পুণ্যকিরণে

উঠিছে হৃদয় জলিয়া ।

আজি কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,

মুগ্ধ প্রাণের স্বীতিটুকু ছাড়া,

কি আছে ?—আমরা দীন হে !

তুমি কীৰ্ত্তিবিমানে চড়িয়া,

যশের মুকুট পরিয়া,

দীর্ঘজীবন লভ, সুখে থাক,

যেও না মোদের ভুলিয়া ।

* কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত ।

সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

চির-নিরানন্দ গেছে কি আনন্দ উপজিল !
 বিষন্ন-আকুল প্রাণে কেবা শাস্তি ঢালি' দিল ।
 নিবাশাব ঘার খুলি', "উঠ মা, ছাগো মা" বলি',
 আনন্দ আহ্বানে কেবা জননীবে আগাইল !
 জ্ঞানের আলোক দিয়া, ভরিল আদ্যার হিয়া,
 ভূমিনী মাথের চির-আগি-বারি মুছাইল ।
 কে কোথ' ব'য়েছে প'ড়ে, ছুটে এসে ডরা ক'বে,
 দেখে দয়াময় দিদি কিবা নিদি মিলাইল ।

সংস্কৃত ভাষা

বেড়াগ—আড়াঠেকা

ভূমিনী কি আর ?
 আশ্রয় সে দেবভাষা নিত্য স্পর্শ্যমব ।
 'চতুর্বেদ ঋতি স্মৃতি, গার ঘার যশোগীতি,
 কবীন্দ্র বাসুকি ব্যাস, গুপ্ত যাতাব ;
 সে ভাষায় বচি মন্ত্র, দর্শন পুবাণ তন্ত্র,
 ক'রে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার ।
 ভাবতে জনম ল'য়ে, অশেষ লাক্ষণা স'থে,
 অনাদর-অমতনে, কি দশা তাহার !
 দেববালা অক্লীন, কি বিষন্ন কি মলিন !
 হেরিলে পামাণ প্রাণ কাদে না তোমার ?
 অমৃত-আনন্দ তুলি', ধ'রেছ বিবেকী নুলি,
 বিদেশে চাহিয়া দেখে সম্মান তাহার ;
 তোমার নিজস্ব ল'য়ে, পরে যায় ধ্বংস ক'য়ে,
 ফিরিয়া না দেখে ভূমি, হায় কি বিকার ।

তুভিক্ষ *

বিজয়া—৩৩৬৮

অস্থিভূষণ মৃত্যুদানন
 ভীম-নগ্ন-কপাল-মালী,
 ক্রন্দ্র নেত্রে কি রোষ পাবক,
 জ্বলিছে ঔক্ষ মদীচি শালী ।
 দুঃখ, দৈত্য, বিষম বুদ্ধক,
 প্রেত-প্রেরিতনী সঙ্গে,
 নাচে ত্রাণনে, অট্ট হামিছে
 ভীম কর্ণে কি করতালি !
 জাগে জাগে, বিলাস পবিত্র,
 ত্যজ অকোমল শয়ন বে,
 দৈত্য-নামি ৩ ডাক' জননীবে
 দৈত্য-২ রণা পতি কালী

কোন বন্ধুর অকালমৃত্যু উপলক্ষে

বেহাগ—আড়াঠকা

তবে কেন শোক,
 যদি রে আনন্দময় পুণ্যপরলোক ?
 যে দেশে গিয়াছ, ভাই, সে দেশে বিষাদ নাই ;
 চিদানন্দ স্বখস্রোতে, শস্যত যোগ ।
 ভগবত ভক্তগণে, ভক্তিভাবে হৃষ্টমনে,
 হরিগুণ আলাপনে, হরে সদা কাল ;

* উড়িয়া তুভিক্ষ উপলক্ষে রচিত ।

কে দিলে মা, রেলির কাপড়, দিশি তাঁতের বস্ত্র কেলে ?
কোন্ পুঙ্কত তিন বাড়ীর পূজা ক'রে বেড়ায় অবহেলে ?
কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন ব'য়েছে লুটির থালে ?—
আর কিছু বলুক না বলুক, 'ভোঁ নম'টা বলেই বলে ।
কান্ত বলে, শোন্ মা, তারা আসছে বছর আবার এলে,
নাও যদি মারিস্ প্রাণে, এই অশুরগুলো পুরিস্ জেলে ।

মনোবেদনা

জংলা—জলদ একতালা

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া-আসা, ভালবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক দেপান' নয় হে তোমার করুণা নীরব ;
নয়নের সামনে থাক', দেখা নাতি যায় !

অভ্যর্থনা

মিশ্র খাছাফ—জলদ একতালা

কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে
তুমি উদিলে, ধরা আগিল হে !
স্নিগ্ধ মলয় বহিল মন্দ,
বনকুসুম
তব বদনচুষ মাগিল হে !
দুখ-নিমগনে, ধরাবাসিজনে,
আনন্দকিরণে ভাসিল—

মোহ-জলদ সরিল,—সবারি হৃদয়-

আধার টুটিল হে ;

‘জয়মঙ্গলরূপী নবরবি’ রবে

সবে বন্দন গাহিল হে !

আবার শাস্তাগগনে স্তিমিতকিরণে

চলিলে, নিভিল উজল ভাতি হে,

অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিবে গেলে

দুঃখরাতি হে,

সবে ডুবিল ঘোর অন্ধত্মিমিরে

নিরাশায় চিত ভরিল হে

আর কি করু এ ভাগ্যগগনে

উদ্ভিদে করুণা করিয়া,

দীড়াও ! মৌমা মূর্তি হেরি, এ

ভূমিত নবন ভরিয়া ; .

তব মিলনেব ভয়ে বিরহ-ভীতি

হৃদয় আকুল করিল হে !

কোন প্রতিভানা সাহিত্যসেবীর পরলোকগমন উপলক্ষে

কি'রিট—একতালা

নিম্প্রভ কেন চন্দ্র-তপন,

স্তম্বিত যুগ পঙ্কবহন,

ধীর তটিনী মন্দ গমন,

তরু সকল পাখী ?

সজল করুণ যত নয়ান,

শুধু মলিন নত বদান,

লক্ষ শোক-নিষ্ঠিত বক্ষে,

দুঃখ উঠিছে আগি ॥

তাক সফল স্তম্ভ-বিলাস,
উষ্ণ বিকল দুখ-নিশাম,
“হা বাস্কর” উঠিছে ভাব,
অস্তর তল থাকি ।

বৃক্ষ যুবক অর্থী নিঃস্ব,
হা হা ববে পুরিল বিশ্ব,
শোক-মৃগ নিখিল বঙ্গ,
সৌম্য হে ! তব লাগি ॥

শেষ আশ্রয়

মিশ্র পাশ্চাত্য—কাওয়ালী

আব কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে,
আর কোথা যাব, তুমি না রাখিলে দীনহীনে ?
নিতান্ত কলুষিত প্রান্ত বিষয়মদে,
কৃতান্ত-ভয়ভীত প্রান্ত জীবনপথে,
ঘোর বিভীষিকা মাঝে, তারিণি, কি তারিণি নে ?
কি মোহ-মদিরা পানে বৃথা এ জনম গেল,
নয়ন মেলিয়া দেখি শমন নিকটে এল,
কোলে নে, করুণাময়ি, অকিঞ্চন এ মলিনে !

সন্ধ্যা-কুসুম

চন্দ্র ও সূর্য্য

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চাঁদ উঠে পূবে,
পশ্চিমের আকাশেতে সূর্য্য যায় ডুবে ।
উকি মেঝে চাঁদ কয় সূর্য্য পানে চেয়ে,
“ওগো সূর্য্যি মামা ! কোথা চলিয়াছ মেয়ে ?

এতক্ষণ জীবগণে পোড়াইয়া ধীরে,
শরীরের জ্বালা বৃদ্ধি নিবাইতে নীরে,
সাগরে ডুবিছ ? ভাল, উঠিও না আর,
আমি অগ্নিতেছি, তাপ জুড়াতে ধরাব ।

আমার নীতল জ্যোৎস্না পেয়ে জীবগণ
হ'য়ে থাকে অবিরল আনন্দে মগন ।
অবোধ সরল শিশু মার কোলে থেকে,
‘আয় চাঁদ, আয় চাঁদ,’ বলে মোবে ডেকে ।

সহস্র চকোর উড়ে মোর দেগা পেথে,
কি আনন্দ পায় তারা মোর সূধা পেথে !
‘সুধাকর’ নাম মোর, করি সূধা দান ।
‘তপন’ তোমার নাম, দগ্ধ কর প্রাণ ।

‘শশধর’ নাম মোর, কেমন সুন্দর ;
‘মার্কণ্ডে’ তোমার নাম অতি ভয়ঙ্কর !
তোমাতে দেখিলে কেহ, চক্ষু হয় অন্ধ ;
আমার নীতল মূর্ত্তি—দর্শনে আনন্দ !

তোমার কিরণ-স্পর্শে অবিরত ঘর্ম,
পিপাসায় প্রাণ যায়, দম্ব হয় চর্ম ।
তোমাতে দেখিয়া সনে গৃহেতে লুকাই,
ভাবে, কতক্ষণে এটা অস্ত যাবে, হায় !

যাইতেছ ডুবে যদি, যাও, নমস্কার ;—
একেবারে যাও, মামা, জালায়ো না আর ।”
স্বর্ঘ্য কহে ধীরে ধীরে বাক্য মুখে হেসে,
“এমন পণ্ডিত আর আছে কোন্ দেশে ?

আমি আছি, তাই বাঁচে জীবের জীবন,
হাতে হাতে প্রাণ দেয় আমার কিরণ ।
পৌষমাসে যৎসামান্য দক্ষিণেতে সরি,
শীতে মৃতপ্রায় জীব,—কম্প থরথরি ।

আমার কিরণ পেয়ে বাঁচে যত তরু,
নতুণা এ ধরা হ’ত অসুখের মরু ।
ফল, ফুল, লতা, গুল্ম, শস্ত্র অগণন,
করি অঙ্কুরিত, করি বর্দ্ধন-পালন !

তাই পেয়ে, তাই পেয়ে, জীবের বড়াই,
আমিই মেঘের জল ধরায় ছ’ড়াই ।
গিরি-শিখরে অবিরত গলাই তুষার,
তাই প্রাণিগণ পায় শীত জলধার ।

আমি না উদিলে আর নাহি চলে বায়ু,
মূহুর্তে জীবের শেষ হ’য়ে যায় আয়ু ।
আরে মূর্খ ! কোন্ মুখে মোরে ‘মামা’ কহ ?
নাহি জান, আমি যে তোমার পিতামহ ?

সে দিনেই শিশু তুমি, বয়স বা কত,
এরি মধ্যে ধরিয়াজ্ঞ গুণনিষ্ঠা-ত্রত ?
নাম নিয়ে কেন কর এত কথা ব্যস্ত ?
নামের গৌরব বাড়ে গুণ যদি রস ।

শাস্ত্র ছেলেটিকে যদি 'দুষ্ট' বলে ডাকি,
ডাকিতে ডাকিতে ছেলে মন্দ হয় নাকি ?
পণ্ডিতের নাম যদি রাখি 'বোকারাম',
মূর্খ হ'য়ে যায় নাকি ? পায় না প্রণাম ?

বালকের নাম যদি রাখি 'বৃদ্ধ রায়' ;
শৈশবেই চুল তার সাদা হ'য়ে যায় ?
অন্ধ পুত্রে যদি ডাক 'পদ্মনেত্র' ব'লে,
দৃষ্টিশক্তি পায় সে কি শুধু তারি ফলে ?

গায়ের কলঙ্ক বুঝি দেখিতে না চাও ?
তাই নিঃকলঙ্কে নিন্দা ক'রে গ্রন্থ পাও ?
তুমি না থাকিলে চাঁদ কি বিশেষ কর্তৃত্ব ?
আমা ভিন্ন এ ধরার কি হইত গতি ?

যে আলোর তুমি এত কর অহঙ্কার,
সে আলো ও মোর কাছে করিয়াছ দার !
যার ধনে ধনী তুমি, তারি নিন্দা কর ?
উদিত হ'য়ে না, শিশু, জলে ডুবে মর ।"

অশ্ব ও গাভী

হরিদন্তনামে ধনী, নবগ্রামবাসী,
গোশালা ও অশ্বশালা গড়ে পাশাপাশি ।
প্রত্যহ সায়াকে সেই ধনীর নন্দন
অশ্বশালে অশ্ব আনি' করিত বন্ধন ।

গোশালায় গাভী ছিল পরম যতনে,
বসিয়া থাকিত মাঝে, রত রোমন্থনে ।
একনিশা ছিপ্রহরে অশ্রবর ধীরে,
দুঃখেব নিঃশ্বাস ছাড়ি' कहিছে গাভীরে,—

“তন, গাভী, মম মম দুঃখী কেহ নাই
কোন পাপে ধ্বংস হ'য়ে জন্ম, ভাবি তাই !
শতবার দেই আমি অদৃষ্টে ধিকার,
লক্ষবার নির্দি মানবেব অবিচার ।

ভোরে মোরে জুড়ে দেয়, ভারী গাভীখানা,
সন্ধ্যায় বিবাম মোর হয় গাভী-টানা ।
ম'কে মাঝে রাহিতেও পাইনে নিস্তার,
অবিরত কশাঘাত শ্রম-পুরস্কার ।

শ্রাস্তিবশে একটুকু খামি যদি কহু,
কঠিন প্রহর করে নিবদয় গ্রহু ।
পীঠ ফেটে রক্ত ব'য়ে যায় কতবার,
তবু কশাঘাত করে, কে করে বিচার ?

বদনেতে বশি দিয়া টানে এত জোরে,
জিহ্বা কেটে যায়—তবু টানে তাই ধ'রে ।
তথাপি উদব-পূবে পাইতে না পাই,
পেটে খেল পীঠে নয়, তাও মোর নাই ।

আমাব সহিস-প্রভু, মোর ছোলা থেকে
অধিক সন্ধান, প্রাণ ক্ষেপে যায় দেখে ।
আমাদের কথা যদি বুঝিত মানব,
হ'তে পারিত না এত নিষ্ঠুর দানব ।

মাঝে মাঝে কঠাগত হ'য়ে আসে প্রাণ,
ভাবি, ষাঁচি অশ্লীলা হ'লে অবসান ।
ভূমি, গাভী, কত স্থখে জীবন কাটাও,
বিনাশ্রমে, মহাযত্নে ব'সে ব'সে খাও ।

প্রহারেব পরিবর্তে পাও মহাদর,
তোমাতে দেবতা-জ্ঞানে পূজা কবে নর ।
কত ভক্তিভরে প্রভু করে তব সেবা,
পশুमध्ये তব সম স্থখী আছে কেবা ?”

তুনি' দুঃখে হামি' গাভী করিছে উত্তর,
“আমাব বেদনা শুধু জানেন ঈশ্বর ।
তুমি কাদিতেছ, অশ্ব, প্রহার-ব্যথাষ,
চিন্তে যদি স্থখ পাকে—মার সহ। যার ।

অনাহার, প্রহার বা অতি পবিত্রম,
এ ত'তে আমার দুঃখ দারুণ—বিষম !
ঐ দেগ, অশ্ববর, আমাবি কুটীরে,
বাঁধিয়। বেধেছে মোর শিশু বংশটিরে ।

আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা,
দিবস যামিনী মোর সার শুধু কঁদা ।
ক্ৰোধায় আকুল বাছা জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাট-ভরা দুধ মোর, বুক-ভরা স্নেহ ।

সারা প্রাণি বাছা মোর ‘মা, মা’ ব'লে ডাকে,
ক্ৰোধায় দর্কিল হ'য়ে ভুমে প'ড়ে থাকে ।
হ'জনার হ'জনার মুখ পানে চাই,
বিফল রোদনে, অশ্ব, যামিনী পোতাই ।

প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে গরল বর্ষণ ।
দক্ষিণে দোহন-পাড্র, বাম হাতে কঁড়ে,
আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া,
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া ।
হু'টি মাত্র টান দিতে, সে পাষণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছার বদন ধ'রে টানে ।

তখনি সরিয়ে নিয়া ধ'রে দ্রাখে কাছে,
তা দেখে কি অভাগিনী মার প্রাণ বাচে ?
সব দুধটুকু মোর টানিয়া দোহায়,
'ভাবি, হায়, কেন কাল-যামিনী পোহায় ?

কাছে দাঁড়াইয়া বাছা 'হায়, হায়' করে,
'মা, মা' বলে ডাকে, আর আশিষল করে
নিষ্ঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাটে,
ছেড়ে দেয় তারে—বাছা শুক বাট চাটে ।

সবে চলে যায়, মোরা দুই জনে কাঁদি
নীরবে সকলি সহি,—বিধি প্রতিবাদী !
পূর্ব জন্মে কার মাকে দিয়েছিহু ক্লেশ,
তারি এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ ।”

রাজপুত্র ও ঋষিপুত্র

পুরাকালে ছিল এক রাজার নন্দন,
মহিবীর একমাত্র আনন্দ-বর্জন ।

অতি আদরের ছেলে, শিশুকাল হ'তে,
অজ্ঞ ঢেলে দিবেছিল বিলাসের ঘোতে ।
কখনো ছিল না কোন স্থলের অভাব,
যেমন ঐশ্বৰ্য্য তাব তেমনি প্রতাপ ।

একদা প্রত্যাষে পরি' যুগয়ার সাজ,
সৈন্য ল'রে যুগয়ায় যান যুবরাজ ।
গহনে যুগের পিছু ছুটি' অনিবার,
পথ হারাইল সাঝে রাজাব কুমার ।

পরিভ্রান্ত অতিশয়, তৃষ্ণায় কাতর,
অজ্ঞকার হ'বে আসে ক্রমে গাঢ়তর ।
বিষন্ন বিশ্বল চিত্ত, নৃপের নন্দন,
ক্রান্তপদে করে এক গুরু-আরোহণ ।

অনিদ্রায় অনাহারে পোহাইল রাত্তি,
প্রভাতে বনের পার্থী গাড়িল প্রভাতী ।
অবরোধি' তরু হ'তে পথ-অন্বেষণে,
ভ্রমিতে লাগিল বনে চকল চরণে ।

হেনকালে দেখা এক কবিপুত্র সাথে,
সে যায় তুলিতে ফুল, ফুলসাজি হাতে ।
রাজপুত্র কহে ডাকি', "কে ? কোথায় যাও ?
প্রাণ যায়, এক বিন্দু জল মোরে দাও ।"

কবিপুত্র যন্তে ল'য়ে যায় যুবরাজে,
রূপবিত্র, শাস্তিময় তপোবন-মাঝে ।।
জল দিয়া যুবরাজে আদরে বসায়,
জিজ্ঞাসে "কি নাম ধর, বসতি কোথায় ?"

রাজপুত্র নাহি দেয় কথার উত্তর,
 ঋষিদের দশা দেখে ব্যথিত অন্তর ।
 অবশেষে কহে, ঋষিপুত্রেরে সম্ভাবি'—
 “আজ্ঞা পেনে, ত'টি কণা তোমারে জিজ্ঞাসি ।

কি হেতু কঠোর শাস্তি হ'য়েছে তোমার ?
 'আলো ভাল নয় —ভাল বনের আধার ?
 গাছের পাতার ঢাকা একখানি কুঁড়ে,
 ঝড়ে উড়ে যেতে পারে যেতে পারে পুড়ে ।

সুপের নাহিক চিক, আছ কোন্ স্তম্বে ?
 পায়স-মিষ্টান্ন বুকি নাহি যায় মুখে ?
 ঝটু তিক্ত ফল খেয়ে কুপা ভয় দূর ?
 এটা কি ? হায়রে দশা ! কুশের মাতর ?

এই শয্যা ? পরিধান ক'রেছ বাকল ?
 এম্ব নাহি জুটে ? কিম্বা হ'য়েছ পাগল ?
 শত-ছিত্র এ কুটার ; ঘোর বরষায়
 পড়ে না বৃষ্টির ধারা ? শুয়ে থাকে যায় ?

প্রজ্বলিত অগ্নি মাত্র শীতের সঙ্গল ?
 অস্ত থাকে, একখানা জোটে না কঙ্গল ?
 এত ক্লেশ ক'রে যার কর আরাধনা,
 তার কাছে কিছুই কি চাহিতে পার না ?

অরো ভেবে দেখ, যদি অবশের পরে
 পরবাল নাহি থাকে ? পশুভ্রম ক'রে,
 মিথ্যা আশা বৃকে ল'য়ে সাধিতেছ কত
 ভয়ানক, ক্লেশকর, সুকঠোর ব্রত ;—

না খেলে মধুর খাণ্ড রসনা-তোষণ,
 না পেলে বিলাস-দ্রব্য, বসন-ভূষণ ।
 গীত, বাণ, রসালাপ লেখেনি ললাটে ;—
 মাহুষের জীবন কি এই ভাবে কাটে ?

পরকাল না থাকিলে তুঃখ মাত্র সার,
 নিফল জীবনে তব, সহস্র ধিকার !
 কে দেখেছে পরকাল ? আছে কি বিশ্বাস ?
 ঘোর অন্ধকার সব—সুদূরে নিঃশ্বাস ?

ধীরভাবে ঋষিপুত্র শ্বেত-বাক্য শুনে
 বলে শেষে, “রাজা তুমি কর কোন গুণে ?
 যৌবনেই যার হেন বুদ্ধি-বিপর্যয়,
 স্তম্ভাসন তার ভাগ্যে নাহিক নিশ্চয় ।

যে সব বিলাস-দ্রব্য করু নাতি চাই,
 তাহার অপ্রাপ্তি-হেতু তুঃখ কিছু নাই ।
 মানবের সুখ-দুঃখ জনমে অস্তুরে,
 সেই তুঃখী সদা যে অভাব বোধ করে

বসন, ভূষণ কিনা খাণ্ড সুরমালা,
 যে না চাহে, তার বল কিসের জ্ঞালা ?
 আমি যদি সুখী তই বনফল খেয়ে,
 কি ফল, এ কাণে মিষ্টায়ের গুণ গেয়ে ?

পরকাল আছে কিনা দেখে নাই কেহ,
 যদি বল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ;—
 নাই যদি থাকে, তাতে মোর তুঃখ নাই
 যদি থাকে, তোমার কি গতি হবে ভাই

প্রজার বুকের রক্ত করিয়া শোষণ,
শত শত দরিদ্রে করায়ে রোদন,
শত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা শত অবিচারে,
যে অর্থ তুলিছ তুমি রাজ-ধনাগারে,—

তাই দিয়া কিনিয়াছ এ ক্ষণিক স্বপ্ন,
রূপা অহঙ্কারে ফুলে উঠিয়াছে বুক ।
যে দিয়াছে এই স্বপ্ন, বিলাস, সম্পদ,
ভ্রমে চিন্তা নাহি কর তাঁহার শ্রীপদ ।

পরকাল যদি থাকে তবে কোথা যাবে ?
সমস্ত পাপের শাস্তি, একে একে পাবে ।
তাই বলি, নৃপন্যত, তুমিই নির্দোষ,
কোথায় তোমার শাস্তি, কোথায় প্রবোধ ?

পাপে ডুবে যেই নিজে স্বপ্নী মনে করে,
ক্ষণিক বিলাসে মজে' না ডাকে ঈশ্বরে,
তারে কত বুদ্ধিমান্ বলা নাহি যায় ;
ভাব গিয়া—কি প্রভেদ তোমা'র আমায় !”

গুরু ও শিষ্য

গুরুগৃহে করি' শাস্ত্রপাঠ-সমাপন,
বন্দিয়া বণিক-পুত্র গুরুর চরণ,

ধীরে ধীরে, সবিনয়ে কহে যত্নভাবে,
“অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্ত দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ !”

গুরু হামি' কহে, “বৎস, দক্ষিণা কি হবে ?
আমার অভাব কিছু নাই এই ভবে ।”
শিষ্য বলে, “কান্তি তব কাকন-সন্নিভ,
তু'গাছি সোণার বালা পরাইয়া দিব ।

সোণার শরীরে সোণা মানাইবে ভাল,
রূপের ছটায় হবে ভপোবন আলো ।”
গুরুদেব বলে, “বৎস, তাই যদি সাধ,
দিগে ঘেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাদ ।”

কিছুদিন পরে সেই বণিক-নন্দন
স্বর্ণবালা ল'য়ে করে চরণ বন্দন ।
সহস্রে গুরুর চাতে দিল পরাইয়া,
হেরিল দেহের শোভা নহন ভরিয়া ;

শেনে কহে, “গুরুদেব, তু'গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি,—এই মম ভয় ।”
গুরু কহে, “বৎস আমি প্রতিজ্ঞা না করি,
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি’.

তুমি 'ত সকলি জান, আমি উদাসীন,
সর্ববিধ ধনরত্নে বাসনা-বিহীন ।
তথাপি শিষ্যের দান গুরুর নিকটে
যথাযোগ্য বস্ত্র আর আদরের বটে ।

সাধ্যমত বস্ত্র করি' রাখিব বলয়,
তথাপি আনিও, দৈব কারো বশে নয় ।
আনন্দে বণিক-পুত্র প্রণমিয়া পদে,
কিরি' গেল নিজ গৃহে, কাননের পথে ।

কিছুদিন পরে, পুনঃ গুরু-সন্দর্শন-
অভিলাশে, বনে আসে বণিক-নন্দন ।
চরণে প্রণমি' দেখে পাড়াইয়া কাছে,
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে ।—

বিবাদে কহিল, “প্রভু, বালা কি করিলে ?”
গুরু কহে, “পড়ে গেছে সরসী-সলিলে ।
স্নান-হেতু নেমেছিলাম সরোবর-জলে,
অকস্মাৎ বালাগাছি প'ড়ে গেল তলে ।”

বণিক-নন্দন কহে ঘোড় করি' কর,
“সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর !
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দেহ দেখাইয়া,
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া ।”

অন্তরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে,
উভয়ে পাড়ান গিয়া সরোবর তীরে ।
শিষ্য কহে, “কোন্ স্থানে পড়েছে বলয় ?”
অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়,—

“ওই স্থানে পড়িয়াছে,” ধীরে গুরু বলে,
সে গাছিও ছুড়ে ফেলে সরোবর-জলে ।
ত'গাছি বালা-ই গেল ভাবে শিষ্য তথ্যে,
ত'গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু স্থথ্যে ।

কৃষ্ণদাস ও দেবদূত

পরম বৈষ্ণব এক কৃষ্ণদাস নামে,
বসতি করিত নবকৃষ্ণপুর গ্রামে ।

প্রতিদিন ন্যূন-কল্পে একটি অতিথি
 ভোজন করা'ত,—তার ছিল চিররীতি ।
 অভুক্ত রহিত নিজে অতিথি না পেলে,
 নিজে খে'ত, অতিথি আহার ক'রে গেলে ।

এই ব্যবহার তার ছিল আজীবন,
 ত্রমেও হ'ত না কতু নিয়ম-লঙ্ঘন ।
 বিধাতার ইচ্ছা কিবা বলা নাহি যায়,
 একদিন কৃষ্ণাঙ্গ অতিথি না পায় ।

যাবে পথে দেখে তারে কহে কর-যোড়ে,
 “একবার মম বাসে এস দয়া ক'রে,
 দরিদ্রের ত'টি অন্ন মুখে দিয়ে যাও,
 অনাহারে আছি আমি, জীবন বাঁচাও ।”

এরূপে সমস্ত দিন যাচি' প্রতি জনে,
 সন্ধ্যায় একাকী গৃহে কিরে স্তম্ভ মনে ।
 কেহ বলে, “কাজ আছে, বড় 'তাতাতাডি,”
 কেহ বলে, “নাহি খাই বৈষ্ণবের বাড়ী,”

কেহ বলে, “এখনি এলাম ভাত খেয়ে,”
 কেহ নিরুত্তর, ব্যস্ত, চলিয়াছে দেখে ।
 সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন—ভাবে কৃষ্ণাঙ্গ,
 “প্রভু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস !”

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যবে নীরব অবনী,
 ত্যারে শুনিল স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি ।
 ব্যস্ত হ'রে কৃষ্ণাঙ্গ খুলে দেয় দ্বার,
 স্মৃদার্ত অতিথি এক মাগিছে আহার ;—

ভাবে, “প্রহু এতক্ষণে ক’রেছেন কৃপা,
ছুড়িয়ে গিয়াছে অন্ন—খাওয়াইব কিবা !”
সমানরে অতিথিরে বসারে আসনে,
অন্ন আনি’ দিল তারে পরম যতনে ।

সম্মুখে যেমন অন্ন রাখে কৃষ্ণদাস,
অতিথি বদনে দেয় বড় বড় গ্রাস ।
ইষ্টদেবে নিবেদন করিল না দেখে,
কৃষ্ণদাস একেবারে অগ্নিশর্মা রেগে ;

বলে, “তুই কোথা হ’তে আইলি ? আ-মর !
দেখি নাই তো’র মত পানও পামর ।
তো’র মত ধর্মহীন, পাতকী, পাগল
খাওয়াইলে, কিছুমাত্র নাহি হবে ফল ।

যার করুণায় এই ক্ষুধার সময়
পাইলি আহার, তাঁরে মনে নাহি হয় ?
ওহু তুই, তো’র আর খেয়ে কাজ নাই,
অহুত রহিব আমি, অতিথি না চাই ।”

এত কহি’ এক চড় মারে তার গালে,
উঠিল অতিথি, ভাত প’ড়ে র’ল থালে ।
অভিमानে চ’লে গেল, ফিরিল না আর,
কৃষ্ণদাস ক্রোধ-ভরে ক্রুদ্ধ করে দ্বার ।

এমন সময়, এক দেবদূত এসে,
দাড়াল সম্মুখে, সাধু-উদাসীন-বেশে ।
দূত কহে, “কৃষ্ণদাস, কি করিলে, হায় !
ক্ষুধার্ন্তর অন্ন নাকি কেড়ে নে’য়া যায় ?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে,
ব'লে দিল, 'সাবধান কর কৃষ্ণদাসে ;
পূর্বকৃত হুবিমল পুণ্য করি' নাশ,
গভীর পাপের পক্ষে ডুবে কৃষ্ণদাস ।'

যে প্রভুর অন্ন, পানী করিছে ভোজন,
কোন দিন করে নাই তাঁরে নিবেদন—
তথাপি দয়াল তার আহার যোগান,
দয়া ক'রে চিরকাল কমা ক'রে যান ।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার ?
এ অন্ন তোমার, বল, কোন্ অধিকার ?
তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন কৃষ্ণ-হৃৎকাতুর ?

দয়ালের অন্ন এ যে, তোমার ত নহ ;
তাঁর চিরকাল সন্তে, তোমার না সন্ত ?
চিরকাল কমা তিনি করিছেন এরে ,
তুমি দিলে তাড়াইয়া গালে চড় মেরে ?

তবু তুমি ভৃত্য মাত্র, মালিক ত নহ ,
একদিন মাত্র,—তাই তোমার হুঃসহ ?
শীঘ্র বাও, কুধিতেরে আন কিরাইয়া,
আহার করাও তাহে আদর করিয়া ।

অসীম দয়াল প্রভু—কমার নিবাস,
চেরি' কমা শিক্ষা কর, ভ্রান্ত কৃষ্ণদাস !'
লজ্জা পেয়ে, অহুতাপে কৃষ্ণদাস ধায়,
অতিথি কিরায়ে এনে আহার করার ।

পিতা ও পুত্র

রামদাস প্রতিদিন গিয়া পাঠশালে,
পড়া হইত না ব'লে, চড় খে'ত গালে ।
বিশেষতঃ ঠেকে ঘে'ত কড়ায় গুণায়,
প্রমাদে পড়িত বড়, অঙ্কের ঘণ্টায় ।

নিত্য হারাইত তার অঙ্ক-কথা খাতা ;
অঙ্কের সময়, নিত্য ধরে তার মাথা ।
শিক্ষকেরে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা ক'রে,
ছুটি নিয়ে ঘে'ত রাম, প্রহারের ভয়ে ।

আজ তার পেট-ব্যথা, কাল মাথা ধরা ;
ছুতো ধরে, কোন মতে চাই স'রে পড়া ।
স্কুলে যেতে পথে যদি কড় বৃষ্টি হয়,
ভিজাইয়া নিত গাত্র-বস্ত্র স্ফুদ্রয় ।

ভিজ বস্ত্র দেখি' দিত শিক্ষকেরা ছুটি :
বাহিরে আসিয়া রাম হেসে কুটি কুটি ।
কড় বা বলিত, “আজ মোর বড় জ্বর,
বলেছেন ছুটি নিয়ে যাইতে সত্তর ।”

পিতার অস্থ ব'লে কড় ছুটি নিত ;
বাড়ীতে না ফিরি', পথে খেলে বেড়াইত ।
কোন দিন “ভাত খেয়ে আমি নাই” ব'লে,
ছুটি নিয়ে রামদাস বাড়ী ঘে'ত চলে ।

এইরূপে বেড়ে গেল ছুটি-নেয়া রোগ ;
কিছু কয় দিন রয় হেন শুভযোগ ?
একদিন রামদাস শুক, নতমুখ,
শিক্ষকেরে কহে, “আজ বাবার অস্থ ;

হ'য়েছেন শয্যাগত ভয়ঙ্কর জ্বরে,
 যেতে হবে বৈজ্ঞ-বাটী ঔষধের ভরে ।”
 এমন সময় কোন গুরুতর কাজে,
 পিতা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে ।—

হেরি' ক্রোধ-ভরে কাপে গুরুমহাশয়,
 রামের গুণের কথা কহে সমুদয় ।
 গুণধর পুত্রে, পিতা ডেকে লন কাছে ;
 রাম ভাবে, “হার, আজ অদৃষ্টে কি আছে !”

বেত্রগাছি দিয়া পিতা শিক্ককের হাতে,
 বলেন, “মাক্‌নু ওরে, আমার সাক্ষাতে ।”
 পৃষ্ঠে বেত পড়ে, রাম কাদে ভেউ ভেউ ;
 চাৎকার করিছে, ‘আতা’ বলে না ত কেউ ।

সমপাঠিগণ ‘মিথ্যাবাদী’ ব'লে ডাকে,
 কাণ ধ'রে উঠায় বসায় রামদাসে !
 অবশেষে মাথায় গাদার টুপি দিয়া,
 পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া

আদমরা রামদাস লাজে, অপমানে,
 বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে ।
 পিতা বলে কাছে এনে, কাণ ধ'রে নিজে,
 “বল্, “আর এ জীবনে কহিব না মিছে” ।”

রামদাস বলে কৈদে, “করহ মার্জ্জনা,
 এ জীবনে আর করু মিথ্যা কহিব না ।”
 সেই দিন হ'তে রাম পাঠে দিলে মন,
 মিথ্যা কহিত না আর স্রমেও কখন ।

ঠাকুরদাদা ও নাতি

প্রবল-প্রতাপ রাজা ছত্রধর রায়,
ছিল না দয়ার লেশ,
রূপণের একশেষ,
কৈদে মরে দুঃখী প্রজা, বিচার না পায় :

গিরি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোচ্ছান ;
স্তম্ভশিখর সরোবর
শোভিতেছে মনোহর,
চতুর্দিকে স্তরে স্তরে প্রস্তর সোপান ।

নৃপতির বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য অতি ;
রাজার প্রাসাদে তার
নাহি ছিল অধিকার,
কুটীরে সরসী-তীরে, কবিত বসতি ।

রাজ্য পেয়ে, রাজা তারে করে নির্বাসিত ;
একটি প্রস্তর-পাথর
তারে দিয়াছিল মাত্র,
সেই এক বাটি চাল রোজ তারে দিত ।

পেট না ভরিত, বৃদ্ধ কাদিত প্রত্যহ ;
নীরবে, নির্জনে, একা,
ভাবিত,—বিধির লেখা,
কহিত না কারো কাছে বাতনা দুঃসহ ।

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীয়,
মাঝে মাঝে .স কুটীরে
আসিয়া বসিত ধীরে,
স্বন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিয় ।

বসিয়া বুকের কোলে একদা কুমার
 জিজ্ঞাসিল সকৌতুকে,
 “বল দাদা, কোন্‌ ছুখে
 কুঁড়ে ঘরে থাক ? কেন এ দশা তোমার ?

হুমি ত পিতার পিতা, শুনি সবে কয় ?
 স্বন্দর দালানে, খাটে
 আমাদের রাত কাটে,
 তোমার এ চৈতী কাঁধা,—শু'য়ে ঘুম হয় ?

দই, দুধ, কীর, ছানা, মিষ্টান্ন মিঠাই,
 মোরা খাই পেট ভ'রে,
 কি হেতু তোমার তবে
 আসে না সে সব ? দাদা, কহ মোর ঠাই !”

বুকের নয়ম-জল নাহি মানে ঈদ,
 বাজকেরে ধরি' নুকে
 চুমো পায় কচি মুখে,
 বলে, “রে দয়াল শিশু ! করি আশীর্বাদ ।

আমার ছুখের কথা শুধায়ো না ভাই,
 নিরদয় পিতা তোর,
 এ দশা ক'রেছে মোর,
 একদিন পেট ভ'রে খাইতে না পাই ।

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায়,
 রোজ এই বাটি ভ'রে,
 মেপে আধ পোয়া ক'রে
 চাল দেয়, তাতে কি পেটের ক্ষুধা যায় ?

কত পাপ করেছিল, তারি শাস্তি পাই,
হইয়া রাজার বাপ,
হায় ! এত মনজ্ঞাপ,
ভাবি, এত লোক মরে, মোর স্বত্ব নাই ?”

শুনিয়া বালক-চিন্ত গলিল দম্বায় ;
বুদ্ধেরে ধরিয়া গলে,
ভাসে নয়নের জলে,
বলে, “দাদা, তোম তুঃখ দেখা নাহি যায় !

আমি ঘুচাইব তোম সকল বেদনা ;
কুঁড়ে তোম ঘুচে যাবে,
পেট ভ’রে ভাত পাবে,
কথা রাখ, দাদা, আর কখনও কঁদ না ।

আমি আর পিতা, আজি সন্ধ্যার সময়,
এই পুকুরের তীরে,
বেড়াইব ধীরে ধীরে,
বাধা ঘাটে তোম সনে যেন দেখা হয় ।

পাথরের বাটি হাতে, ব’সে থেক তথা ;
চুপে মোদের দেখে,
ফেলে দি ও হাত থেকে
বাটি যেন ভেঙ্গে যায়, রেখো মোর কথা ।”

বৃদ্ধ বলে, “শিশুবুদ্ধি কত হবে আর ।
আমি যদি ভাজি বাটি,
নিশ্চয় এ মুণ্ড কাটি’
ফেলিবে পুকুরে, তোম পিতা ছরাচার ।”

শিশু কহে, “না, না, দাদা, কিছু ভয় নাই ;
কিছু না বলিবে কেহ,
হও তুমি নিঃসন্দেহ,
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাখ, ভাই ।”—

বলিয়া বালক ঘুরা প্রবেশে প্রাসাদে ;
বুদ্ধ ভাবে, ‘এ কি দায়,
শিশুর বুদ্ধিতে হায়,
না জানি, পড়িবে কোন্ দারুণ প্রমাদে !”

বহু চিন্তা করি’ শেষে স্থির কবে মন,
সজ্জায় সোপানোপরি
বসে ইষ্টদেবে স্মরি’,
হাতে পাথরের বাটি, মনে দৃঢ় পণ ।

অমিতেছে পিতা-পুত্র, আনন্দ অপার !
যেমন এসেছে কাছে,
আর কি বিলম্ব আছে ?
ফেলে দিল বাটি, ভেঙ্গে হ’ল চূরমার ।

হেরি’ ক্রোধে অগ্নিশিখা হ’ল ছত্রধর ,
বলে, “জুড়ে দে রে বাটি,
নতুবা মারিব লাঠি,
পাজি, হতভাগা,—নাই মরণের ডর ?

ভেবেছিল্ ওই বাটি ভাঙ্গা যদি যায়,
বড় বাটি জুটে যাবে,
পেট ভ’রে ভাত খাবে ?
ভাল চা’ল, ভাঙ্গা বাটি জুড়ে নিয়ে আর !”

হা নিষ্ঠুর কর্মফল ! হাথ রে কপাল !
 'শুনি' বার অহরোদ,
 ছিল না কর্তব্য-বোধ,
 সে নিষ্ঠুর মারিবারে দায়, পাড়ে গাল ।

গোষে শিশু কহে, 'বুড়ো, বাটি জুড়ে আন ;
 কাঁদিলে কি হবে আর ?
 জানিস্, ৬ বাটি কার ?
 নিমক্‌হারাম, পাতি, দুর্ভিক্ষ, সন্তান !

বুঝিসনি ক'রেছিস কত বড় ক্ষতি ;
 বুদ্ধ হ'লে মোর বাপ
 কি নিয়মে হইবে মাপ
 তার আহারের চাল ? পামণ্ড তর্জতি !

তোব মত ওবেও ত' বাপিব কুটীবে ;
 ঐ বাটি-মাপা চাল,
 মেও পানে চিবকাল,
 তুই কেন ভেঙ্গে দিলি সেই বাটিটিরে ?"

'শুনি' শিহরিল দেহ, পামণ্ড রাজার ;—
 বালক বুঝেছে তথ্য,
 নিভীক বলেছে সত্য,—
 বার্কক্যে আমিই পাব এই ব্যবহার !'

সেই দিন হ'তে রাজ-অট্টালিকা'পবে
 হইল বুদ্ধের স্থান,
 কত সমাদ , মান ;
 শিশু কোলে ল'য়ে বুদ্ধ ডাকেন জনগণে ;
 বিমল আনন্দ অশ্রু বর বর বরে !

রাম ও ভূতো

মিথ্যাবাদী ভূতনাথ, সত্যবাদী রাম,
 দুই ভাই বসতি কবিত্ত বেদগ্রাম ।
 হু'জনা প্রবেশি' এক মালীর বাগানে,
 রাত্রিকালে পাকা আম চুরি ক'রে আনে

প্রাতে টের পেলে পিতা, ডাকি, হু'জনায়,
 জিজ্ঞাসেন, "পাকা আম পাইলি কোথায় ?"
 ভূতো বলে, "কোথা হ'তে আনিয়াছে রাম,
 আমি নাহি জানি, প্রাতে দেখিতেছি আম ।

রাম বলে, "হু'জনা মালীর গাছে চ'ড়ে,
 চূপে চূপে বাড়িতে এনেছি চুরি কবে ।"
 পিতা ক'ন, "রাম, হুমি করেছ স্বীকার
 সাবধান, হেন কাজ করিওনা আব ।

চুরির মতন আর নীচ কর্ম নাই,
 আর যেন হেন কথা শুনিতে না পাই ।
 ভূতোরে বলেন বেগে, "অতি দুষ্ট তুই,
 'চুরি' আর 'মিথ্যা',—তোর অপরাধ দুই ।

প্রহারটা রামের উপর দিয়ে যাক,
 এই ভেবে, সত্য কথা বলা দূরে থাক,
 নিজে বাচিবার তরে, রামে অপরাধী
 করেছিল, হতভাগা, চোর, মিথ্যাবাদী !"—

বলিয়া, ভূতাকে ধরি' করেন প্রহার,
 'ভেউ ভেউ কাঁদে ভূতো, বহে অশ্রুধার ।
 অবশেষে আমগুলি কাপড়ে বাধিয়া,
 ভূতোর মাথায় তুলি', দেন পাঠাইয়া ।

আম শেষে মালী বলে, “ভয়ের সম্ভ্রাম,
 তোমরা করিলে চুরি থাকে কি সম্মান ?”

পূরন্দর ও বেচারাম

আহম্মদগঞ্জ এক প্রশস্ত বন্দর,
 তথায় দোকান করে সাহা পূরন্দর ।

কিছুমাত্র মূলধন ছিল না তাহার ;
 কেবল সততা মাত্র সম্বল সাহার ।
 ছিল সে কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্য্যপরায়ণ,
 ধারে তারে টাকা দিত, যত মহাজন ।

বারি ক'রে ধান চাল কিনিয়া বেচিত,
 চৈত্র মাসে সব টাকা শোধ ক'রে দিত ।
 কলিকাতা নগরীতে ব্যবসায়িগণ
 পূরন্দরে অবিশ্বাস করে না কখন ।

স্বপ্নে ও সম্মানে দিন কাটে পূরন্দর,
 ব্যবসায়ে লাভ তার হইত বিস্তর ।
 বেচারাম নামে ছিল গঞ্জের দালাল,
 মিষ্ট মুখ, প্রাণে বিষ, সুন্দর মাকাল !

দালালি করিয়া ডুট হ'য়েছিল ধনী,
ঘোর প্রবঞ্চক সেই শঠ-শিরোমণি ।
একদিন বেচারাম কহে পুরন্দরে,
“তোমার সমান মূর্থ নাহি এ বন্দরে ।

তুমি চ'লে যেতে চাও সত্ততার বলে,
সত্য-মিথ্যা না হ'লে কি কারবার চলে ?
বিশেষতঃ তোমার নারিক মূলধন,
ধার ক'রে চালাইবে সমস্ত জীবন ?

মূলধন বিনা করু হয় না উন্নতি ,
কি করিলে, একদাব হয় যদি ক্ষতি ?
কি দিবে করিলে শোপ বাজারের ঋণ ?—
এ কথা কি ভাবিয়াছ ভ্রমে কোন দিন ?

স্বপ্নে ব্রহ্মী হবে, দুখে বলে নাক' আঁহা ॥
আমার বচন শুন, পুরন্দর সাতা !—
এইবার চৈত্রে সন হিসাব মিটান্দে,
বর্তমান কারবার দাও হে উঠান্দে ।

দৈশাখের মাঝে গিয়া কলিকাতাধাম,
বাকি ক'রে তুলো আন লক্ষ টাকা দাম ।
তুলোর ব্যাপারী মাড়োয়ারি চাঁদমল,
তোমার উপরে তার বিশ্বাস অটল ।

বাকিতে তোমায়ে তুলো দিবে সে নিশ্চয়
এখানে গুদামে আনি' করহ বিক্রয় ।
আলী হাজারের তুলো বেচা হ'য়ে গেলে,
রাজিযোগে গুদামে আগুন দাও জ্বলে ।

কুড়ি হাজারের তুলো যাইবে গুড়িয়া ,
বেশ ক'লে ন'মে থাক পাগল সাজিয়া ;
যে যাতা জিজ্ঞাসা করে যখন তোমারে,
কেঁদে, হাত নেড়ে, শুধু 'ভুঃ' বলিবে তারে ।

সংবাদ পাঠি , শ্যস্ত হ'য়ে মাড়োয়ারি
কলিকাতা হঠাৎ আসিবে 'তাতা' তাতি ।
জিজ্ঞাসিলে 'নি হয়েছ ?' কেমনে হইল ?
তুলোর গুদামে করে কে আগুন দিল ?

এইকূপে চান্দমল্য ত প্রস্তুত করে,
হাত নেড়ে 'ভুঃ' বলিলে 'ক্রন্দনের' হবে ।
সকল প্রহর 'উই' একই উঃ ,
পাগলের মত 'ভুঃ' পাগলের' হবে ।

উন্মাদ হ'য়ে নেবে ততশ হইয়া,
মনোহূপে চান্দমল্য যাইবে ফিরিয়া ।
তাবপর সব কিছু তৈল ব্যবহার,
রোগ শাস্তি হবে, ম'খা হবে পরিহার ।

আমি 'আসি' দেখা 'দিব' রাহিতে গোপনে,
নির্জনে বসিলা যুক্তি কবিয়া ভ'জনে ।
তুলো বিক্রয়ের টাকা, সে আশী হাজার,
আধেক লইও তুমি, আধেক আমার ।

এইকূপে প্রচুর 'হইবে' মূলধন,
স্বাধীন হইয়া দাও ব্যবসায়ের মন ।
বাক্যবের হিত-বাক্য ঠেল যদি পায়,
এ জনমে ঘুচিবে না কতু খণ দায় ।"

পাপ-প্রলোভনে পড়ি' সাধু পুরন্দর,
অতিশয় বিচলিত হইল অন্তর ।
বহু চিন্তা করি' শেষে কহে, “বেচারাম !
চিরদিন তবে, ভাই, হারাব স্বনাম ।

ভিলাসি বিশ্বাস আর কেহ না করিবে” ;
বেচারাম কহে, “লোকে কেমনে ধরিবে ?
সব তুলো পুড়ে নাই, বুঝিবে কেমনে ?
অথচ বিস্তর লাভ হইবে গোপনে ।”

উত্তরিল পুরন্দর চিন্তি' বহুক্ষণ,
“আজ বড় অন্তির হ'য়েছে মোর মম ।
কাল তুমি এস, দিব ইহার উত্তর,”
“সেশ” ব'লে বেচারাম উঠিল সত্বর ।

পুরন্দর সারা রাত্রি কাটে অনিদ্রায়,
ফি করিলে ভাল হয়, বুঝে এটা দায় ।
পাপ-অর্থলোভ আর বিবেক প্রথন,
মনোমধ্যে আরস্তিল বিহম স্মর ।

পরিশেষে পুরন্দর দৃঢ় করে মন,
পরদিন বেচারাম দিল দর্শন ।
পুরন্দর কহে, “ভাই পারিব না আমি ;
টাকা হ'তে বশ মোর ঢের বেশী দামী ।”

প্রবঞ্চক পুনঃ পুনঃ ফেলে পাপ জাল ;
এইরূপে কেটে গেল দুইমাস কাল ।
দুর্জনের প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর !
বিলম্বে পড়িল জালে সাধু পুরন্দর ।

প্রস্তাব করিবা মাত্র চাঁদমল তারে,
লক্ষ টাকা মূল্য লিখি', তুলো দিল ধারে ।
বিধিমতে পালিল শঠের উপদেশ,
না রহিল বিধা, কিংবা অসুতাপ লেশ ।

অবশেষে পাগল সাজিল পুরন্দর,
সকল প্রেমের এক 'ভূঃ' মাত্র উত্তর ।
অগ্নি-নির্কীর্ণের ছলে শ্যামে দেয় ফুঁ ;
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, শুধু কয় 'ভূঃ' ।

কহিতে লাগিল সবে, “হায়, কৰ্মফল !
এমন সজ্জন-সাদু হইল পাগল !
চাঁদমল পায় যবে দাক্ষণ সংবাদ,
হইল তাহার শিবে অশ্রু-সম্পাত ।

আহম্মদগঞ্জে ‘আদি’ নামে ভাড়াভাড়ি,
পুরন্দর-বাসে উপনীত মাডোয়ারি ;
বলে, “ভাই পুরন্দর, কেমনে কি হ’ল ?
সব তুলো পুড়ে গেছে ? শীঘ্র খুলে বল ।”

অৰ্দ্ধ ক্রম্বনের স্বরে, পাগলের মত,
পুরন্দর, হাত মুখ নেড়ে অবিরত,
শুধু বলে ‘ভূঃ’ সব কথার উত্তর ;
ফিরে গেল চাঁদমল শিরে হানি’ কর ।

একদিন রাজিযোগে বেচারায় এসে,
“চল্লিশ হাজার মোরে দাও,” বলে হেসে ;
“আর কোন ভয় নাই, হ’লে গেছ ধনী,
আমার টাকাটি, ভাই, দাও মোরে গনি’ ।”

হেসে পুরন্দর হ'ল পাগলের মত,
 শঠের সম্মুখে হাত নাড়ে অবিরত ;
 বৃদ্ধাঙ্গুর দেখাইয়া, শুধু 'ভু' 'হু' করে ;
 দালাল ব্যাকুল হ'য়ে, ধরে পুরন্দরে ;—

বলে, "ভাই, সে কি কথা ? আমাকেও 'ভুঃ' ?
 হেসে পুরন্দর সাহা শুধু কয় 'হু' ।

উপদেশ

গুরুবাক্য শিবে দয়,
 সম্বন্ধের সঙ্গ কন,
 সদাঙ্গাপে কাল হন,
 অদৃষ্ট কুশল হনে ।

নিজ দেশে মতি দেও,
 সাধুর জীবন দেখ,
 সে জীবনে প'ড়ে শেখ,
 তোমারও সাধু কবে ।

বিষয়র সর্পসম
 কুসঙ্গ বর্জন করি'
 পাপ-রিপু প্রবন্ধন।
 পরপীড়া পরিহারি'

বিধাতার প্রেম-বলে,
 বিশ্বপ্রেমে যাও প'লে,
 বাধা-বিষ পদে দ'লে,
 "অম্ব জগদীশ" হবে ।

অচলা ভকতি রে'খ

জনক-জননী-পদে ?

পিতা-মাতা প্রবতারা

কুটিল জীবন-পথে ;—

ভাই-বোনে ভালবেসো,

তপে কেঁদো, গুপে হেঁদো,

ভুল' না বিহুর পর

দলনীক কলরবে

শেষ দান

দয়ার বিচার

আমার, সকল রকমে কাকাল করেছে—
 গর্জ করিতে চর,
 বল: ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
 সকল করেছে দূর ।
 ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
 কলেছিল মোরে অহমিকা-রূপে,
 তাই সব বাধা সত্ত্বায়ে দয়াল
 করেছে দীন আতুর ;
 আমার, সকল রকমে কাকাল করিয়া
 গর্জ করিছে চর ।
 বার নি এখনো দেহান্ত্রিকা মতি,
 এখনো কি মারা দেহটার প্রতি,
 এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
 হ'বে আছি ভরপুর ;
 তাই, সকল রকমে কাকাল করিয়া
 গর্জ করিছে চর ।
 ভাবিতায়, “আমি লিখি বুঝি বেশ,
 আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,”
 তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
 বেদনা দিল প্রচুর ;
 আমার, কত না বতনে শিক্ষা দিতেছে
 গর্জ করিতে চর ।

প্রাণের ডাক

তুমি কেমন দয়ালু জানা যাবে,
 তুমি কি আসবে না ?
 কাদাল ব'লে হেলা ক'রে
 হৃদি-মাঝে এসে হাসবে না ?

যে নিয়েছে তোমার শরণ
 তারে দিলে অভয়-চরণ ;
 আমি ডাকিতে জানিনে ব'লে
 আমার কি ভাল বাসবে না ?
 তুমি কি আসবে না ?

রুদ্ধ দুয়ার

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?
 “ওগো, খুলে দাও”, ব'লে আর কত পারে ধরিব ?

আমি লুটিয়া কানিয়া ডাকিয়া অসীর,
 হার কি নিদর, হার কি বধির !
 বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার-বাহিরে,
 মাথা খুঁড়ে আমি মরিব !
 হার, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?

ঐ কষ্টকল্পিত বন্ধুর পথে,
 ছিন্ন রুমির-আগ্নাত পথে,—
 আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার
 দেবতারে প্রাণে বরিব !
 “ওগো, খুলে দাও”, ব'লে কত আর পারে ধরিব

ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে,
 কি মধু-সদ্রীত আসে বাহু-ভরে,
 আমি, এ পারে বসিয়া বিকল রোমনে,
 আর কত ভাল হরিব ?
 আমি, কত ছায়ে কত করাঘাত করিব ?

হাসপাতাল

১লা জুলাই ১৯১০

দস্ত

ভৈরবী মিশ্র—ভলদ একতারা
 'মুক্ত প্রাণের মৃগ বাসনা
 তৃপ্ত করিবে কে ?
 বন্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
 উদ্ধে ধরিবে কে ?

বন্ধ বহিবে মর্দ ফাটিয়া,
 তীক্ষ্ণ অসিতে বিষ কাটিয়া,
 ধর্ম-পক্ষে লক্ষ্য-লক্ষ্যে,
 মৃত্যু বহিবে কে ?
 অন্ধ নব কীর্তি-কিরীট
 মাথায় পরিবে কে ?
 —বলিয়া সে দিন হুকারি ছাডি
 ছিন্ন করিছ পাশ,
 (হায়) ধর্মের শিরে নিজেরে বসায়
 করিছ সর্বনাশ !

চেয়ে দেখি, কেহ নাহি অতুচ্চর,
 মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,

আমার ধনির উত্তরে শুধু
মানবের পরিহাস ;
(আমি) ধর্মের শিরে নিজেই বসিয়ে
করে'ছি স্মরণাশ !

এই অঙ্ক, যন্ত উত্তরে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিলাভারে গন্তী-বাহিরে
করি'ল আসন দান ;
তাই বিধাতার হইল 'বরাগ,—
ভেঙ্গে দিল মোর শিবইন যাগ,
সকল দত্ত ধূলোর ফেলিয়া
আজ ডাকি, ভগবান্ !
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোম'গত প্রাণ ।

হাসপাতাল

চিরানন্দ

ওগো, যা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিরানন্দময় ;
সদানন্দে থাকেন যথা,
সে যে সদানন্দালয় ।

সেখা, আনন্দ শিশির-পানে,
আনন্দ প্রবির করে,
আনন্দ-কুহ্ম কুটি'
আনন্দ-গন্ধ বিতরে ।

আনন্দ-সবীষ লুটি'

আনন্দ-সুগন্ধরাশি,

বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়

আনন্দ-পুরবাসী।

সন্তান আনন্দ-চিড়ে,

বিমুগ্ধ আনন্দ-স্নিড়ে,

আনন্দে অবশ হ'য়ে,

পদ-বুয়ে প'ড়ে রয় ;

সে যে সন্মানন্দালয়।

আনন্দে আনন্দময়ী

ভুনি সে আনন্দ গান,

সন্তানে আনন্দ-সুধা

আনন্দে করান পান।

ধরণীর ধুলো-মাটি,

পাপ-তাপ, রোগ-শোক,

সেখানে জানে না কেহ

সে যে চিরানন্দ লোক।

লইতে আনন্দ-কোলে,

মা ডাকে, "আয় বাছা" ব'লে,

ভাই, আনন্দে চ'লেছি, ভাই যে,

কিসের মরণ-ভয় ?

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,

পিতা চিরানন্দময়।

হাসপাতাল

আষাঢ় ১৩১৭, বারি

অন্তর্যামী

জাখ্ দেখি, মন, নয়ন মূদে ভাল ক'রে,
ওই আলো ক'রে ব'সে কে আছে রে
তোমার ভাল ঘরে ?

কত যে ধুলো মাটি ছাই—
খাট-বিছানা ঘরের কথা, আসনখানা ও নাই ;
তবু করে নিকো অভিমান,
দৃষ্টী দেখে ওর করে হুন্সান,
এমনি দয়াল প্রাণ. এমনি কোমল প্রাণ—
ওরে তুই করু নিবেদন প্রাণের বেদন
প্রাণ বিলায়ে পায়ে ধ'রে ।

ওরে, ওর কাকাল-সখা নাম,
কাকাল-বেশে দেব দেখা, আর পূরায় মনস্থাম ;
প্রেম, দয়া, আর বরাভয়
দিবে, হেসে হেসে কত কথা কর,—
আর কি দুঃখ বর, আর কি ব্যথা রহ ?
যদি তুই প্রেম কুড়াবি, প্রাণ কুড়াবি
অভয়-পদে থাক প'ড়ে ।

হিসাব-নিকাশ

(ওরে) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
ওধু ভুরি ভুরি বাকি রে ;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে

তোমর অগোচর পাপ নাই, মন,
 যুক্তি ক'রে তা ক'রেছি হু'জর ;
 মনে করু দেখি ? আমাদের মাঝে
 কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে ?

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
 স্বার্থের তরে বলেছি নিরত ;
 (আজ) পরম পিতার দেবিয়া বিচার
 অবাক হইয়া থাকি রে !

কর ক'রেছে আগে গল-নালী,
 তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
 করি কর্তব্যোধ, বাক্যজ পাতক
 হ'রেছে,—খোল না আঁখি রে !

এমনি মনোজ, কারজ পাতক
 ক্রমে লবে হরি' পাপ-বিষাতক ;
 নির্দল করিয়া, 'আর' বলে লবে
 হৃদয়তল কোলে ডাকি রে !

হাসপাতাল

ন্যায়ের ভবন

এই বেহটা তো নই রে আমি,
 নইলে, 'আমার দেহ' বলিঁ কেমনে
 তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,
 ও-বা বায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে ।

আমার আমিষটুকু, এই দেহের সনে ভাই,
 চিরকালের মত যদি পুড়ে হ'তো ছাই,
 (তবে) এত আকুল অসীম আশা,
 এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা,
 সবি বিফল, এ অবিচার কেনই হবে
 জ্বরের ভবনে ।

দেখতে পাচ্ছি আপন চোখে,
 প্রমাণ চাইনে তার,
 তেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি,
 পুণ্যের পুংস্কার ,

না হয় যদি এ জীবনে,
 আর হবে না, ভাঙে মনে ।
 হবেই তবে, হ'তেই হবে, কাকিজুকি
 চলে না তার সনে ।

বেলাশেষে

সে ব'সল কি না ব'সল তোমার শিয়রে,—
 হুমি মাঝে মাঝে মগ্ন তুলে,
 সেই গবরটা নিষো রে ।
 ও সে ব'সল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল,
 কভার-গুণ্ডায় বুঝিয়ে দিল
 তোমার গ্রাস্য পাওনা,
 থাকি নাই একটীও রে ,
 একটু পায়ের ধুলো শাকি আছে,
 একবার মাথায় দিযো রে ।
 এই বাবার বেলায়)

চাওনি তারে একটা দিন,
 আজ হ'য়েছে দীন-হীন !
 সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে ;
 আর খান্নে রে বিষ, পায়ে ধরি,
 (তার) প্রেম-স্বধা পিও রে ।
 (দিন ফুরাল)

হাসপাতাল

অবোধ

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত ?
 এখন কেমন যায় রে ?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
 টান' পাখার হাওয়ায় রে !
 আর ভোরে উঠেই নতুন টাকা,
 আর ভোরে কে পায় রে !

আমার সাধের ছেলে মেয়ে
 তেঁসে চুমো খায় রে !
 আজ কেন লাগছে না ভাল :—
 ভাবছ এ কি দায় রে !

মনের স্বখে পাখীর মত
 গাইতে বধন, হায় রে,
 তখন “হরি হরি” বলতে বটে,—
 (কিন্তু) পোষা পাখীর প্রায় রে !

স্বপ্নের দিন ত ঘুরিয়ে গেছে,
 —তবু মন কি চায় রে !

হাঁ রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
দেখ্ আপন হিয়ায় রে !

তুই ক'রেছিস তারে হেলা,
সে তোয় পাছে ধায় রে ;
আর তুলিসনে, পায়ে ধরি,
মজাসনে আশায় রে ।

হাসপাতাল

দয়াল আমার

মিশ্র ক্বি'ক্টিট— জলদ একতালা

যেখানে সে দয়াল আমার
ব'সে আছে সিংহাসনে,
সেখানে ত তর না বাওয়া
পাপ কবিকা নিব্ধে মনে ।

আছে ভাল মন্দ ছেলে,
কাককে সে দেয় না বেলে ;
শুধু প্রেমের আগুন জেলে,
পুড়িয়ে নেয় সে আপন জনে !

আগুন জেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাশের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, ক'রে খ্যাটি,
স্থান দেয় অভয়-সীচরণে ।

সেই আনন্দ-মন্দির-মাঝে,
আনন্দ-সঙ্গীত - শব্দ,
নাহি ব্যথা, অশ্রু, বিষাদ,
(সে) সদানন্দ নিকেতনে ।

দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
 মিটার আনন্দ-পিপাসা,
 আগে, না পোড়ালে খাদ ব'য়ে যায়,—
 সে আনন্দ পাবে কেমনে ?

হাসপাতাল

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

অস্তিম্বে

মিশ্র ভৈরবী—কাণ্ডহালী

(মোরের) এ উৎকট ব্যাধি দিবে,
 কি শঙ্কটে ফেলে নিবে,
 বুঝাইয়া দিলে যবে
 সকল চিকিৎসাতীত,

না হইলে নিরুপায়,
 নিলাজ ফেবে না হার ,
 তাই শরণ লইতে হ'লো
 তোমার চরণে পিতঃ ।

যার যেটা এ সংসারে
 ভীততম আকর্ষণ,
 তাই আগে ছিন্ন করি'
 ফিরাইয়া লহ মন ;
 নতুবা সংসারে মজি'
 তোমারে জুলিয়া থাকি,
 খুলো নিরে খেলা করি—
 তোমাতে ত নাহি ডাকি !

মধুরে ডেকেছ তনু
চেতনা হয়নি প্রভু,
অবিশ্রান্ত কশাঘাত
না হ'লে কি ভাগে চিত্ত ?

দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে
বেদ্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম হবে পিতঃ
এ শুধু স্নেহের মার ;—

এ টুকু সহিতে চলে,
নতুবা কি হতে পারি
অনধর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী ?
তিক্ত ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা মত,
ব্যাধিমুক্ত ক'রে, সখা
শেষে দিবে প্রেমামৃত ।

হাসপাতাল

শরণাগত

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ, হরি, মোর কুটীরে নিয়ত ।

মোর দশা হেরি তারা
কেলিয়াছে অশ্রুধারা ;
(তারা) বত মোরে বড করে, আমি তত হই নত ।

(ভারা) একান্ত তোমার পার,
এ জীবন ভিকা চার,
(বলে) “এতু, ভাল ক’রে দাও তীব্র গলকত ।”

তুমিরা আমার, হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত ।
এই অধর্মের প্রাণ,
কেন ভারা চাহে দান ?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মত ?

তুমি জান, অজ্ঞান্যামী,
কত বে মলিন আমি,
রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত ।

হাসপাতাল

১৬ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

করুণার দান

তীব্র বেদনা হবে
ঢেলে দিলে মোর গলে,
কত বে দিয়েছি গালি,
নিশ্চয় নিদয় য’লে ।

তখন বুঝিনি আমি,
দয়ালু হৃদয়স্বামী
পাঠিয়েছে ততালিষ
হারণ বেদনা-ছলে ।

অব্রাহাম বিচারপতি
দিবে না যে অব্যাহতি,
বুঝিয়া, বুঝাহ মনে,
আর বেন নাহি টলে ।

কিছু দিন পরে, হরি,
বুঝিহ অতীতে 'হরি',
জানকৃত পাপরাশি
বায় কি শাস্তি না হ'লে ?

অনৃত অসরলতা
বায় কি—না পেলে ব্যথা ?
হয় কি সরল ফণী,
বষ্টি-আঘাতে না ম'লে ?

তার পরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম ! এ কি !
শাস্তি কোথা ?—ওধু দয়া,
ওধু প্রেম—প্রতিপলে !

হাসপাতাল

পদাশ্রয়

আজি বিশ্বশরণ, রাখ পায় হে ।
ঐ ভৈরবে গরজে প্রভঞ্জন বায় হে !

আমি ক্লিষ্ট ভীত নিকণায় হে—
এই আঁপ তরঙ্গী ডুবে বায় হে—
মরণ-নিহু-তরঙ্গমালায় হে ;

চমকি' চাহি দীননাথ হে
 তপ্ত বিষয়-মরুভূমি-মাঝে
 তব করুণা-বারি পাত হে !

যবে মোহ-জলদ করি ভেদ
 বিমল জ্ঞান-সুধাকর তব
 দূর করে অবসাদ হে,
 নিষ্ঠুর দৈব অভিশাপ-মাঝে
 তেবি মুক্ত কুশল আশীর্ব্বাদ হে !

জীবন-তরঙ্গী

আরে মনোয়া রে, কবলে আভি
 দরিদ্রা বিচ্ছিন্নে নন্দু ,
 দিন্‌রাত-ভবু কিস্তি চলিয়া,
 মিলানে কোই বন্দু ।

আরে জ্ঞান ভক্তি দোনো ধারা
 বহে, কহে বেদ-তন্তু ,
 তোম্‌কে নয়া রাস্তা কোন্‌ বতারা,
 কোন্‌ দিয়া ভুয়ে মন্তু ?

কিস্তি ভদ্রকে লয়া কেত্‌না
 লাগ্‌ রূপেয়া তন্দু ,
 সব পামাকে বহুৎ ভূখাহো,
 আজি জলুতা অন্দু ।
 আয়ে খেয়াল কবলে দাঁড় হাল সব
 খর্যাব হুয়া বন্দু,

তিন বন্ধা পার হযা, আউর
ফুটা তরা অস্তব্ ।

আরে ডুব্‌নে লাগা কিত্তি,
পানিয়ে তৈ হাম্ব ;
আরে কেত্‌না ফুটা বন্দ্‌ করোগে,
মুখে বোলা শিও-শব্দব্ ।

উত্তিষ্ঠত

তব্‌ ভাঙ্গে না ঘুমের মোর,
জাখ হয়েছে ঘামিনী তোর !
ওই নবীন তপন মহা জাগরণ
আনে না নয়নে তোর !

শিরেরে গগন-চুহি-শির,
(ও সে) অচল সৌম্য ধীর—
কোটি নিঝর বর বর ঝরে-
কোটি নয়ন লোর ;
দেখায় নীরবে ইঙ্গ প্রস্থ পানিপথ চিতোর ।

ওই নীল-সিঁদু-ভল,
চির-গর্জিত-চঞ্চল—
ভীত আবেগে কণ্ঠ প্রহত
বধির দুয়ার তোর ;
বলে 'জাগ জাগ', নতুবা ডুবে যা
অতল গভে মোর ।

উদ্বোধন

পিলু—কাঁপতাল

ক'টা বোঙ্গী বাস করে আর

তোদের সাধের হিমালয়ে ?

ক'জন করে ব্রহ্মচিন্তা

ওহায় সমাধিস্থ হ'য়ে ?

ক'জন বোঝে মিথ্যে কাহা ?

ক'জন কাটে ভবের যাত্রা ?

হরি বলতে ক'টা চক্রে

বার গো গ্রেমের ধারা ব'য়ে ?

ক'জন শোনে শাস্ত্র কথা ?

ক'জন বোঝে পরের ব্যথা ?

বেশের চিন্তা ক'জন করে—

স্বার্থত্যাগের মন্ত্র ল'য়ে ?

তনেছিস্ গাভীরের কথা,

আর সেই ভীমের ভীষণ গদা,

শক্তিশেল আর আরোহাত্ত

ধাক্কতো কাদের অঙ্গালয়ে ?

ক'খানা বাণিজ্য-তরী

গৃহজাত পণ্য ভরি',

ভারত-জলধি-জলে

ভাসে গো অকুতোভয়ে ?

ধনী ছিলি যে সব ধনে,

স্বপ্ন ব'লে হরয়ে মনে ;—

তোরা কি সেই পুণ্য জাতি ?

অন্ন তোদের সে অরয়ে ?

সোনার ভারত

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
 ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি ?
 কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
 রয়েছে সমুদ্র গিরি ?

কোথায় শ্রামল মাঠে ফলে
 থোকা থোকা সোনার ধান ?
 —সে আমাদের সোনার ভারত,
 আমাদেরি হিন্দুস্থান ।

কোন্ দেশে যমুনা গঙ্গা
 নিক্কু গোদাবরী বয় ?
 কোন্ দেশের স্নগন্ধি ফুলে
 মিষ্ট ফলে জগৎ-জয় ?

কোথায় বনে বনে দোয়েল
 পিক পা-পিহা করে গান ?
 —সে আমাদের সোনার ভারত,
 আমাদেরি হিন্দুস্থান ।

কোথায় অগ্নে ছিল রাজা
 হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির ?
 ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম দ্রোণ
 জয় কোথায় শিবাজীর ?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
 ভয়শূন্য বীরের বাণ ?

শেষ দান

—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান ।

কোন দেশেতে আছে চিতোর
পানিপথ আর হুন্দিঘাট ?
কোন দেশেতে বনে বনে
ক'রুত কবি বেধপাঠ ?

কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতাধ উঠে স্বর্গে যান ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান ।

সুপ্রভাত

গৌরী—একতালা

জাগো, জাগো, ঘুমায়ে না আর । -
নব রবি জাগে,
নব অম্বরাজে,
ল'রে নব সমাচার ।

সুৰভি-দিগ্ধ গন্ধ-বহন
হরব অলল মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি জাগরণ,
(কহে) “ভ্যজ আলস্ত-ভার ।”

যৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে
জাগি বিলাইছে সুর তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ বারতা—
আশিব দেবতার ।

এস ছুটে এস কণ্ঠক্ষেত্রে,
চেয়ো না মুখ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুধু অধরে
হেসেছেন মা আমার

কুসুম-কুশল-কমলাসনা,
শুভ্র-পুণ্য-কৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে
চরণ-মুগলে নমি তাঁর !

সফলতা

ভৈরবী—কান্দীরী খেমটা

আজকে তোদের আশার গাছে
ফল ধ'রেছে, হাই !
ভেবেছিলি এক মুঠির জন্যে
কার বা ধারে যাই ।

আর কি তোদের হুঃখ আছে,
ক'ল সোনা তুতের গাছে,
কোমর বেঁধে উঠেপ'ড়ে
লাগ্ দেখি সবাই ।

পুঁথি নে' কেউ গড়্ না ক'সে,
গুঁড় নিয়ে কেউ যা ৷ ব'সে,
সোনার স্তম্ভ ওই উঠেছে,
ভাবনা কিছুই নাই ।

অরুণী এলেন ঘরে,
সোনার মালা হাতে ক'রে,
হাসিমুখে কর-মালিকা
আর গলে দোলাই !

অন্ধ

সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজ্জল তারা ।
সেই হিমালি সেই গঙ্গা সেই সিদ্ধু-ধারা ॥
সেই ভীম অতল জলধি—নাহি বার কূল-কিনারা ।
সেই কুজ কুসুমপুঞ্জ অলিঙ্গল-মাতোয়ারা ॥
সেই হৃদয়ঘাট বার—মোছেনি রক্তধারা ।
সেই পানিপথ চিতোর করিছে সবে ইসারা ॥
পরশমতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু বারা ।
বৈকুণ্ঠ-অনিল গেহে—এম'নি লক্ষীছাড়া ॥

জাগ জাগ

মোহ-রক্তনী ভোর হইল, জাগ নগরবাসী,
পূর্ব গগনে সূর্য্য-কিরণ, ভূখ-তিমির-নাশী ।
আর্য্যকীৰ্ত্তি—মধুর গান,
বিহগ ঢালিছে অমির-প্রাণ,
বশ-পরিমল-পূর্ণ-পবনে কুসুম উঠিছে হাসি ।

পাশরি সকল ভূখ বন্দ,
প্রাণে প্রাণে মিলনামল,
জাগ জাগ, হের জনং উৎসব অভিলারী ।

কত মরকত কাঞ্চন মণি,
জ্ঞান ধরম নীতির ধনি,
কুণ্ঠিত নহ লুণ্ঠিত হেরি অতুল বিস্তর-রাশি ।

অলসে ঘুমায়ে রহিও না আর,
উৎসবে ঢাল প্রাণ তোমার,
হাসিছে বিশ্ব হেরি তোমারে কণিক সুখ-বিলাসী !

উদ্দীপনা

জেগে ওঠ দেখি মা সকল !
হের নব প্রভাতে নব তপন উজল,
শুন ওন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল ।

এত কলরবে যদি না ভাসিবে ঘুম,
(যদি এ উষাক না দুটিবে শকাত-কুমুম,
তবে জননি গো বন, (আর) কোথা পাব বল ?

সাতা, সন্ত, চিন্তা, সমস্কী, লীলা, গাণা,
সাবিত্রী, অহল্যা বাঈ, দ্রৌপদী, জনা,
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল হেঁচ যদি নিরমল ?

কেশ কেটে দিস্নি কি ধন্যকের ছিলা ক'রে ?
'যেরা ঝালি নেহি দেগা'—মনে কি পড়ে ?
মা গো, কোন্ দেশে বল সতী প্রবেশে অনল ?

শক্তিরূপিণী তোরা আত্ম-বিশ্বতা হার,
এই নব ব্রত ধর, বর মাগো দেব-পায় ,
ঐ শক্তি-সঞ্চল ল'য়ে হইব সকল ।

কিসের সাড়া ?

নিরানন্দ-ভরা ভারতে আজি কেন এ হরষ-চিহ্ন ?
এলো কিরে, সে দিন কিরে, যে দিন ধ্বংসকথা ভিন্ন
আর ছিল না আলোচনা, পাপ অনাচার ছিল স্বপ্ন !

(যে দিন) হ'ত বেদের অক্ষয়নি, সত্য ছিল মাথার মণি,
এ সংসার অনিত্য গণি' মারা-বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
ভোগবিলাসী বনে আসি অনশনে হ'য়ে শীর্ণ,
কাতর প্রাণে ভগবানে ডেকে ডেকেই হ'ত ধ্বংস !

মুক্তি ছিল জীবের লক্ষ্য, সর্বভূতে সম সখ্য,
(সদা) অক্ষয় ধ্বংসক, ছিল না পাপের মালিক ;
ধাত্তে ভরা বসুন্ধরা, নাহি ছিল দেশে দৈত্য ;
ভক্তের পাশে দেবতা এসে হতেন নিজে অবতীর্ণ !

আশা

কবে অবশ এ হৃদয় জাগিবে—
প্রাণে স্বমতি-সমীরণ বহিবে ?
তাজিরে আশুকলহ, মিলেমিশে অহরহ,
প্রাণ শুধু আনন্দে ভাসিবে !

কবে হব ধ্বংসভীত, নীতিপথের অধীন,
প্রাণ-পশি-উপদেশে চইব কলুষহীন,
পরমেশ পদে মতি হবে ?
আজি উষা-আগমনে আশা জাগিয়াছে মনে,
বুঝি অন্ধ জনে নরন পাইবে !

শুভ যাত্রা

অনন্ত কলোলাকুল কাল-সিন্ধু-কূলে
উত্তরিল স্বর্ণতরী, অব্যাহত গতি,—
খজ্রাঙ্ক অচল লক্ষ্য । হের ফুল ফুলে
তরুণ প্রভাত করে মঙ্গল-আরতি—
মধুপ-গুঞ্জে, বন-বিহঙ্গের পানে,
আরক্ত অরুণ দীপে । অজ্ঞাত নগর
ত'তে দিল সাজাইয়া, কেবা সাবধানে,
বিচিত্র বিপুল পুণ্য ? তারকা-নিকর
দিয়া বিধি লিখি দিল ধীরে উড়াইয়া
অপূর্ব পতাকা ওই তরঙ্গীর গায় ।

সৌম্য ধীর কর্ণধার কহিছে ভাকিয়া,
'সাগর-তীরের যাত্রি, পাবি যদি আর
নবীন উৎসাহ ল'য়ে, বুকে বাধি বল,
'ভাসাব' শোণার তর, চল তোরা চল ।'

নবীন উজ্জ্বল

অজ্ঞান জ্ঞান গগনে নবীন তপন-ভাতি রে ।
এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নবীন পুলকে মাতি রে ॥

কর্ম অসীম, বিপুল বিশ্ব,
আমরা মলিন ক্ষুদ্র নিঃস্ব,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু
কেবল সাথি রে ।

শেষ দান

ঘেষ-হিংসা-দূষিত চিত্ত
 পদে পদে বাধা ছড়াবে নিত্য,
 স্থিরলক্ষ্যে যাইব চলিয়া
 চরণে ধল অরাতি রে ।

সকলেরি বিনি পবন সহায়
 জীবনে কখন তুলিব না তাঁর ;
 মঙ্গলময় স্নেহ-আশিষ
 লব নত শির পাতি রে !

শারদ সন্ধ্যা

ইমন কল্যাণ—একতারা
 আজি এ শারদ মাঝে,
 ঐ শোন দূরে পল্লীমুখর কাসরঘণ্টা বাজে !

দিনমণি যায়—“বিদায় বিদায়”
 বিহগ-কণ্ঠে দিলি দিশি ধায়,
 উদ্দাম বেগে মরম আবেগে
 মত্ত তটিনী চলিছে ,
 ধীরে ধীরে তীরে তীরে, ব্রথ মন্থর বীচিমালা কিরে
 গাহিয়া সবারি কাছে ।

পবনে গগনে জনে জনে বনে
 ঐ কল্লোলময়ী স্মৃতি—
 নিখিল বিশেষ একই রানিণী
 প্রনিতেছে নিতি নিতি ;
 একই মন্তে একই সাধনা একই আরাতি রাখে,
 মনোমন্দির মাঝে ।

মিলনোৎসব

সন্ধ্যা-সমীরে, ধীরে ধীরে,

একটী দিবস পলায় রে ।

অতীত তিমিরে, সিন্ধু-গভীরে

একটী জীবন মিশায় রে ।

নব নব আশা, নূতন ভরসা

জাগিছে হৃদয়ে রে ।

নব শক্তি-বলে সঁপিব সকলে

(জীবন) স্বদেশ-সেবায় রে ।

আজি শুভ দিনে, শুভ সম্মিলনে

কত স্বপ্ন কত প্রীতি রে ।

ভাই ভাই মিলি, (দেহ) প্রীতি-কোলাহলি,

তুলি সব অন্তর রে ।

সঁপি সব আশা, চুঃখ-শিখাসা,

দেব পরম চরণে রে ।

আজি যেই ভাবে, মিলেছিন্ন হবে,

বিধি যেন এমনি মিলায় রে ।

জমিদার

আমরা ভূমধ্যকারী বন্ধে,

সদা এয়ার-বন্ধু-সঙ্গে

কত ফুষ্টিতে করি সমন্ব-হত্যা.

তাপ, পাশা, চতুর্দিকে ।

মোদের highly furnished room,

তাতে দিন-রাত 'দেরে ডুম'—

ঐ তব্‌লার চাটি, 'বাহবা'র চোটে
নাই পড়শীর ঘুম ।

চলছে হৃদয় টানাপাখা,
তার আলরে আতর-মাখা,
আর হৃদয় পান-তামাক চলছে
গল্ল চলছে কাঁকা ।

আছে ভজন চারেক চাকর,
ব'সে মাছে মাছি ও মাকড়,
(দেখ) তাদেরো মাথায় আলবাট টেরী
(ভুড়িটিও বেশ ভাগর)
তারাও রসিক নাগর ।

মোদের আছে পেদারের ভৃত্য,
তারা বোগার মেজাজ নিত্য ;
আর উদর পুরিহা প্রসাদ পাইয়া
'ব' ! খুঁস' তাদের চিত্ত

বাইরে সমাজের ধারো ধারি,
বাড়ীতে পুজোর জমক ভারি ;
আবার half a score বাবুন্নি আছে,
রোঁথে দেয় চপ, কারি ।

রোজ ছানা ও মাখন চলে,
আমরা রোদে গেলে বাই গ'লে,
ওই কলুরী দিবে দাঁত মাজি, আর
আচাই গোলাপ জলে ।

দেশে কত ছুঁই ভাতে মরে,
তাদের দেইনে পরসাদী হাতে ক'রে ;
তারা গোট থেকে পেয়ে অর্ধচন্দ্র
রাস্তায় প'ড়ে মরে ।

কিন্তু D. M , D. S., D. J.
এলে, ভরে যেমে উঠি ভিজে,
তাদের খানা দেই আর বট চাটি,
(আহা) নড়ুবা জনম মিছে ।

খেয়ে, ফুলে severe beating,
এই First Book of Reading,
হাঁ, প'ড়েছি বটে, এখনো ভুলিনি—
“The blind man is bleating”

যত সাতের-সুবোর সনে,
বলি ইংরেজি প্রাপণে,
ওই First Book এর বিগের ফটে,
তারাত প্রমাণ গণে ।

Brain-এ মস্তনাক গুরু চাপ্টা,
আর প'ড়েই বা কোন্ লাভটা ?
‘Yes,’ ‘no’ আর ‘very good’ দিবে
বুঝালেই হ'লো ভাবটা ।

আমরা এত যে আরামে থাকি,
তবু কোন রোগ নাই বাকী—
Dyspepsia, Debility, আর
কিছু কিছু ঢেকে রাখি ।

ক'রে প্রজার দত্ত শোষণ,
করি মোলাহেবের-দল-গোষণ ;
আর প্রজার বিচার আম্লামা করে,
কোথার আপীল মোসন ?

করি হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে,
কে না দিলে পায় সে শিক্কে,
তারা ভিক্ষে-খরচা দিতে, আমি ছেড়ে
উঠেছে অকরীক্ষে ।

তবু ঘোচে না কণের দার ;
ওই খেরালেই তো মাথা দার !
দেখ সুবিধা ঘটিলে, ত'চার হাজার
এক রেতে উড়ে দার ।

কল-শোধের উপায় কত ?
শুধু অধঃপাতের স্ত্রুত ।
বাবা করেছিল, আমি উভালাম,
বাবার বোণ্য পুত্র !

ঠিক বলেছিল Darwind,
We are very sanguine,
মোদের জীবনটা এক চিরবীদ্যামি,
সম্মুখে শুধু ruin !

এই ছোট Autobiography
প'ড়ে, কে কি ভাবে তাই ভাবি—
কমলা গো ! তুমি কার হাতে দিলে
তোমার কাঁপির চাবি ?

সৃষ্টির কৌশল

ওরে মন, তোরা জ্যোতিষে, হাবার দিশে
 অবাক্ চেয়ে আকাশ-পানে,
 ওরে ঐ কোটি বছর, রবির ভিতর
 পুচ্ছে কি তা মালিক জানে !

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে,
 কোথা থেকে মৃগিয়ে আনে ?
 চিরদিন সমান জলে, বিনা তেলে,
 যায় না নিবে কোন্ বিধানে ?

জ্বালাময় কিরণ রেখা, এমনি চোখা,
 যায় না দেখা স্থির নয়নে,
 সেই আলো চাঁদে প'ড়ে, বল্ কি ক'রে
 ঠাণ্ডা হ'য়ে ধরায় নামে ?

ঢেলে দেয় স্তম্ভার ধারা, এমনি ধাতু
 কোটি তারা রয় বিমানে ,
 এমনি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নরম
 কত রকম কত স্থানে !

ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ত্ব
 নাই বিজ্ঞানে, বেদ-কোরানে ।
 মাথা তো একটুখানি, কতই জানি
 ব'লে মরি অভিমানে ।—
 কান্ত কর, জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
 জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে ?

বিশ্ব-যজ্ঞ

এমনি ক'রে চাষি দিবে
 দিবেছে এই বিশ্ব-যজ্ঞ ঘূর্ণিবে,
 কোটি কোটি বছর যাচ্ছে,
 তবু চাষির দম যায় নাক' ফুরিয়ে !

বলিহারী, বাহবা, স্ত্রীদের কেবামৎ !
 (আর) অয়েল কত্তে হয় না, কত্তে হয় না মেয়ামৎ,
 হোক না অঙ্ক, কি কাণা,
 সে পথের এমনি ঠিকানা ;
 বীকা সোজা রাস্তায় ওস্তাদ
 কেমন ক'রে 'দিলে শংক্কা উড়িয়ে !

কোটি যোজন সঙ্গ' এই ধুমকেতুঃ পুচ্ছটা ;
 (আবার) কত লক্ষ পুণিবীর সমান ওই স্মৃতিটা ;
 (ওটা) কি দিবে ভাই জ্বলেছে ?
 (আর) কতই আগুন ঢেলেছে ?
 (কত) কোটি বছর, সমান জ্বলেছে,
 তাপ কমে না, যায় নাক' ভাই জ্বড়িয়ে !

(দেখ) কত তাহার ধ্বংস হ'চ্ছে প্রতি মুহূর্তে,
 (আবার) কত তৈরি হ'চ্ছে, নীচে মধ্যে আর উড়ে ;
 নাইক' আদি কি অঙ্ক,
 জড় কোথা ?—সব জীৱন্ত !
 কোথা থেকে কল টিপেছে,
 কারিগরের কেমন লুকোচুরি এ !

মধুমাস

নীল নভঃতলে চন্দ্র তাবা অলে,
হাসিছে ফুলবাণী ফুলবনে ।
হরষ-চঞ্চল সমীর স্তনীতল
কহিছে শুভ কথা জনে জনে ।

মধুর মধুমাसे আকুল অভিলাষে
ধরনী-নিশাকাশে প্রকৃতি বৃদ্ধ হাসে,
কুজিছে পিক-বধু চুড়ারে প্রাণমধু,
আজি কি হবে বসি নিরঞ্জে ?

বকে বাধি আশা, হরষ লয়ে প্রাণে,
লক্ষ্যে রাখি আশি, চলিবে সাবধানে ;
হের এ উৎসব বাঁহার করুণায়—
ভিনি ত উৎসাহ-প্রদান বাসনার
মোদের সনে স্মখে মিলিত হাসিমুখে
জ্ঞানের মধু-ফল-বিতরণে !

হারা-নিধি

জনম-জনম-ভরি গিরি নদী কানন,
চুঁড়ই জীবন-নিধিয়া হারে !
যব হাম ধরনী-পর, নীল গগন-তল
চলত মরীচিত বঁধুয়া হারে !

গেহ ভেরাগহু, দিবস গৌয়ায়হু
অনশনে বহুত গিয়াসে হারে !
আজু মিলল সখি, হৃদয়কী রাজা,
আর নাহি ছোডব জিয়াসে হারে !

বিরহ

কি মধু-কাকলি ওরে পাখী,
তোরে হৃদয়-মাকারে ধ'রে রাখি ।
আমি যে উদাসী, চির-পরবাসী,
সেই মুখ-চেহে ব'সে থাকি ।

(তোর) মধুমাখা গানে, (তারে) বেন কাছে আনে,
বসায় তাহারে প্রাণে ;
(আমি) পুলকে বেন যে মরে থাকি !

যে বিহগ-সখা, আমি যে অভাগা,
যোর তরে (তোর) প্রাণ কাঁদে না কি ?

অভিসারিকা

তিলক কামোদ—রাপতাল

নয়ন মনোহারিকে ! গহন-বনচারিকে !
নব-বকুল-মাল-উরে, প্রেম-অভিসারিকে !
নৃপুত্র পদ-চঞ্চলে, চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-দ্রব-হৃদি—প্যারী-অনুকারিকে !

কৃষ্ণ-সুদীপ্ত তত্ত্ব চর্চিত অচন্দনে,
মালতী অগন্ধ লুটে পীনকুচ-বহুনে ;
বলিত পদে বরষা, চ্যুত কুসুম-বঁজরা,
মধুর-সুদু-গীতি চির-মুক শুক-শারীকে !

প্রেমের ডাক

ঐ শোন কারে ডাকে ?

ওগো কে সে ? ওগো কেন ডাকে ?

ওগো কোথা হ'তে ডাকে, কোথা থাকে ?

কোথা গুনেছি যেন সে গান !

চির-বিদায়ের স্বর বাধা যেন

পথহারা মধুতান ;—

কি যেন কি সব—মনে পড়ে না তো !—

গান শুনে (এই) প্রাণে আগে !

সে যে হাত ঢুটী দিল বাডারে,

কারে টেনে নিতে হিরা-মাকে—

গেল আগির পলকে হারিয়ে !

গেল ! সে যে গেল !—ধর গো, তোমরা ধর গো,

ওগো ধর তাকে !

ওগো যেও না, ফেলে যেও না,

আমি একাকিনী (বনে) ভর পাৰ—

তুমি অমন করিয়া চেও না,

ফেলে যেও না, তোমার পায়ে ধরি,

ওগো, কাদাতে কি (বড়) ভাললাগে ?

আহা পেয়ে যেন তবু পাইনে,

কি যেন পেলে সব পাওয়া হয়,—

আর যেন কিছু চাইনে !

(আমি) বনে বনে ঘুরি,

ছুটে ছুটে মরি,

তুমি কাছে থাক তবু ফাকে ফাকে !

ঐ শোন কারে ডাকে ?

আশাহত

বেহাগ—একতাল্লা

চল কিরে চল, তারে পাওয়া বাবে না !

(এই) আঁকা বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না !

তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,

ধরার সনে আর কি মেশে !

ধরার আশি নিয়ে তারে

দেখতে পাবে না !

আমার যে আর পা চলে না—

(তবু) 'আহা,' 'বাছা' কেউ বলে না ;

. সে ছাড়া আর নবন বারি

কেউ মোছাবে না !

কত দূরে কিসের মত,

আলো-আধার ছুঁচ্ছে কত !

রইল ছায়া, গেল কাহ্না

কিরে আসবে না !

পরিণয়-মঙ্গল

যা, জোর স্নেহ-গগনে উদিল

আজি ফুল যুগল চাঁদ গো ;

অবিরল ধারে বহিছে স্বধা

নাহি মানে কোন বাধ গো ।

আজি এ মধুর রাতি,
 সবে উঠিছে পুলকে মাতি ;
 কত দিন পরে পুরিল, জননি,
 তোমার প্রাণের সাধ গো ;
 আজি ভুলে যাও যত দুঃখ স্বাতনা
 দুঃভাবনা বিসাদ গো ।

ফুল যুগল রতনে
 আজি বরিয়া লও গো স্বতনে ।
 দেহ মাথে তুলি বাম পদধূলি
 বুলা আশীর্বাদ গো,
 এ শুভ মিলন অক্ষয় হোক
 এই কর দাননাথ গো !

অভিনন্দন

এস, কক্ষজীবন-দীপ্ত, প্রতিভা-কিরণ-
 মঞ্জিত, লোক-বন্দন !
 এস, বশোনিধি, কীর্তিব্যাবিধি,
 হৃদয়-নন্দন হে

এনেছি মঙ্গল-হবষ-পূরিত
 শুভ এ মরম-বরণ-ডালা,
 সৌম্য ! ধীর ! প্রশান্ত স্মৃতি
 প'রেছ উজ্জল বিজয়-মালা !

লহ, মুক্ত, হৃদয়ের ডাক্ত-জল, লহ
 প্রীতি-কুল-ধ্বংস-চন্দন ;
 লহ, ধীন-স্বল, প্রেম-বিরচিত
 এ অভিনন্দন হে !

শেষ দান

বন্দনা

(বল) কি দিয়ে পুজিব ও-চরণ !

দীন অকিঞ্চন মলিন হৃদয় ল'য়ে

কেমনে করিব, দেব, তব আবাহন !

সৌম্য মধুর তব শাস্তোচ্ছল দেহ,

বদনে নীতি-কথা, নয়নে শ্রীতি-স্নেহ,

বিপুল শাস্ত্ররাশি, মোহধ্বাঙ্ক নাশি',

বিতরিছ দিশি দিশি পুণ্য-কিরণ ।

বরষে বরষে, গুরো, কত না আশ্রয় করি',

দম্বনীতি দিয়ে বাও এ দীন হৃদয় ভরি' ;

হিয়া কি পাবাণ ছায়, রেখা নাহি পড়ে তায় !

কি হবে উল্লাস ? দেব, কর নিরুপল ;

বিদায়

গৌরী—কাঁপতাল

(আভি) দীন নয়ন সজল করণ, কেন রে পরাণ কাঁদে—

লুটাইয়া অবসাদে ?

সোণার স্বপন ভাঙিল নিয়তি

নিষ্ঠুর চরণাঘাতে ।

মরমেব কোণে লুকাইল আশ,

কোরকে ঝরিল কুহুম স্বাস,

তপ্ত বেদনা বহিরা বাতাস

হুইছে পড়ে বিবাদে !

অন্ধ তিমির উজলি কিরণে,
 আনি' জাগরণ স্থল নয়নে,
 উদিল অরুণ পূর্ব গগনে,—
 ডুবে গেল পরভাতে !

দেখ রে জ্ঞান-সাগর-যাত্রী,
 উদার তোদের আসিল রাত্রি ;
 কে আর অকূলে লয়ে বাবে তরী—
 কে আর বাইবে সাথে ?

আজি শারদ মিলন কেন রে
 এত ব্যাভিছে বেদনা পরাণে,
 কেন করিছে কুস্তম অর্ধারে
 কেন মুদিত তারকা গগনে ?

ব্যাকুল বেদনে ফিরিছে রোদন
 আজি রে নয়নে নয়নে ;
 কি যেন ছিল রে তিমির মাঝারে,
 কে যেন 'মশাল' পবনে !

কৃপণের ধনে কে লইল কাড়ি,
 কেন হেন অকারণে ;
 স্নেহমাখা তার শিববাণী আর
 শুনব না কতু কাণে ।

সেবকে কে আর ভ'ষবে শাদরে
 অমৃত ম'দরা-দানে,—
 হাসিমুখে সদা কে ডাকিবে আর
 আজ নিশি-অবসানে !

হৃদয়-কুসুমাজলি লহ, দেব, উপহার !
 কি দিব তোমার মত, বল কিবা আছে আর !
 তুমি যে বাইবে প্রভু, অপনে জানিনে কতু,
 তোমার বিদায়-কথা,—শোক-শেল ছুনিবার ।
 জ্ঞান-মঞ্চে বসি' উঠে, হেলা করনিক' তুচ্ছ,
 দীনধনি-নিবিশেষে সবে সম ব্যবহার ।
 সঙ্কল্প-পালনে ব্রত, ধর্মবীর সত্যব্রত,
 নিকলক সমুজ্জল কি দৃষ্টান্ত চমৎকার !
 অসহায় প্রাণ কামে, হৃদে না ধৈর্যব নাথে,
 না পারি গাহিতে গান, ছি'ড়িছে মরম তার ।
 শত অপরাধ তুলি', দাও 'ও চরণ-দুলি',
 যেথা থাক লও চির-আশীর্বাদ দেবতার ।

উপদেশ

শুকবাক্য শিরে ধর,

সঙ্কনের সঙ্গ কর

সদালাপে কাল তর,

অবশ্য কুশল হবে

নিজ ধন্যে মতি রেখ,

সামুদ্র জীবন দেখ,

সে জীবনী পড়, শেখ,—

তোমাতেও সাধু ক'বে

বিষধর সর্পসম

কুসঙ্গ বর্জন করি',

পাপ-রিপু, প্রবঞ্চনা,

পরনীড়া পরিহারি',

বিধাতার প্রেম-বলে
 বিশ্বপ্রেমে বাও গ'লে,
 বাধা-বিঘ্ন পদে দ'লে,
 “জয় ভগদীশ” হবে ।

অচলা ভকতি রেখ
 জনক-জননী-পদে,
 পিতামাতা ধ্রুবতারার
 কুটিল-জীবন-পথে ;—

ভাই-বে'ন ভালবেসে,
 দুঃখে কেন্দো, সুখে হেসো,
 ভুল' ন' বিহুর পদ
 ধরণীর কলসবে ।

ছিন্ন মুকুল

ফুল যে কাঁদিয়া পড়ে, কথা নাহি মুখে ।
 তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ, বিনা,—
 তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস
 র'য়ে গেল কিনা এই মৃত মর্ত্য-মুখে,—
 সে কি তা দেখিতে আসে ? হেসে ঝ'রে যায় ।

বনদেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
 প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একান্তে নিঃস্বপ্নে,
 নিম্নল শ্রুতির উৎস নয়নের নীর—
 ফেলে যায় প্রতিদিন—পবিত্র শিশির,
 অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি-শিখরে ।

জমর কিরিয়া বার নিরাশ হইয়া ।

শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ারে বতনে

ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল কন্দনে

লুপ্তপ্রায় জনক্ৰতি সমাধির পাশে ।

কতু বহি কোন পায় পথ তুলে আসে,

কহে তারে কাণে কাণে বিবাহ-স্পন্দনে,

“তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তারে,

ছোট ফুল, ঝ’রে গেল সৌরভের তারে ।”

* * * *

অফুটন্ত মন্দার-মুকুল ;

সে কেন ফুটিবে হেথা ?—বিধাতার কুল !

কোন্ অভিশাপ-ভরে,

ধরায় পড়িল ঝ’রে,

শচীর কুন্তল-রূপী বিলাসের ফুল ?

দেবতার উপভোগ্য,

এ ধরা কি ‘তার বোগ্য ?

তকাল’,—হ’দিন দিবে স্বরূপি অতুল ।

হার হার, কেন এলে ?

কেন গো’ চলিয়া গেল,

আত্মীয়-বান্ধব-হৃদে হানি’ শোক-শল ?

কিছু তো জানিনে সখা,

আর যে হবে না দেখা,

উৎসাহের ৬ শা আজ (ই) হইবে নির্মূল !

সাহিত্য-গগন-তীরে

নব রবিরূপে, ধীরে

উঠেছিলে বিজ্ঞাপিতা আলোক বিপুল ।

কি করাল কাল-মেঘে

ফেলিল তোমার তেকে,

ভূবিলে,—ভূবালে চির আধারে আবুল !

তবে যাও দেবাকাসে,

হৃদিতরা আঁড়িলাবে,

হইয়ে উদয়, তুট কর দেবকুল ।

বেখানে মিথ্য ছাই, মরণের ঘেঘ নাই,
নাহি দুঃখ, নাহি অশ্রু বিচ্ছেদ-আকুল ;
স্বরণের জল-বাহু, দিবে শুভ চির আশু,
সকল দেবতা, সখা, হবে অকুল !

তোমরা ও আমরা *

আমরা রাখিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া থাক ;
আমরা চ'বেলা হেসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেহে) তোমরা নিজা থাক ।
আজ এ-বিপদ, কাল ও-বিপদ করি গো,
হাতের চ'খানা পহনা ও টাকাকড়ি গো,
“না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো !”
বলি', ক'য়ে চম্পট দাও ।

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রায়ে ঘুরিবে,
কত পায়ে ধরি, শুনিবে না ,
যদিরে অ'চরে সাক্ষ পাইবে, বলিবে,—
“সবি তোমা'দেরি তরে দেনা ।”
জুড়িনে যে'দিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো,
“চন্দ্রবদনি, আর কি !” মোহাগে গলি' গো,
“জীবিতেশ্বর,” “প্রিয়তমে,” “সখি,” বলি' গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও ।

বখন বা আসে শ্রীমুখে বলিয়া থাক গো,
শুনে আমরা জরু রই ;

* কবি স্বকেন্দ্রলাল রায়ের “আমরা ও তোমরা” নামক বহুস্তম্ভক
কবিতাটির প্রত্যুত্তরে রচিত ।

রক্ত-বর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
 দেখে ভরে জড়সড় হই ।
 কথার কথার ধরনী কাটাও রাগি' গো,
 আমরাই বেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
 পায়ে ধরি' সাধি অপরাধ কমা-লাগি গো,
 তবু লাখি মেয়ে চলে বাও ।

আমরা মাহুরে পড়িয়া নিদ্রা বাই গো,
 আর তোমাদের চাই যদি ;
 আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
 আর তোমরা পোলাও দ'খ ।
 তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ক্রটি গো,—
 বাস্তব্য হালুয়া লুটি ও বা'ধিতে ক্রটি গো
 না হ'লে—আ মরি ! কর কি হুকুম গো,
 কিংবা চ'চ'প'হু'টা দাও ।

আমরা একটা চুলের বোঝার ভারে গৌ
 সদা জ্বালাতন হ'রে মরি,
 তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হর না, থাক গো
 সদা এলবাট টেরি করি' ।
 আমরা হ'খানা শাখা ও লোহার খাড়ু গো
 পেলেই তুট, কষ্ট হর না কারু গো,
 তোমাদের চটী, চুকট ও চেন চাক গো,—
 তবু খুঁতখুঁতি মেটে নাও !

প্রভাতে

প্রভাতে বখন পাখী নাহিল প্রভাতা—
 আলোকে বহুধা ভরপুর ;

পূৰ্বাকাশে পরাকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর ।

মঙ্গল আরতি শব্দ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি-গান ;
কোথায় লুকায়ে, প্রভু ! মুক্ত চরাচরে ?
ব'লে দাও তোমার সন্ধান !

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল হ'ননন ;
দেবতা কহিল ডাকি, 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ ।'

হাসপাতাল

সঙ্ক্যায়

সঙ্ক্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে
স্বগন্তীর নীরবতা-মাঝে,
ফুল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহ-দলে
আলোকের অর্ঘ্য ল'য়ে াজে ।

তোমারি কুপার দান দিবে তব গদে,—
চন্দ্র তারা সবারি বাসনা ;
কিন্তু সে চরণ কোথা ? গেলে কোন্ পথে
সিদ্ধ হবে দীন উপাসনা ?

কোটি কোটি গ্রহলোকে পায়নি খুঁজিয়া,
আত্মাশ্রয় হ'য়েছে বিফল ;
বিক্লিষ্ট হৃদয় ল'য়ে নয়ন মুদিয়া
ব'লে থাকা, মন রে, কি ফল ?

হাসপাতাল

নিশীথে

নিশীথে নগন শুষ্ক, ধরা স্থিতি-কোলে,
গভীর, অধীর সমীরণ,
জলেস্থলে মধুগন্ধি কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ ।

আমি মুক্ত করে—“এল, পূজা লও প্রভু !”
ব'লে কত ভাকিছ কাতরে,
মায়াবর ! লুকাইয়া রহিলে যে তবু ?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে ?

দুর্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাদে নাথ ! এ বেননাতুর ,
দেখা দিবে, পূজা নিবে, বাথ পদতলে,
চাও নাথ ! বিরহ-বিদুর ।

হাসপাতাল

রত্নাকর

বিমল আনন্দ ল'য়ে গিরি হ'তে নেমে আসে
কল্যাণ-রূপিনী নদী , এ ধরা আনন্দে ভাসে ।
যে নগরী পাদমূলে, বারি ঢালে তার কূলে,—
ছুটে উঠে নব শোভা, নব প্রাণ পেয়ে হাসে ।

বিলার মঙ্গল-রাশি, পিঙ্গাসীর 'হৃদয় নানি'
অশান্ত আবেগে ছুটে চলে সাগরের পাশে ;
তরঙ্গিনী কুল, তাই সাগরে এসেছে ভাই ।
অগাধ আনন্দ-হাবে মিশিবার মহোজ্ঞাসে ।

বার বা অভাব আছে, প্রাণ আন তার কাছে,
আসিয়াছে রক্তাকর, রক্ত পাবে অনারাসে ;
হৃদয়ের পুণ্য-তীর্থ ! কি পভীর ! কি পবিত্র !
সাগর-সজম-বাজী, এস মোক্ষ-অভিলাষে ।

যোগী

বিশাল-বিমুক্ত-শূন্য-চন্দ্রাতপ-তলে,
চপলা প্রকৃতি-মাঝে, অচঞ্চল, ধীর,
মৌনী, নিমিলিত-নেত্র, জ্ঞান-যোগ-বলে,
(বীরাসনে উপবিষ্ট) বিশ্বজয়ী বীর !

ভেষণ পিন্নল জটা ; জীর্ণ, ক্লান্ত দেহ,
শ্রম অনলের কুণ্ড যোগায় বিভূতি ,
দুঃখ, যুগা, লজ্জা, ভয়, আকাজক্ষা, সন্দেহ,
বিলাস, সম্পদ—কুণ্ডে দিয়াছে আহুতি ।

দ্বংসশীল জগতের শত আবর্তন
সমাধি-আসন-তলে সন্নিবে লুটায় ;
স্তব্ধের সামগ্রী নহে আনন্দ-বর্জন,
নাহি হেন দুঃখ, যা'তে সমাধি চুটায় ।

স্পন্দহীন, শীতাতপশিখ, নিষ্কিঞ্চাব,
ভেদজ্ঞান-বিবর্জিত, নিকট-ইন্দ্রিয় ;
বৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, দীর্ঘ নিরাহার,
অগ্নির নাহিক কিছু, নাহি কিছু প্রিয় ।

স্বপ্ন কি জাগ্রৎ ? ক্লান্ত, নিভৃত গহ্বরে
ইচ্ছাশক্তি, অহুত্বতি, ধৃতি, অহমিকা

চিরসুস্বাদিত, কিংবা সুখ চিরভরে,—
জানি না, বুঝি না এই গুঢ় প্রতিলিকা ।

কি পেয়েছে, কি নেবেছে—কিছু নাহি বলে,
এক ল'রে উৎকণ্ঠিত জীব, পদতলে ।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

উত্তম নিখর-শ্রেণী প্রসারি' গগনে,
অবিশাল গিরি ওই অটল গজীর,
ফল-গুণ-তরুণতা-ভূষার-কাননে,
প্রকৃতির চিরশাস্ত্র পবিত্র মন্দির ।

লীলাময়ী নিব'হীকী এর সর করে,
বিহগের কলকণ্ঠে মিলায়ে সঙ্গীত,
গৈরিকের বস্তুরাগ মুকুতা অধরে,
নেমে আসে মাতৃরূপে জগতের হিত ।

সমতলে দহাময়ী রাখি' স্ত্রীচরণ,
কল্যাণ-তরঙ্গ তুলি' আনন্দে নাচিয়া,
দুই কূলে ফুটাইয়া মন্দার-কানন,
চ'লে যায় স্নেহ নীর কীর শিখাইয়া ।

অকূলে অর্পণ কোলে কালের বিধানে,
মিশাইয়া প্রাণময়ী স্বধা-নীচ-ধারা,
আবার বাস্পীয় রথে আরোহি' বিমানের
পিছুকূলে কস্তারূপে হয় আশ্রয়কারী ।

চিন্তামূল নহ ! ইথে নাহি মনে হয়,
প্রজ্ঞাতের চিরন্তন সৃষ্টি-স্থিতি লয় ?

মহাকাল

প্রহেলিকাময় চিরন্তন !
 নিত্যবৃদ্ধ—চিরস্বপ্ন,
 বপ্তকাল, চিরলুপ্ত ;
 অবিভেদ, অতুড়ত, ভীম নিরন্তন !
 তোমারি প্রবাহ ধরি'
 নৈখিল বৈচিত্র্য-তরী
 ভেসে যায়, কোথা যায় নাহি নিরূপণ ।
 জীবন, মরণ, স্থিতি,
 হর্ষ, শ্রীতি, দুঃখ, ভীতি,
 আনন্দ, উৎসব-গীতি, শোকের ক্রন্দন,—
 হে অনন্ত গরীয়ান !
 হে অখণ্ড, হে মহান !
 সকলি ও-নির্বিকার বক্ষের স্পন্দন !
 প্রহেলিকাময় চিরন্তন !

জ্ঞানময় ওহে চিরন্তন !
 অগণ্য গ্রহের মেলা
 কবে কি করিবে খেলা,
 কোন্ পলে কোন্ পথে করিবে ভ্রমণ ;
 কে কোথা পড়িবে বাধা,
 কে কোথা পাইবে বাধা,
 কোন্ কোন্ গ্রহে কোথা হবে সংঘর্ষণ ;
 কারণে হইবে কাণ্ড্য,
 বিধিলিপি অনিবার্য,
 উর্ধ্বরতা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, প্রাবন ;
 চেয়ে আছে স্থিরলক্ষ্য !
 সকলি ও-মুক্ত চক্ষে

প্রতিভাত ; বেন শুভ মখর-দর্পণ ।
জ্ঞানময় তুমি চিরন্তন !

প্রাণময় ওহে চিরন্তন !
বিশ্ব-সজীবতা বাগি'
যে দিন উঠিলে আগি'
অনন্তের প্রান্তে, ল'রে অনন্ত জীবন ;
সে হ'তে নিখিল ভবে,
অবিশ্রান্ত কলরবে,
অকুরি' উঠিছে প্রাণ মুহূর্তে নূতন ;
উজ্জল সুষমা-ভরা,
চির-প্রাণময়ী ধরা
মধুরান্তে, মধুরান্তে ভাসায় ফুবন ;
আনন্দ, উৎসাহ, বল,
আশা, প্রীতি, কোলাহল
ল'রে নিরন্তর করে চরণ-বন্দন ।
প্রাণময় তুমি চিরন্তন !

স্বভ্যাময় তুমি চিরন্তন !
ভবিষ্য মুহূর্তগুলি
উৎকর্ষিত নেত্র তুলি'
বর্তমানে রহ লীন ; কে করে বারণ ?
আখির পলকে হার,
বর্তমান হ'য়ে হার
অতীতে অপূনর্গত্য, চির অবর্শন !
কর্মের সমীর-ভরে,
মহানিদ্ধ-বক্ষ'পরে
জীবন-বুধু-শ্রেণী উঠে অগণন ;

মুহূর্তে অকূলে ভাসি'
 মিলায় সে বিশ্বরাশি
 তব বক্ষে, সর্বগ্রাসী ওহে বিত্তীয়ণ !
 স্বভ্যাময় তুমি চিরন্তন !

কণিক ও সুখদুঃখ

পরিভ্রাণ যদি মোর, ভগবান্, নাহি কর তুমি,
 দুঃখ নাই ; পরলে কি ভীত হয় পরলের ক্রিমি ?
 দীনবন্ধু, দুঃখ এই, পরিভ্রাতা বলে তোমা সবে,—
 সেই চিরনিঃকলঙ্ক বশোরাশি মলিন যে হবে !

তোমার পৃথিবী, নাথ, করিষ্যছি সুখ-রসালয় ;
 দেখেছি পাডায়ে দূরে, করি নাই কত অভিনয় ;
 পলে পলে পটক্ষেপ, আশঙ্কার—আকাজ্জক দুঃখ,
 পদে পদে পদচ্যুতি, তবু প্রেম দাও—এই সুখ !

আজীবন সুখদুঃখ এ ভীষণ তরঙ্গ-মাব' র,
 এ দীনের কণি প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে ;
 কণিক এ সুখদুঃখ লহ, প্রভু, চাতি না যে আর,
 চিরানন্দ ক'রে দাও এ ক্ষণে তব্বৎ আমার !

বিদায়-লিপি

একস্টেম্পোর পত্র পেয়ে
 হরেছি অবাক !
 হাজার হ'লেও, দাদা,
 মরা হাতী লাখ ।

তোমার মকল-ইজ্জা

হ'ল না মকল,—

জীবন ফুরায়ে গেল,

ভেঙ্গে যায় কল।

আর তো হ'ল না দেখা ;

কর আশীর্বাদ—

এড়িবে সমস্ত দুঃখ,

বেদনা, বিষাদ।

বড় বে বাসিতে ভাল,

শিখাইতে কত,

ছাপা'ল কবিতা তাই,

সে “নব্যভারত”।

বিদ্যার বিদ্যার, তাই,

চিরদিন তবে,

মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা

রেখ মনে ক'রে।

একান্ত নির্ভর আমি

করেছি দয়ালে,

মারে সেই রাখে সেই—

যা থাকে কপালে।

প্রীতি দিও তথাকার

প্রিয় বন্ধুগণে,

ভক্তি দিও তথাকার

নমস্ত স্বজনে। *

হাসপাতাল

* স্বত্বার কয়েকদিন পূর্বে কবিবরের পরমবন্ধু প্রণীতশাঃ শ্রীমুক্ত
অক্ষরকুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্ধৃতিত কবিতার লিখিত পত্রের উত্তরে
রচিত।

শেষ দান

নাও, ভেসে যেতে দাও তারে ।
 ঐ প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক ।
 তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
 তারে দিও না গো বাধা ।

যেতে দাও !
 আমার মরাল-মন ঐ চ'লে যায় কার গান গেয়ে,
 শোন । ঐ শ্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি',
 যেতে দাও !

মুছিও না, ওটিও চলিয়া যাক
 আসিয়াছে যেথা হ'তে—
 সে চরণে কিরে চ'লে যাক ।

দিখে যাক এ তুষার কাতর
 পৃথিবী-রে স্তম্ভিতল হুমধুর ধারা,—
 অমর করিয়া যাক বহি ।

ঐ অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথয়ে মধুর,
 সেটুকু নিও না কেতে ;
 দিতে চাই তাহি পদতলে—
 যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা ।

আমার দয়ালু অই—
 ব'সে আছে নিরঞ্জে !
 আমারে দিওনা বাধা,—
 ভেসে যাই এক মনে ! *

হাসপাতাল

* এই কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান ; কয়েক দিন
 পরেই তাহার লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছিল ।